মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘সৎকর্ম হ’ল উত্তম চরিত্র। আর পাপকর্ম হ’ল যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং তা অন্য কারো অবগত হওয়াকে তুমি অপসন্দ কর’ *(মুসলিম হা/২৫৫৩)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২১তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০১৮

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ	৯ম সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল	১৪৩৯ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪২৫ বাং
জুন	২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল *(৪র্থ কিস্তি)* ০৩
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা *(৭ম কিস্তি) -অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ০৭

♦ আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(৪র্থ কিস্তি)* ০৯
-অনুবাদ : মীযানুর রহমান

♦ হকিং তত্ত্ব ও শাশ্বত সত্য ১৪
- মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান

♦ কিয়ামত আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী ১৯
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

♦ ঈদের ছয় তাকবীরের পক্ষে উপস্থাপিত দলীল সমূহ পর্যালোচনা *-আহমাদুল্লাহ* ২৬

♦ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩১

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩৩

♦ কেমন আছে মিয়ানমারের অন্য মুসলমানরা
-আলতাফ পারভেজ

◈ **নবীনদের পাতা :** ৩৫

♦ আকাশের দরজাগুলো কখন ও কেন খোলা হয়?
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৯

♦ কোল্ড ড্রিঙ্কসে ১১ সমস্যা

◈ **কবিতা :** ৪০

♦ ঈদের দিনে ♦ আমি আরাকানের কথা বলছি
♦ পশুর অধম ♦ কুরআন-হাদীছ ডাকে

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪১

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৩

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

জেরুযালেম দখলে ট্রাম্প

১৯৪৮ সালের ১৫ই মে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্রাঈল রাষ্ট্র জন্মলাভের ঠিক ৭০ বছর পরে ২০১৮ সালের ১৫ই মে তেলআবিব থেকে আমেরিকান দূতাবাস জেরুযালেমে স্থানান্তর করা হ'ল। উদ্বোধন করলেন ট্রাম্প কন্যা ইভাঙ্কা। এরপর আমেরিকার বশংবদ রাষ্ট্রগুলির দূতাবাসও একে একে সেখানে চলে যাবে। পুরা জেরুযালেমের উপরে ইহূদীদের দাবী পূর্ণতা লাভের পথে ইস্রাঈল একধাপ এগিয়ে গেল। এভাবে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা দখল করার পর তারা মদীনা ও কা'বা দখলের দিকে এগিয়ে যাবে। ১৯৬৭ সালের ৬ই জুন ইস্রাঈল জেরুযালেমের প্রাচীন নগরী অধিকার করে। তার পরপরই প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে ইস্রাঈলী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ বিলাপরত প্রাচীরের (Wailing wall) দিকে মার্চ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দায়ান ঘোষণা করেন, 'মদীনার রাস্তা এখন আমাদের জন্য খোলা' (The road to El-Medina is now open)। একই দিনে তারা মসজিদের চার দেওয়ালের মাঝখানে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে নাচ-গানের মাধ্যমে এর পবিত্রতা বিনষ্ট করে *(ইন্নালিল্লাহ...)*। আজও দূতাবাস উদ্বোধনের দিন একই দৃশ্য দেখা গেল। অথচ ইস্রাঈলের এই হঠকারিতার পক্ষে সেখানকার ও আমেরিকার সাধারণ ইহূদীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইস্রাঈলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে মধ্যপ্রাচ্যের 'শান্তির শত্রু' বলে আখ্যায়িত করেছে। ৪ বছর আগের এক জরিপে জানা গিয়েছিল যে, মার্কিন ইহূদীদের মাত্র ৩৮ শতাংশ ইস্রাঈলী নীতি সমর্থন করে। বর্তমানে সেই সমর্থন প্রায় তলানিতে নেমে এসেছে। তারা Jewish voice for peace লিখিত ব্যানার নিয়ে আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করছে। তারা ব্যানারে লিখেছে, Israelis and Palestinians Two people, One future (ইস্রাঈলী ও ফিলিস্তীনী দুই জাতি, এক ভবিষ্যৎ)। ১৯৭৬ সালের ৩০শে মার্চ ইস্রাঈলের দক্ষিণাঞ্চলে নতুনভাবে ইহূদী বসতি নির্মাণ করার প্রতিবাদ বিক্ষোভে গুলি চালিয়ে ৬জন ফিলিস্তীনীকে হত্যা করা হয়। এরপরের বছর থেকেই ৩০শে মার্চ হ'তে ১৫ই মে পর্যন্ত ৬ সপ্তাহকে 'ভূমি দিবস' হিসাবে পালন করে আসছে ফিলিস্তীনীরা। এবারের কর্মসূচীতে শেষ দু'দিনে ৬২ জন সহ মোট এক হাযারের অধিক নিহত এবং বারো হাযারের অধিক মুক্তিকামী ফিলিস্তীনী আহত হয়েছে। এর প্রতিবাদে বিভিন্ন উদারমনা ইহূদী সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করছে। গত বছর ২০১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুযালেমকে ইস্রাঈলের একক রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এর বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এমনকি ইহূদী ধর্মাবলম্বী হলিউড তারকারাও তাতে শামিল হন। যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইহূদী সংগঠনের মুখপাত্র এথান মিলার বলেন, 'আমাদের নাম করে সহিংসতা করা হচ্ছে, হত্যাকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। তাই আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারিনা। আমরা সংগঠিত প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জানাতে চাই যে, আমরা কোনভাবেই ফিলিস্তীনী ভূমি দখলদারিত্বের পক্ষে নই। আমরা এর বিরুদ্ধে'। তাদের একটি সংগঠন ওয়াশিংটনের ট্রাম্প টাওয়ার সংলগ্ন রাস্তা আটকে দু'ঘণ্টা বিক্ষোভ সমাবেশ করে। যেখানে তাদের ফেষ্টুনে লেখা ছিল 'সহিংসতা বন্ধ কর'। 'ফিলিস্তীনীদের স্বাধীনতার মধ্যেই ইস্রাঈলের ভবিষ্যৎ নিহিত'। তাদের পরিহিত টি-শার্টে লেখা ছিল 'আমরা একটি ভালবাসার বিশ্ব গড়তে চাই'। এভাবে জেরুযালেমে যখন আমেরিকান দূতাবাস খোলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইহূদী-নাছারাদের মিলিত আনন্দ-উল্লাস চলছে, তার মাত্র ৪০ মাইল দূরে পৈত্রিক ভূমি হারানো ফিলিস্তীনী মুসলিমদের রক্তে ফিলিস্তীনের মাটি রঞ্জিত হচ্ছে। আমেরিকা ও ইস্রাঈলের ভাষায় এরা হ'ল সন্ত্রাসী। অথচ এরা হ'ল মুক্তিকামী এবং ইহূদীরা হ'ল জবরদখলকারী। শক্তির জোরে এভাবেই চিরকাল সত্যকে মিথ্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার রীতি চলে আসছে।

কে না জানে যে, ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্রেফ একটি মিথ (Myth) বা পুরাকথার উপর ভিত্তি করে। হিব্রু বাইবেল ভিত্তিক নানা উপাখ্যানকে সত্য ইতিহাস হিসাবে দাঁড় করানো ছাড়া জায়নবাদীদের পক্ষে ইস্রাঈল রাষ্ট্র গঠনের কোন নৈতিক সমর্থন এবং বিশ্ব স্বীকৃতি আদায় করা খুবই কঠিন ছিল। তাই এসব মিথ্যা ইতিহাস তৈরী ও লালনের কাজটি তারা আজও করে যাচ্ছে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫ খৃ.) জার্মানীর স্বৈরশাসক হিটলারের পরিকল্পনায় হলোকস্টে প্রায় ৬০ লাখ ইহূদীকে হত্যা করা হয়। যা ফিলিস্তীনের মাটিতে ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীকে যোরদার করে। ইউরোপ হলোকস্টের অপরাধ করলেও শাস্তি চাপানো হয় ফিলিস্তীনী আরবদের উপর। ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর সদ্য গঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অন্যায়ভাবে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডকে ইহূদী ও আরবদের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটার সাথে সাথে স্বাধীন ইস্রাঈল রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। সীমানা নির্ধারিত হয় জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুসারে। যাতে লাখ লাখ ফিলিস্তীনীর উপর নেমে আসে মাতৃভূমি হ'তে বহিষ্কারের মহা বিপর্যয়। হাযার বছর ধরে বসবাসকারী প্রায় ১০ লাখের অধিক আরব মুসলিম বিতাড়িত হয়ে পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্র সমূহে স্থায়ীভাবে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। বর্তমানে যা ৫০ লাখের উপরে দাঁড়িয়েছে। বিগত ৭০ বছর ধরে চলছে এই বিপর্যয়। ইস্রাঈলের ৭০তম বার্ষিকী উপলক্ষে সেখানকার প্রভাবশালী দৈনিক হারেজ (Haaretz) পত্রিকা ১৮ই এপ্রিল'১৮ সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছে, ৫০ বছর ধরে সামরিক শক্তি দিয়ে ইস্রাঈল লাখ লাখ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের অধিকারহীন করে। এটি তাদের ভূমি কেড়ে নিয়েছে। ভূমির মালিকদের বাস্তুচ্যুত করেছে। আর সেখানে গড়ে তুলেছে বসতির পর বসতি। যেখানে বসবাস করছে হাযার হাযার ইস্রাঈলী।... ৭০তম বার্ষিকীর উদযাপন দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দখলদারীর অভিশাপ ঘোচানোর কোন আভাসই নেই।... ইস্রাঈল সত্যিকারের স্বাধীনতা কেবল তখনই উদযাপন করতে পারবে, যখন তার প্রতিবেশী ফিলিস্তীন রাষ্ট্রও নিজের স্বাধীনতা উদযাপন করতে পারবে'। আজ ইস্রাঈলের ও আমেরিকার সাধারণ ইহূদীদের উচ্চারিত দাবীর মধ্য দিয়ে সেটাই প্রকাশ পাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তৈল লুট করা ও সেখানকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উপর ছড়ি ঘুরানোর কপট উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে ও আন্তর্জাতিক ইসলাম বৈরী শক্তিগুলির যৌথ ষড়যন্ত্রে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইস্রাঈল রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া হয়। সাধারণ ইহূদীদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য উপরোক্ত মিথ-কে কাজে লাগানো হয়। যার পিছনে কোন সত্য নেই। মিথটি হ'ল এই যে, ফিলিস্তীন হ'ল 'ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমি' বা Promised land। অথচ তাদের নবী মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে

[বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

Contents

তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল

মূল : ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ
*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৪র্থ কিস্তি)

হাদীছ সম্বন্ধে মুক্বাল্লিদদের অবস্থান এবং তার কিছু দৃষ্টান্ত :

(১৯) তার থেকেও বিস্ময়কর যে, যখন কোন হাদীছ, চাই তা মুসনাদ কিংবা মুরসাল হোক, তোমাদের ইমামের রায় মাফিক হওয়ায় তোমরা তা গ্রহণ করছ, তারপর ঐ একই হাদীছে এমন কোন বিধান থাকে যা তার রায়ের বিপরীত, তখন ঐ বিধানের ক্ষেত্রে তোমরা উক্ত হাদীছ বর্জন করছ। অথচ হাদীছ কিন্তু একটাই। মনে হয় যেন হাদীছ তোমাদের তাক্বলীদকৃত ইমামের মত মাফিক হলে দলীল গণ্য হবে; আর তার মতের বিপরীত হলে তা কোন দলীল পদবাচ্য হবে না। আমরা এর কিছু নমুনা তুলে ধরছি। কেননা এটা তাদের আজব তামাশার অংশ।

সুন্নাতের একাংশ গ্রহণ ও অন্য অংশ বর্জনে মুক্বাল্লিদদের হোঁচট খাওয়ার কিয়দংশ :

একদল মুক্বাল্লিদ ব্যবহৃত পানির অপবিত্রতা দূরীকরণ ক্ষমতা রদ করতে এই দলীল পেশ করেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) মহিলার ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের ওযূ করতে এবং পুরুষের ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা মহিলার ওযূ করতে নিষেধ করেছেন।[১] তারা বলেছেন, ওযূর সময় দু'জনের অঙ্গ থেকে ব্যবহৃত যে পানি গড়িয়ে পড়ে তাই উভয়ের অবশিষ্ট পানি। (আর তাদের একে অপরের ব্যবহৃত এই অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করতে হাদীছটিতে নিষেধ করা হয়েছে)। আবার তারা নিজেরাই খোদ হাদীছটির বিরোধিতা করে তাদের উভয়ের জন্য অন্যের ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। অথচ এই নিষেধাজ্ঞাই ছিল উক্ত হাদীছের মূল উদ্দেশ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলার ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের ওযূ করতে নিষেধ করেছেন, যখন মহিলা একাকী পানি ব্যবহার করবে। এক্ষণে তাদের নিকট না তার একাকীত্বের বিষয়ে কোন চিহ্ন আছে, না ঐ অবশিষ্ট পানি মহিলার অবশিষ্ট পানি হওয়ার বিষয়ে কোন চিহ্ন আছে। তাই তারা নিজেদের দলীল হিসাবে প্রদত্ত হাদীছের নিজেরাই বিরোধিতা করেছেন এবং হাদীছটিকে তার প্রয়োগক্ষেত্রের বাইরে প্রয়োগ করেছেন। কেননা ওযূর অবশিষ্ট পানি বলতে নিশ্চিতভাবেই ওযূ শেষে ওযূকারীর পাত্রে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট পানিকে বুঝায়; যে পানি দিয়ে ওযূ করা হয়েছে তাকে নয়। ব্যবহৃত ঐ পানিকে তো ওযূর অবশিষ্ট পানি বলা হয় না। সুতরাং হাদীছ দ্বারা যা বুঝানো হয়নি তারা তার পক্ষে দলীল দিয়েছে এবং যা বুঝানো হয়েছে তারা তা বাতিল করে দিয়েছে।[২]

আরেকটি দৃষ্টান্ত তারা কেউ কেউ বলেছেন, 'পানি নাপাকীযুক্ত হলে রং বিগড়ে না গেলেও অপবিত্র হয়ে যাবে'। দলীল হিসাবে তারা বলেছেন, 'নবী (ছঃ) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন'।[৩]

আবার তারা বলেছেন, 'যদি কেউ বদ্ধ পানিতে পেশাব করে তবে ঐ পানি দুই কুল্লা পরিমাণের কম না হ'লে অপবিত্র হবে না'।

পানির অপবিত্রতার পক্ষে তারা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারাও দলীল দিয়েছেন, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগবে তখন সে যেন তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত তার হাত পানির পাত্রে না ঢুকায়'।[৪]

তারপর তারা বলেছেন, 'না ধুয়ে হাত ঢুকালে পানি অপবিত্র হবে না এবং তার উপর হাত ধোয়া ফরয হবে না। সে হাত ধোয়ার আগে পাত্রে হাত ঢুকাতে চাইলে তা পারবে'। এ মাসআলায় তারা দলীল দিয়েছেন যে, 'নবী (ছাঃ) জনৈক পেশাবকারীর পেশাবের জায়গা খুঁড়ে তথাকার মাটি তুলে ফেলতে বলেছিলেন'।[৫]

অতঃপর তারা বলেছেন, 'মাটি খোঁড়াও ফরয নয়; বরং ঐ পেশাবের জায়গা যথাবস্থায় থেকে গেলে তা সূর্যের আলো ও বাতাসে শুকিয়ে পবিত্র হয়ে যাবে।

ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওযূ নিষেধের সপক্ষে তারা নিম্নের হাদীছ দিয়েও দলীল দিয়েছেন, يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ 'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য মানুষের হাত ধোয়া পানি অর্থাৎ যাকাত অপসন্দ গণ্য করেছেন'।[৬]

আবার তারা বলেছেন, 'আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের জন্য যাকাত হারাম নয়'।

তারা বলেন যে, 'পানিতে মরে ভেসে ওঠা মাছের দরুন পানি নাপাক হয় না; পক্ষান্তরে ডাঙার প্রাণী মরে পানিতে পড়লে তাতে পানি নাপাক হয়ে যায়'। দলীল হিসাবে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সমুদ্র বিষয়ক হাদীছ পেশ করেন। তাতে তিনি বলেছেন, هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ 'উহার (সমুদ্রের) পানি পাক এবং উহার মরা প্রাণী হালাল'।[৭]

তারপর তারা খোদ হাদীছের কথার বিরোধিতা করে বলেছেন, 'সমুদ্রস্থিত মাছ মরে উঠলে তা খাওয়া হালাল নয় এবং মাছ ছাড়া সমুদ্রস্থিত আর কোন প্রাণীও হালাল নয়'।

** ঝিনাইদহ।*
১. আবূদাঊদ তায়ালিসী হা/১২৫২, আহমাদ ৫/৬৬, আবূদাঊদ হা/৮২।
২. তাহযীবুস সুনান, পৃ ৮০-৮২; বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ৫৭১৪।
৩. বুখারী হা/২৩৮; মুসলিম হা/২৮২।
৪. বুখারী হা/১৬২; মুসলিম হা/২৭৮।
৫. তাহকীক দারাকুৎনী হা/৪৭৭, হাদীছটি শক্তিশালী নয়।
৬. নাছবুর রায়াহ ২/৩, ৪। এ অর্থে ছহীহ মুসলিমে হাদীছ রয়েছে হা/১০৭২।
৭. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১২; আহমাদ হা/৮৭৩৫; তিরমিযী হা/৬৯; আবূদাঊদ হা/৮৩।

রায়পন্থী যুক্তিবাদীরা কুকুরের অপবিত্রতা ও তার পান করা পাত্রের বিধান সম্পর্কে দলীল হিসাবে বলেন যে, নবী (ছঃ) বলেছেন,إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات 'যখন তোমাদের কারো পাত্র থেকে কুকুর পানি পান করে তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে'।[৮]

তারপর তারা বলেছেন, 'ঐ পাত্র সাত বার ধোয়া ফরয নয়, বরং সে একবার ধোবে'। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, 'তিনবার ধোবে'।[৯]

এক দিরহাম[১০] বা তার কম-বেশী স্থান পরিমাণ নাজাসাতে গালীযা বা কঠিন নাপাক দ্রব্য কাপড়ে লাগলে ঐ কাপড়ে ছালাত আদায়ের শুদ্ধতা সম্পর্কে তাদের মতের বিভিন্নতায় তারা একটি অশুদ্ধ হাদীছ দিয়ে দলীল দিয়েছেন, যা গুতাইফের সনদে যুহ্রী ও আবূ সালামা হয়ে আবূ হুরায়রার নামে মারফূ' সূত্রে অর্থাৎ নবী (ছাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। ঐ অশুদ্ধ হাদীছটি হল, تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ 'এক দিরহাম হেতু ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে'।[১১]

তারপর তারা বলেছেন, 'দিরহাম পরিমাণ নাপাকীর কারণে ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না'।[১২]

উটের যাকাতে উটের সংখ্যা ১২০-এর ঊর্ধ্বে হ'লে তারা আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ)-এর হাদীছের ভিত্তিতে একেবারে প্রথম নির্ধারণী থেকে হিসাব কষার কথা বলেছেন। এতে প্রতি পাঁচটি উটে একটি ছাগল দিতে হবে।[১৩]

তারপর ১২ স্থানে তারা ঐ একই বর্ণনার বিরোধিতা করেছেন। পুনরায় তারা আমর ইবনু হাযমের হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়েছেন যে, أَنَّ مَا زَادَ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ 'দু'শ দিরহামের উপর যা কিছু বেশী হবে তাতে কিছুই দিতে হবে না, যতক্ষণ না ৪০ দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছাবে। ৪০ দিরহাম হ'লে এক দিরহাম দিতে হবে।[১৪] তারপর তারা পনেররও বেশী জায়গায় হাদীছটির সরাসরি বিরোধিতা করেছেন।

ক্রয়চুক্তি রদ করার এখতিয়ার তিন দিনের বেশী না হওয়ার দলীল হিসাবে তারা মুছাররাতের হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[১৫]

এটি অন্যতম বিস্ময়কর যে, তারা ভয়ংকরভাবে মুছাররাতের হাদীছ অস্বীকার করে, কিন্তু এর প্রবক্তার নয়। যদি হাদীছটি হক হয় তবে তার অনুসরণ হবে আবশ্যক; নচেৎ তা দ্বারা তিন দিন এখতিয়ার প্রদানের দলীল প্রদান বৈধ হবে না। অথচ হাদীছটিতে শর্তজনিত এখতিয়ারের কোন কথা বলা হয়নি। হাদীছটি দ্বারা যা বুঝানো উদ্দেশ্য এবং হাদীছটি যা নির্দেশ করে তারা তার বিরোধিতা করে। আর তারা হাদীছটি দ্বারা যা প্রমাণ করতে চাচ্ছে তা তাকে নির্দেশ করে না।

এ মাসআলায় তারা হিব্বান বিন মুনকিয (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারাও দলীল দিয়েছেন, যিনি কিনা কেনা-বেচায় প্রতারণার শিকার হ'তেন। ফলে নবী (ছাঃ) তাঁর জন্য তিন দিনের এখতিয়ার দিয়েছিলেন।[১৬]

কিন্তু তারা পুরোপুরিই হাদীছটির বিরোধিতা করেছেন। বেচা-কেনায় প্রতারণার দরুণ তারা কোন এখতিয়ারের স্বীকৃতি দেননি। চাই সে প্রতারণা তার খরচের এক দশমাংশের সমান হৌক কিংবা ক্রেতা বিক্রেতাকে কোন প্রতারণা নেই বলুক অথবা না বলুক। চাই সে কম প্রতারিত হৌক কিংবা বেশী, কোন অবস্থাতেই তার এখতিয়ার মিলবে না।

রামাযানে দিনে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেললে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে তারা দলীল হিসাবে বলেছেন, 'হাদীছের কিছু শব্দে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলে। ফলে নবী (ছাঃ) তাকে কাফফারা দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন'।[১৭] তারপর তারা খোদ হাদীছের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'ছায়েম আটা ইস্তিফাফ করলে কিংবা ছানা আটা, আহলিলাজ অথবা ওষুধ গিলে ফেললে ছওম ভেঙ্গে যাবে, তবে তার উপর কাফফারা ফরয হবে না'।

---

৮. বুখারী হা/১৭২; মুসলিম হা/২৮০।

৯. বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ৪/৫২; আল-খিলাফিয়াত ৩/২৫।

১০. তৎকালীন পারস্য দেশীয় রূপার মুদ্রা। এটি আমাদের দেশীয় ১/২ টাকার কয়েনের মত গোলাকৃতির ছিল।

১১. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৩/৩০৮, ৩০৯ ; আত-তারীখুছ ছগীর ১/৩০২; উক্বায়লী, আয-যু'আফা ২/৫৭; ইবনু আদী, আল-কামিল ৩/৯৯৮। ইমাম বুখারী বলেছেন, 'এটি একটি বাতিল হাদীছ। আর রাওহ তথা গুতাইফ একজন মুনকারুল হাদীছ'। ইবনু হিব্বান বলেছেন, 'এটি নিঃসন্দেহে একটি মাওযূ' বা জাল হাদীছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথা বলেননি, বরং কূফাবাসীরা এটি বানিয়েছেন। আর রাওহ ইবনু গুতাইফ নির্ভরযোগ্য লোকদের নামে মাওযূ' বা মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করতেন'।

১২. ইগাছাতুল লাহফান ১/৬৩, ১৪৪-১৪৭, ১৫০-১৫৯। হানাফীদের আলোচনার জন্য দেখুন : মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-আছল ১/৬৮; আল-মাবসূত ১/৮৬; বাদায়ে'উছ ছানায়ে' ১/১৮; ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০২, ২০৮; আল-বাহরুর রায়েক্ব ১/২৯৩; হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন ১/২১৩।

১৩. ইবনু আবী শায়বা হা/১৯৮৪; আবু উবায়েদ, আল-আমওয়াল হা/৯৪৫; বায়হাক্বী কুবরা হা/৭২৬২।

১৪. ইবনু হিব্বান হা/৬৫৫৯। হাদীছটি 'মুরসাল' না 'মুসনাদ' তা নিয়ে দ্বিমত আছে। আবূদাঊদ ও নাসাঈ 'ইরসাল' জোরদারের পক্ষে; হাকেম 'ইসনাদ' জোরদারের পক্ষে।-অনুবাদক।

১৫. 'মুছাররাত' এমন পশুকে বলে, যার বাচ্চাকে দীর্ঘ সময় বেঁধে রেখে স্তনে দুধ জমানো হয়; যাতে ক্রেতা তাকে বেশী দুধদাতা হিসাবে কিনে নেয়। পরে দেখা যায়, পশুটি অত দুধ দেয় না। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থের বেচা-কেনা অধ্যায়ের 'উট, গরু, ছাগলের স্তনে জমিয়ে বেশী দুধদাতা হিসাবে দেখিয়ে বেচা নিষেধ' অনুচ্ছেদে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থের 'বেচা-কেনা' অধ্যায়ের 'পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রেখে বেচার বিধান' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন হা/১৫২৪-এর উপরে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা উট ও ছাগলের স্তনে দুধ জমিয়ে বিক্রি কর না। তারপরও যদি কেউ এমন পশু কিনে ফেলে তবে সে পশুটির দুধ দোহনের পর দু'টি দিকের যেটি ভাল মনে করবে গ্রহণ করবে। সন্তুষ্ট হ'লে রেখে দিবে; অসন্তুষ্ট হ'লে তা ফেরৎ দিবে, সাথে এক ছা' খেজুর দিবে'। মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে, 'যে স্তনে দুধ জমানো পশু কিনবে সে তিন দিন পর্যন্ত এখতিয়ার পাবে। যদি সে তা ফেরৎ দেয় তবে সাথে এক ছা' খেজুর দেবে, গম নয়'।

১৬. শাফেঈ হা/১২৫৫; বায়হাক্বী, আল-মারিফাত হা/৩৩২৬; ইবনুল জারূদ আল-মুনতাকা হা/৫৭৬।

১৭. বুখারী হা/১৯৩৭; মুসলিম হা/১১১১ 'ছিয়াম' অধ্যায়।

তারা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা[১৮] ইচ্ছা করে যে বমি করে তার উপর ছিয়াম ক্বাযা ফরয হওয়ার দলীল দিয়ে থাকেন। তারপর আবার হাদীছের বিরোধিতা করে তারা বলেন, 'ভরামুখের কমে বমি করলে তার উপর ক্বাযা আবশ্যিক হবে না'।

যে দূরত্বে গেলে ছিয়াম না রাখা যাবে এবং ছালাত ক্বছর করা যাবে তার সীমারেখা সম্পর্কে দলীল দিতে গিয়ে তারা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ 'যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তার জন্য তিন দিনের দূরত্বের পথে সফর করা জায়েয হবে না যদি না তার সাথে তার স্বামী অথবা বিবাহ হারাম এমন কোনো আত্মীয় না থাকে'।[১৯]

যদিও হাদীছটিতে তাদের দাবীর অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই। আবার তারাই হাদীছটির বিরোধিতা করে বলেছেন, 'দাসী, চুক্তিবদ্ধ দাসী ও উম্মুল ওয়ালাদের জন্য স্বামী অথবা বিবাহ হারাম এমন কোন আত্মীয় ছাড়াই সফর করা বৈধ'।

তারা হজ্জে মুহরিমের মুখমণ্ডল ঢাকা নিষেধের উপর ইবনু আব্বাসের হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়েছেন। তাতে আছে, একজন মুহরিম উটের পদাঘাতে মারা যায়। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا– 'তোমরা তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে দিও না, কেননা, ক্বিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠবে'।[২০]

অথচ বড়ই আশ্চর্য যে, তারা বলেছেন, 'মুহরিম মারা গেলে তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকা জায়েয এবং মৃত্যুর সাথেই তার ইহরাম বাতিল হয়ে যায়'।

ইহরাম অবস্থায় কেউ বিজি শিকার করলে সেজন্য তার উপর বদলা ফরয হবে বলে তারা জাবির (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়েছেন। তিনি ঐ বিজি খাওয়া জায়েয হওয়ার ও উহার হত্যাকারীর উপর বদলা আবশ্যিক হওয়ার ফৎওয়া দিয়েছিলেন এবং কথাটি নবী (ছাঃ)-এর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[২১] কিন্তু তারাই আবার হাদীছের বিরোধিতা করে বলছেন, 'বিজি খাওয়া হালাল নয়'।

তারা বলেন, 'যে যাকাতদাতার উপর বিনতে মাখায আবশ্যিক হয়েছে সে যদি একটি বিনতে লাবূনের দুই তৃতীয়াংশ দেয়, যা একটি বিনতে মাখাযের সমতুল্য অথবা তার সমতুল্য একটি গাধা দেয় তাতেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। প্রমাণ আনাস (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছ, তাতে আছে, مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ؛ فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ السَّاعِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا– 'যার উপর বিনতে মাখায আবশ্যিক হয়েছে অথচ তার নিকট তা নেই, বরং একটি বিনতে লাবূন আছে সেক্ষেত্রে সেটাই তার থেকে নিতে হবে এবং যাকাত সংগ্রহকারী তাকে দু'টো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম ফেরত দিবে'।[২২]

এটাও বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, হাদীছ যেভাবে বিষয়টি নির্ধারণ করেছে তারা কিন্তু সেভাবে বলেনি; আর তারা হাদীছটি দ্বারা যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন হাদীছটি কিন্তু বিন্দুমাত্রও তা প্রমাণ করে না, তার মর্মও তা নয়।

তারা বলেন, 'কোন মুসলিম যদি দারুল হারবে হদ বা দণ্ড আরোপযোগ্য কোন অপরাধ করে তাহ'লে (দারুল ইসলামে) তার উপর দণ্ড বলবৎ হবে না'। প্রমাণ নিম্নের হাদীছ, لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ 'যুদ্ধে হাত কাটা যাবে না'। আরেক বর্ণনায় যুদ্ধের স্থলে হাত শব্দ এসেছে।[২৩]

কিন্তু হাদীছটির মূলকথার ধারে কাছেও তারা যাননি। কেননা এক্ষেত্রে তাদের নিকট না যুদ্ধের কোন ভূমিকা আছে, না সফরের।[২৪]

তারা একটি হাদীছের ভিত্তিতে কুরবানী ওয়াজিব বলেছেন। তাতে আছে, أَمَرَ بِالْأُضْحِيَّةِ، وَأَنْ يُطْعَمَ مِنْهَا الْجَارُ وَالسَّائِلُ 'নবী করীম (ছাঃ) কুরবানী করতে এবং তার থেকে প্রতিবেশী ও প্রার্থীদের খাওয়াতে আদেশ দিয়েছেন'।[২৫] হাদীছে থাকলেও তারা বলেছেন, 'তার থেকে প্রতিবেশী ও প্রার্থীদের খাওয়ানো ওয়াজিব নয়'।

যদি ছিনতাইকারী কিংবা চোর কোন পশু ছিনতাই কিংবা চুরি করে যবাই করে তবে তা খাওয়া মুবাহ বলে তারা রায় দিয়েছেন একটি হাদীছের ভিত্তিতে। তাতে আছে,

دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ مَعَ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَخَذَ لُقْمَةً قَالَ: إِنِّي أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَخَذْتُهَا مِنْ امْرَأَةِ فُلَانٍ بِغَيْرِ عِلْمِ زَوْجِهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطْعَمَ الْأَسَارَى–

'নবী (ছাঃ)-কে তাঁর একদল ছাহাবীসহ খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয়। যখন তিনি এক লোকমা মুখে দিতে গেছেন অমনি বলে ওঠেন, আমি নিশ্চয়ই অবৈধ ছাগলের গোশতের

১৮. *আহমাদ হা/১০৪৬৮; দারেমী হা/১৭৭০; আবুদাঊদ হা/২৩৮০; তিরমিযী হা/৭২০, সনদ ছহীহ।*
১৯. *বুখারী হা/১০৮৬-১০৮৭; মুসলিম হা/১৩৩৮ 'হজ্জ' অধ্যায়।*
২০. *ছহীহ মুসলিম হা/১২০৬।*
২১. *ইবনু খুযায়মাহ হা/২৬৪৮; ইরওয়াউল গালীল হা/১০৫০, সনদ ছহীহ।*
২২. *বুখারী হা/১৪৪৮।*
২৩. *আবূদাঊদ হা/৪৪০৮; তিরমিযী হা/১৪৫০।*
২৪. *অর্থাৎ দণ্ডের ঘটনা যুদ্ধ কিংবা সফরকালে ঘটার কথা হাদীছে থাকলেও তারা তা বলেননি।-অনুবাদক*
২৫. *আদ-দুর্রুল মানছূর ৪/৩৬২, ইবনু আবী শায়বার বরাতে ছাহাবী মু'আয (রাঃ) থেকে।*

গন্ধ পাচ্ছি। তখন বাড়ির মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ছাগলটা অমুকের স্ত্রীর থেকে তার স্বামীর অজ্ঞাতে নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ঐ গোশত (অমুসলিম) কয়েদীদের খাওয়ানোর হুকুম দিলেন'।[২৬]

হাদীছটিতে অন্যায়ভাবে সংগৃহীত পশুর গোশত মুসলমানদের জন্য হারাম বলা হ'লেও তারা বলছেন, 'ছিনতাইকারীর ছিনতাইয়ের মাধ্যমে যবাই করা পশু হালাল, মুসলমানদের জন্য তা হারাম নয়'।

তারা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ 'চতুষ্পদ প্রাণী দ্বারা সংঘটিত ক্ষতি দণ্ডমুক্ত'[২৭] দ্বারা গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী কর্তৃক সংঘটিত ক্ষতি দণ্ডমুক্ত বলে প্রমাণ দিয়েছেন।[২৮] তারপর তারাই আবার হাদীছটির উদ্দেশ্য ও মর্মার্থের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর পিঠে চড়ল, কিংবা সামনে থেকে টেনে নিয়ে গেল, কিংবা পিছন থেকে খেদিয়ে নিয়ে গেল, আর এমতাবস্থায় প্রাণীটি কাউকে তার মুখ দিয়ে কামড়ে দিল তাহ'লে ঐ ব্যক্তি তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। তবে যদি প্রাণীটি পা দিয়ে কোন ক্ষতি করে তাহ'লে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না'।

তারা আহত ব্যক্তির সুস্থতা লাভ পর্যন্ত ক্বিছাছ বিলম্বিত করতে একটি মশহূর হাদীছ দিয়ে দলীল দিয়েছেন, أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ آخَرَ فِي رُكْبَتِهِ بِقَرْنٍ، فَطَلَبَ الْقَوَدَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَبْرَأَ، فَأَبَى، فَأَقَادَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْـــرَأَ 'জনৈক ব্যক্তির হাঁটুতে অন্য একজন শিং দিয়ে আঘাত করে; ফলে লোকটি ক্বিছাছ দাবী করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, 'সে সুস্থ হৌক, তারপর হবে। কিন্তু সে মানে না। ফলে তিনি তার সুস্থতার আগেই ক্বিছাছ কার্যকর করেন'।[২৯]

কিন্তু তারা বল্লমের আঘাতে আহতের ক্বিছাছে হাদীছটির বিরোধিতা করে বলেছে, বল্লমের আঘাতে ক্বিছাছ প্রযোজ্য নয়।

(চলবে)

---

২৬. *আবূদাঊদ হা/৩৩৩২; আহমাদ হা/২২৫০৯। বিস্তারিত টীকা নং ৩, পৃ. ৫০০।*
২৭. *বুখারী হা/১৪৯৯, ২৩৫৫; মুসলিম হা/১৭১০।*
২৮. *অর্থাৎ পশুটিও শাস্তি পাবে না, মালিকও ক্ষতিপূরণ দেবে না।-অনুবাদক।*

২৯. *আহমাদ ২/২১৬?, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সনদে আমর বিন শু'আইব কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণিত। হায়ছামী বলেছেন, সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ৬/২৯৫-৯৬। আমি (মাশহূর হাসান) বলছি, 'বাহ্যত সনদটি বিচ্ছিন্ন। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে আনআনা বর্ণনাকারী'। বিস্তারিত দেখুন : টীকা নং ৩, পৃ. ৫০১।*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

বলেছিলেন, তখন তারা অস্বীকার করে বলেছিল, 'তুমি ও তোমার প্রভু (আল্লাহ) যাও ও যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। বিগত যুগে সেখানে বসবাসরত ইহূদীরা সম্রাট বুখতানছরের দ্বারা ও পরে অন্যান্যদের দ্বারা কয়েকবার উৎখাতের শিকার হয়েছে। সবশেষে খ্রিষ্টান দখলদারদের হাতেই তারা সবচেয়ে বেশী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ইহূদীদের রক্তের উপরে দাঁড়িয়ে সেদিন খ্রিষ্টান সেনারা উল্লাস করেছে। মুসলিম সেনাপতি ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী *(৫৩২-৫৮৯ হি./১১৩৮-১১৯৩ খৃ.)*-এর মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের হাত থেকে ফিলিস্তীন পুনরুদ্ধার হ'লেই কেবল ইহূদীরা তাদের হৃত মানবাধিকার ফিরে পায়। অথচ আজ সেই খ্রিষ্টানদের হাতের পুতুল হিসাবে কথিত ইস্রাঈল রাষ্ট্রের নেতারা উল্লাস করছেন। কে না জানে যে, 'আমেরিকা যার বন্ধু হয়, তার আর কোন শত্রু লাগে না'। সম্প্রতি ২৯ জাতি ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টুস্ক জেরুযালেমে দূতাবাস স্থানান্তরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মত বন্ধু থাকলে তার অন্য কোন শত্রুর প্রয়োজন আছে কি?

ইহূদীদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'যেখানেই তারা থাকুক না কেন তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হবে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র অঙ্গীকার ও মানুষের অঙ্গীকার ব্যতীত। তারা আল্লাহ্র ক্রোধ অপরিহার্য করে নিয়েছে এবং তাদের উপর পরমুখাপেক্ষিতা আপতিত হয়েছে। এটা এজন্যে যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ ওরা অবাধ্য হয়েছে ও সীমা লংঘন করেছে' *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। 'আল্লাহ্র অঙ্গীকার' যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা করে না এমন বৃদ্ধ, ধর্মযাজক, নারী ও শিশু প্রভৃতি। 'মানুষের অঙ্গীকার' যেমন মুসলমানদের সাথে বা অন্যের সাথে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে বিপদমুক্ত হওয়া প্রভৃতি। বর্তমান 'ইস্রাঈল' রাষ্ট্র পাশ্চাত্য বলয়ের সাথে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং টিকে রয়েছে। নইলে একদিনও তারা স্বাধীনভাবে পৃথিবীতে টিকতে পারবে না। এরপরেও তারা সারা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হয়েই আছে। মুসলিম-অমুসলিম প্রায় সকল রাষ্ট্র তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। কারণ ওরা আল্লাহ্র অভিশাপগ্রস্ত। একইভাবে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান জগত সূদী অর্থনীতিতে ফুলে-ফেঁপে উঠলেও এবং মারণাস্ত্রের জোরে পরাশক্তির দাবীদার হ'লেও তারা সারা পৃথিবীর মানুষের ঘৃণার পাত্র। কারণ ওরা পথভ্রষ্ট। ওরা শেষনবীকে পেয়েও তাঁকে মানেনি এবং ইসলাম কবুল করেনি। প্রতি রাক'আত ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ প্রতিদিন ওদেরকে 'অভিশপ্ত' ও 'পথভ্রষ্ট' বলে এবং ওদের পথে না যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের হেদায়াত প্রার্থনা করে থাকে। ইহূদী-নাছারা উভয় জাতি সম্পর্কে স্বীয় রাসূলকে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির নেতারা আল্লাহ্র উক্ত সাবধান বাণী মেনে চলেন কি?

ইঙ্গ-মার্কিন ও পাশ্চাত্য বলয়ের সমর্থন ছাড়া ইস্রাঈল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একদিনের জন্যেও রক্ষা পাবে না। যদি না সেখানকার স্থানীয় আরব মুসলমানরা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। ট্রাম্প দৈত্য আজ ইস্রাঈলের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে, কাল তার মুসলিম লেজুড় রাষ্ট্রগুলির ঘাড়ে যে সওয়ার হবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? অতএব মুসলিম উম্মাহ সাবধান হও! হারামায়েন শরীফায়েনকে আল্লাহ তুমি রক্ষা কর- আমীন! *(স.স.)*।

Contents

আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা আবু যায়েদ যমীর**
*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান***

(৭ম কিস্তি)

ভুল ধারণা-৮ :

আহলেহাদীছগণ উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (ইজমায়ে উম্মত) মানেন না :

আহলেহাদীছদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার চেষ্টায় একথাও বলা হয় যে, আহলেহাদীছরা উম্মতের ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে মানেন না। কিন্তু সাধারণত এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্যকারীরা ইজমা-এর সংজ্ঞাই জানেন না। কখনো তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ইজমা আখ্যা দেন। আবার কখনো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত আমলকে ইজমা বলেন। কোন কোন ইজমার দাবী তো শুধু দাবীই হয়ে থাকে। যখন বাস্তবে তাহক্বীক্ব করা হয়, তখন স্বয়ং সালাফ বা পূর্বসূরীদের মাঝে এ ব্যাপারে মতানৈক্য পাওয়া যায়। এমনকি খোদ ইজমার দাবীদারদের জামা'আতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গও এ ধরনের ইজমার প্রতিবাদ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

১. আহলেহাদীছদের নিকটে প্রমাণিত ইজমা সত্য :

বাস্তবতা এই যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র পরে খোদ ইজমাও আহলেহাদীছদের নিকট দলীল ও শারঈ প্রমাণ। কিন্তু শর্ত এই যে, সেই ইজমা যেন স্রেফ ধারণা বা নিছক দাবী না হয়। বরং তা যেন একটি প্রমাণিত ইজমা হয়।

আলেহাদীছদের নিকটে ইজমায়ে উম্মত স্বয়ং একটি দলীল। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের পথের বিরোধিতা করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا– 'সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা হ'ল নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল' *(নিসা ৪/১১৫)*।

... রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلَى ضَلَالَةٍ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[১] অর্থাৎ এমনটা হ'তে পারে না যে, সমগ্র উম্মত একটি ভুল কথাকে ঠিক মনে করতে শুরু করবে।[২]...

২. অনেক ইজমার দাবীর বাস্তবতা স্রেফ ধারণা হয়ে থাকে :

আহলেহাদীছগণ ইজমা মানেন। কিন্তু ইজমার সব দাবী কী বিনা দলীলে বা তাহক্বীক্ব ছাড়াই মেনে নেওয়া যায়? না, যায় না প্রকৃত ব্যাপার হ'ল এই যে, বহু লেখক ও বক্তা কোন কোন মাসআলায় ইজমার দাবী করে থাকেন। কিন্তু যখন প্রকৃতপক্ষে তাহক্বীক্ব করা হয় তখন সেসব মাসআলায় বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সেকারণ ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَذِبٌ لَعَلَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوْا– 'যে ইজমার দাবী করে সে মিথ্যুক। কারণ সম্ভবত মানুষেরা সে ব্যাপারে মতভেদ করেছে'।[৩]

আর একথা জানা যে, একজন মুজতাহিদও যদি সেই ঐক্যমত থেকে পৃথক থাকেন তাহ'লে ইজমা কায়েম হয় না। মতভেদের সময় ফায়ছালা কম বা বেশী ভিত্তিতে নয়। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে হওয়ার ভিত্তিতে করা হয়। এজন্য কোন বিতর্কিত মাসআলায় কোন কোন আলেমের স্বীয় অবস্থানকে প্রমাণ করার জন্য শুধু ইজমার দাবী করাটা মাকড়শার জালের চেয়ে বেশী মর্যাদা রাখে না।

৩. প্রবক্তার আধিক্য আহলেহাদীছদের নিকট দলীল নয় :

কোন কোন আলেম বিশেষ করে সাধারণ আলেম নিজের ধারণা অনুপাতে সংখ্যাধিক্যকে ইজমা মনে করে অন্যদেরকে নিজের মতে মানানোর জন্য যিদ করতে থাকেন। অথচ ইজমা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আবার এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৈশ্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাও হয় না। বরং স্রেফ আঞ্চলিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়ে থাকে।

বাস্তবতা এই যে, একজন মানুষ তার পসন্দনীয় বিষয়কে সাব্যস্ত করতে যখন উঠেপড়ে লাগে, তখন সে ভিত্তিহীন বিষয় সমূহকে সত্য এবং ধারণাকে দলীল আখ্যা দিতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 'অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*।

বুঝা গেল যে, 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বদা হকের উপরে থাকে' এটি কোন কুরআনী নিয়ম নয়। বরং কুরআন তো স্বয়ং এমন লোকদের নিন্দা করছে যারা এ ধরনের মূলনীতিকে আপন করে নিয়েছে। এরূপ মূলনীতি মানুষের বিপথগামী হওয়ার নিশ্চিত কারণ হ'তে পারে। কেননা হকপন্থী কখনো বেশী আবার কখনো কম হয়ে থাকে। বরং সাধারণত হকের অনুসারীরা কমই হয়ে থাকে। ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, لَا تَسْتَوْحِشْ طُرُقَ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهَا، وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ– 'তুমি হেদায়াতের রাস্তায় চলমান লোকের সংখ্যা

** ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম।*
*** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*
১. তিরমিযী হা/২১৬৭; ছহীহুল জামে হা/১৮৪৮।
২. এর অর্থ ছাহাবীগণের ইজমা। যেমন কুরআন সংকলন ও অন্যান্য।
৩. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, পৃঃ ৪৩৮-৩৯, মাসআলা নং ১৫৮৭।

নগণ্য দেখে হতাশাগ্রস্থ হবে না এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যাধিক্যতার ধোঁকায় পড়বে না'।[৪] সেকারণ সংখ্যাধিক্যের অনুসরণ করা মানুষের জন্য বড় ধোঁকাও হ'তে পারে। কারণ ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ'তে পারে। একটি হাদীছ থেকে এ কথা আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৪. অধিকাংশ মানুষ ভুলের উপর থাকতে পারে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ 'ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য'।[৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, فَقِيلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُنَاسٌ صَالِحُونَ، فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ- 'জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অল্পসংখ্যক কারা? তিনি বললেন, অনেক মন্দ লোকের মধ্যে এরা কিছু সৎ মানুষ হবে। তাদের কথা মান্যকারীর তুলনায় বিরুদ্ধাচরণকারীদের সংখ্যা বেশী হবে'।[৬]

এ হাদীছ থেকে শেষ যামানার অবস্থা সম্পর্কে জানা গেল যে, পরবর্তী যুগে হকপন্থীদের সংখ্যা কম হবে এবং বাতিলপন্থীদের সংখ্যা বেশী হবে। হকপন্থীদের কথা মান্যকারী মানুষ কম হবে এবং বিরোধিতাকারীদের সংখ্যা বেশী হবে।

যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই হক মনে করে তাদের নিকট প্রশ্ন হ'ল, হকপন্থীদের স্বল্পতা কি সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে দেয়? না, হক হকই থাকে। চাই মান্যকারী কম হোক বা বেশী। এজন্য শুধুমাত্র মানুষের সংখ্যাকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করা নিজেদেরকে এবং অন্য মানুষদেরকে গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত করার সুনিশ্চিত মাধ্যম। *[চলবে]*

---

৪. আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ১/২৬।
৫. মুসলিম হা/২০৮ 'ঈমান' অধ্যায়।
৬. আহমাদ হা/৬৬৫০; ছহীহুল জামে হা/৩৯২১; ছহীহাহ হা/১৬১৯।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত বই

মৃত্যুকে স্মরণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর

কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১০ ২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

Contents

আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

(৪র্থ কিস্তি)

আক্বীদা ও আহকামে সুন্নাতের ইত্তেবা প্রত্যেক যুগে আবশ্যক :

প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী! কিতাব ও সুন্নাতের পূর্বোল্লেখিত দলীলগুলি অকাট্যভাবে নির্দেশ করে যে, নবী করীম (ছাঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলি নিঃশর্তভাবে মেনে চলা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি সুন্নাতের মাধ্যমে ফায়ছালা করানোর এবং এর প্রতি অনুগত হ'তে সম্মত হয় না, সে মূলতঃ মুমিন নয়। তাই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা সুন্নাত দ্বারা বুঝা যায়।

(১) কুরআন ও সুন্নাহ্র উপরোক্ত দলীলসমূহ ঐ সকল ব্যক্তিকে শামিল করে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাদের নিকট এই দাওয়াত পৌঁছবে। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ 'যাতে এর দ্বারা আমি ভয় প্রদর্শন করি তোমাদের ও যাদের কাছে এটি পৌঁছবে তাদের' *(আন'আম ৬/১৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا– 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি' *(সাবা ৩৪/২৮)*।

রাসূল (ছাঃ) উল্লেখিত বিষয়টিকে হাদীছের মাধ্যমে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً– 'অন্য নবীকে পাঠানো হ'ত সুনির্দিষ্ট জাতির নিকট আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের নিকট'।[১] তিনি আরো বলেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ– 'সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এই উম্মতের কোন ব্যক্তি এবং কোন ইহুদী বা খৃষ্টান যে আমার সম্পর্কে শুনল অথচ আমার প্রতি ঈমান আনল না, সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২]

(২) উক্ত দলীলগুলি দ্বীনের সকল বিষয়কে শামিল করে। আক্বীদা বা আমলের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেক ছাহাবীর ওপর যেমন ওয়াজিব ছিল নবী করীম (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে কোন কিছু তাঁর নিকট পৌঁছলে তার প্রতি ঈমান আনা। তেমনিভাবে তাবেঈর ওপর ওয়াজিব ছিল কোন ছাহাবীর পক্ষ হ'তে তাঁর নিকট পৌঁছলে তার প্রতি বিশ্বাস রাখা। অনুরূপভাবে কোন ছাহাবীর জন্য জায়েয হ'ত না আক্বীদার ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ শোনার পর তা প্রত্যাখ্যান করা এই যুক্তিতে যে, তা খবরে আহাদ। তিনি তাঁর মতই একজন মাত্র ছাহাবীর নিকট হ'তে তা শুনেছেন। তদ্রূপ একই কারণ দেখিয়ে পরবর্তীদের জন্যও তা প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়, যদি সংবাদ বাহক তার নিকট বিশ্বস্ত হয়। এভাবেই ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলা উচিত। এ বিষয়টি তাবেঈ ও মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে এভাবেই চলতো। এ বিষয়ে একটু পরেই ইমাম শাফেঈর বক্তব্য তুলে ধরা হবে।

সুন্নাতকে ফায়ছালাকারী হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে পরবর্তীদের শিথিলতা :

ছাহাবী ও তাবেঈগণ তাদের পরে এমন প্রজন্ম রেখে গেলেন, যারা নবীর সুন্নাতকে বিনষ্ট ও তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করল এমন কিছু মূলনীতির কারণে, যা কিছু ধর্মতাত্ত্বিক তৈরী করেছে এবং এমন কিছু কায়েদার কারণে, যা কিছু উছূলবিদ ও মুক্বাল্লিদ ফক্বীহ দাবী করেছেন। এর ফলাফল হ'ল সুন্নাতের প্রতি এমন অবহেলা যা অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রতি সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। আবার আরেক দল তাদের তৈরীকৃত উছূল ও কায়েদা বিরোধী হওয়ায় হাদীছের অনেকাংশকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তাদের নিকট আয়াতের অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাদের মূলনীতি ও কায়েদাগুলিকে সুন্নাতের আলোকে যাচাই না করে এবং তাকে শারঈ বিষয়ে মীমাংসার মানদণ্ড হিসাবে মেনে না নিয়ে উল্টোটা করেছে। তারা সুন্নাতকে যাচাই করেছে তাদের স্বরচিত কায়েদা ও মূলনীতির মানদণ্ডে। এক্ষেত্রে সুন্নাতের যা কিছু তাদের মূলনীতির অনুকূলে মনে হয়েছে তা তারা গ্রহণ করেছে। অন্যথা তা প্রত্যাখান করেছে। এভাবে নবী করীম (ছাঃ) এবং মুসলিমের মাঝের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশেষ করে তাদের পরবর্তীদের নিকট। ফলে তারা নবী করীম (ছাঃ), তাঁর আক্বীদা, সীরাত, ইবাদত, ছিয়াম-কিয়াম, হজ্জ, আহ্কাম ও ফৎওয়া সম্পর্কে অজ্ঞতায় ডুবে গেছে। তাদেরকে যদি উল্লেখিত বিষয়গুলির কোন একটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহ'লে তারা আপনাকে জবাব দিবে যঈফ হাদীছ দ্বারা অথবা ভিত্তিহীন হাদীছ দ্বারা অথবা অমুকের মাযহাব দ্বারা। যদি এ বিষয়ে ঐক্যমত পাওয়া যায় যে, তা ছহীহ হাদীছ বিরোধী এবং তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করা হ'লেও তারা সেদিকে দৃকপাত করে না এবং তার দিকে ফিরে যেতেও সম্মত হয় না। এক্ষেত্রে তারা এমন কিছু সংশয়ের সৃষ্টি করে যা এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই। এ সবকিছুর পেছনে রয়েছে তাদের সেই সমস্ত উছূল ও কায়েদা, যার সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে কিছুটা অচিরেই উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং পুরো মুসলিম বিশ্ব, গবেষণা পত্রিকা সমূহ এবং ধর্মীয় বই-পুস্ত কগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কেবল সল্পসংখ্যক লোক তা থেকে মুক্ত রয়েছে। তাই আপনি কিছুসংখ্যক লোক ব্যতীত কিতাব ও সুন্নাহ্র আলোকে ফৎওয়া দেন এমন ব্যক্তিকে পাবেন না। বরং তাদের অধিকাংশই চার মাযহাবের

* *লিসান্স, এম.এ. (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*
১. *বুখারী হা/৪৩৮; মুসলিম হা/৫২১।*
২. *মুসলিম হা/১৫৩; ইবনু মানদাহ, আত-তাওহীদ হা/১৪৯; ছহীহাহ হা/১৫৭।*

কোন একটির ওপর নির্ভরশীল। কখনো বা এর বাইরেও যায় যদি তাদের ধারণা অনুযায়ী তাতে ভাল কিছু আছে বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে হাদীছকে তারা বেমা'লূম ভুলে গেছে। তবে তারা কল্যাণকর মনে করলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করেন। যেমন তাদের কেউ কেউ এক সাথে তিন তালাকের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছের ক্ষেত্রে করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় তা এক তালাক হিসাবে গণ্য করা হ'ত। তারা এটাকে অগ্রাধিকারযোগ্য মাযহাব হিসাবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু উক্ত মূলনীতি তৈরী করার পূর্বে তারা এর সমালোচনা করেছেন।

পরবর্তীদের নিকট সুন্নাত যেন এক অপরিচিত বস্তু :

এ যুগে সুন্নাতের অপরিচিত হওয়ার এবং আলেম-ওলামা ও মুফতীদের অজ্ঞতার একটি দলীল হ'ল সেই উত্তর, যা একটি প্রসিদ্ধ ইসলামী পত্রিকা দিয়েছে। 'প্রাণীদেরও কি পুনরুত্থান হবে'? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, 'ইমাম আলূসী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছেন, 'এ ব্যাপারে অর্থাৎ প্রাণীদের পুনরুত্থান বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাতে এমন কোন নির্ভরযোগ্য দলীল নেই যা দ্বারা মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত অন্যান্য পশু-পাখিকে হাশরের মাঠে উপস্থিত করার প্রমাণ পাওয়া যায়'। উত্তরদাতা আলূসীর বক্তব্যকে ভিত্তি করেই জবাব দিয়েছেন, যা খুবই বিস্ময়কর। এটা দ্বারা খুব সহজেই আপনারা বুঝতে পারেন যে, সুন্নাতের জ্ঞানের প্রতি আলেম-ওলামার অবহেলা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে! অন্যদের কথা বাদই দিলাম। অথচ একাধিক হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, প্রাণীকুলকেও হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হবে এবং সেগুলির পরস্পরের ক্বিছাছ তথা বদলা দিয়ে দেওয়া হবে। যেমন ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ– 'ক্বিয়ামতের দিন যাবতীয় হক তার প্রাপককে দিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলের বদলা শিং বিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে দিয়ে দেওয়া হবে'।[৩]

অনুরূপভাবে ইবনু ওমর (রাঃ) প্রমুখ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফের যখন এমন ক্বিছাছ দেখবে তখন বলবে, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا 'হায়! আমি যদি মাটি হতাম'! *(নাবা ৭৮/৪০)*।

পরবর্তীদের তৈরীকৃত যে সকল মূলনীতির কারণে হাদীছকে পরিত্যাগ করা হয়েছে :

কি সেই উছূল ও কায়েদা, যা পরবর্তীরা তৈরী করেছে? এমনকি তা তাদেরকে সুন্নাতের অধ্যয়ন ও অনুসরণ হ'তে বিরত রেখেছে? এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলব, এ সকল মূলনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল-

১. কিছু ধর্মতাত্ত্বিকের বক্তব্য যে, আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হ'তে পারে না। বর্তমান কিছু মুসলিম দাঈ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা গ্রহণ করা বৈধ নয়, বরং হারাম।

৩. মুসলিম হা/২৫৮২; মিশকাত হা/৫১২৮।

২. অনুসরণীয় মাযহাবগুলির কিছু কায়েদা ও উছূল। তন্মধ্যে বর্তমানে যেসব মনে পড়ছে তা হল, যেমন (ক) খবরে ওয়াহেদের ওপর ক্বিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া।[৪] (খ) উছূল বিরোধী হ'লে খবরে ওয়াহেদকে প্রত্যাখান করা।[৫] (গ) কুরআনের আয়াতের চেয়ে বেশী হুকুম বহন করে এমন হাদীছ প্রত্যাখান করা এ দাবীতে যে, তা কুরআন দ্বারা মানসূখ হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে হাদীছ কুরআনকে মানসূখ করতে পারে না।[৬] (ঘ) 'আম' ও 'খাছ'-এর মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে 'আম' বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া অথবা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কুরআনের 'আম' বিধানকে 'খাছ' করাকে নাজায়েয মনে করা।[৭] (ঙ) মদীনাবাসীর আমলকে ছহীহ হাদীছের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

৩. তাক্বলীদকে মাযহাব ও দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করা।

হাদীছের ওপর ক্বিয়াস ও অন্য জিনিসকে প্রাধান্য দেওয়ার অসারতা :

ক্বিয়াস অথবা পূর্বোল্লেখিত কায়েদার ভিত্তিতে ছহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মদীনাবাসীর আমলের বিরোধী হওয়ায় তা পরিত্যাগ করা পূর্ববর্তী ঐ সকল আয়াত ও হাদীছের স্পষ্ট বিরোধী, যা দ্বারা ইখতেলাফ ও মতানৈক্যের সময় কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঐ সমস্ত কায়েদার কারণে হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা যায় মর্মে সকল আলেম একমত নন; বরং অধিকাংশ আলেম ঐ সকল নিয়ম-নীতির বিরোধিতা করেছেন। তারা কিতাব ও সুন্নাহ্র অনুসরণার্থে ছহীহ হাদীছকে সেগুলির ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আর কেনইবা দিবেন না! কেননা হাদীছ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব, যদিও তার বিপরীতে ঐক্যমত আছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে অথবা তা অনুযায়ী কেউ আমল করেছেন মর্মে জানাও যায় না, তবুও তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, وَيَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ الْخَبَرُ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ ثَبَتَ فِيْهِ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَمَلٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِمِثْلِ الْخَبَرِ– 'হাদীছ সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, যদিও সে অনুযায়ী কোন ইমামের আমল না থাকে'।[৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ইমাম আহমাদ (রহঃ) ছহীহ হাদীছের ওপর কোন আমল, রায়, ক্বিয়াস এবং কারো কোন অভিমতকে প্রাধান্য দিতেন না। তিনি বিরোধী সম্পর্কে না জানাকেও প্রাধান্য দিতেন না যাকে অনেকেই 'ইজমা' আখ্যায়িত করেছেন এবং ছহীহ হাদীছের ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ইমাম আহমাদ এমন 'ইজমা'র দাবীদারকে মিথ্যুক মনে করতেন এবং প্রমাণিত হাদীছের ওপর সেটিকে প্রাধান্য দেওয়াকেও বৈধ মনে করতেন না'। অনুরূপভাবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর 'রিসালা জাদীদা'তে বলেছেন,

৪. ই'লাম ১/৩২৭, ৩০০; শারহুল মানার, পৃঃ ৬২৩।
৫. ই'লাম ১/৩২৯; শারহুল মানার. পৃঃ ৬৪৬।
৬. শারহুল মানার, পৃঃ ৬৪৭; আল-ইহকাম ২/৬৬।
৭. শারহুল মানার. পৃঃ ২৮৯-২৯৪; ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ১৩৮-১৩৯, ১৪৩-১৪৪।
৮. আর-রিসালাহ, পৃঃ ৪৬৩-৪৬৪।

'কোন কিছু সম্পর্কে বিপরীত দলীল জানা না গেলেই তাকে 'ইজমা' বলা হয় না'। ইমাম আহমাদ (রহঃ) সহ সকল ইমামের নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছই বেশী মর্যাদাপূর্ণ সন্দেহপূর্ণ ইজমার চেয়ে। যার পুঁজি হ'ল বিরোধী সম্পর্কে না জানা। এমন ইজমা যদি জায়েয হ'ত তাহ'লে কুরআন-সুন্নাহ্র দলীল অকেজো হয়ে যেত। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যেকোন মাসআলায় তার বিরোধী সম্পর্কে জানে না তার জন্য এটা জায়েয হয়ে যেত যে, সে তার ঐ অজ্ঞতাকেই (কুরআন-সুন্নাহ্র) দলীলের ওপর প্রাধান্য দিবে'।[৯]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আরো বলেন, 'সালাফে ছালেহীন কোন রায়, ক্বিয়াস, ইসতিহসান অথবা কোন ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে- সে যেই হোক না কেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের বিরোধিতাকারীদেরকে চরম অপসন্দ ও ঘৃণা করতেন। এমন কার্য সম্পাদনকারীদেরকে তারা পরিত্যাগ করতেন এবং যারা তাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতেন তাদেরকেও অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত কারো নিঃশর্ত অনুসরণ করা, তার সব কথা শোনা ও মানা এবং তার আনুগত্য মেনে নেওয়াকে তারা বৈধ মনে করতেন না। তারা রাসূলের কথা অন্তর থেকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন দ্বিধায় ভুগতেন না এবং কোন আমল অথবা ক্বিয়াস অথবা কারো সমর্থন পাওয়ার আশায় বসে থাকতেন না। বরং তারা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি আমল করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

এ জাতীয় আরো অনেক উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা এমন যামানায় পৌঁছেছি যে, যদি কাউকে বলা হয়, রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত তিনি এরূপ এরূপ বলেছেন, তখন সে বলে, এটা কার উক্তি? কথার শুরুতেই সে বাধা দিতে চায় এবং সেটা কেউ না জানাকে তার হাদীছ বিরোধিতা ও হাদীছের প্রতি আমল পরিত্যাগ করার জন্য যুক্তি হিসাবে দাঁড় করায়।

যদি সে নিজেকে উপদেশ দিত তাহ'লে অবশ্যই জানতে পারতো যে, তার এমন বক্তব্য একেবারেই অনর্থক ও বাতিল। এমন অজ্ঞতাহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা তার জন্য বৈধ নয়। এর চেয়ে বড় নিকৃষ্ট হ'ল তার অজ্ঞতার ওযর পেশ করা। যেহেতু সে বিশ্বাস করে যে, ঐ সুন্নাতের বিপরীতে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। এটা তো মুসলিমদের জামা'আত সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার নামান্তর। কেননা সে এর মাধ্যমে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বিপরীতে মুসলিমদের ইজমা হওয়ার অপবাদ দিয়েছে। তার চেয়ে জঘন্য হ'ল এই ইজমার দাবীর ক্ষেত্রে তার ওযর পেশ করা আর তা হ'ল যার বক্তব্য হাদীছের অনুকূলে তার সম্পর্কে অজ্ঞতা। এর শেষ ফল হ'ল সুন্নাতের ওপর তার অজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দেওয়া! আল্লাহ সহায় হৌন![১০]

আমি বলেছি, এটা তো ঐ ব্যক্তির কথা যে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সুন্নাতের বিরোধিতা করে যে সকল আলেম এর বিপরীতে একমত পোষণ করেছেন। তাহ'লে যে ব্যক্তি এটা জানার পরেও সুন্নাতের বিরোধিতা করে, যে অনেক আলেম এমনটি বলেছেন তার অবস্থা কি হবে? আর যে এর বিরোধিতা করে তার কোন দলীল নেই পূর্বোল্লেখিত কায়েদাগুলি অথবা তাক্বলীদ ব্যতীত। এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

হাদীছের ওপর ক্বিয়াস ও উছূলকে প্রাধান্য দেওয়ার মত ভুলের কারণ :

আমার দৃষ্টিতে তাদের উল্লেখিত কায়েদাগুলিকে সুন্নাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মত বড় ভুলের মূল কারণ হ'ল সুন্নাতের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল, তা কুরআনের মর্যাদা হ'তে ভিন্নতর মর্যাদায়। অপরদিকে সুন্নাত প্রমাণিত কি-না এ ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। তা যদি না হয় তাহ'লে তার ওপর ক্বিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া তাদের জন্য কি করে জায়েয হয়? অথচ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ক্বিয়াস রায় ও ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা ভুলও হ'তে পারে, এটা সকলেরই জানা। সেজন্য এ দু'টির আশ্রয় নেওয়া হয় কেবল বিশেষ প্রয়োজনে। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,–لاَ يَحِلُّ الْقِيَاسُ وَالْخَبَرُ مَوْجُـــوْدٌ 'হাদীছ মওজূদ থাকতে ক্বিয়াস বৈধ নয়'।

আর কিভাবেই বা কতিপয় নগরীর অধিবাসীদের আমলকে রাসূলের সুন্নাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া তাদের জন্য জায়েয হয়ে যায়? অথচ তারাও জানে যে, মতভেদের সময় তার দিকে ফিরে গিয়ে সমাধান খুঁজতে তারাও আদিষ্ট, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ইমাম সুবকী (রহঃ) এমন মাযহাবী সম্পর্কে কতই-না সুন্দর কথা বলেছেন, যে হাদীছ পাওয়ার পরও সেটিকে তার মাযহাব হিসাবে গ্রহণ করে না এবং তার অনুসরণীয় মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন প্রবক্তা সম্পর্কে জানেও না। তিনি বলেছেন, وَالْأَوْلَى عِنْدِيْ اِتِّبـــاَعُ الْحَدِيْثِ وليفرض الإِنْسَانُ نَفْسهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَيَسَعُهُ التَّأَخُّرُ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ؟ لَا وَاللهِ وَكُلُّ أَحَدٍ مُكَلَّفٌ بِحَـــسْبِ فَهْمِـــهِ– 'আমার মতে উত্তম হ'ল হাদীছের অনুসরণ করা। কোন মানুষ নিজেকে নবীর সামনে মনে করুক। এখন তাঁর নিকট থেকে (হাদীছ) শোনার পর সে অনুযায়ী আমল করা থেকে বিলম্ব করার কোন সুযোগ তার আছে কি? আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সে সুযোগ নেই। প্রত্যেকের ওপর তার জ্ঞান ও বুঝ অনুযায়ী শরী'আত প্রযোজ্য হবে'।[১১]

৯.ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৩২-৩৩।

১০. ঐ, ৩/৪৬৪-৪৬৫।

১১. রিসালা : 'ইমাম মুত্তালিবীর কথার অর্থ হ'ল 'যখন কোন হাদীছ ছহীহ পাবে সেটিই আমার মাযহাব' ৩/১-২; মাজমূ'আতুর রাসায়িল আল-মুনীরিয়াহ।

আমি বলেছি, এ কথা আমরা পূর্বে যা বলেছি সেটিকে আরোও শক্তিশালী করে তা হ'ল সুন্নাত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহ-সংশয়ই তাদেরকে ঐরকম ভুলের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তারা যদি সে সম্পর্কে জানতো এবং মানত যে রাসূল (ছাঃ) তা বলেছেন, তাহ'লে মুখে ঐ সমস্ত কায়েদা আওড়াত না এবং সেগুলিকে প্রয়োগও করত না। আর সেগুলির কারণে নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত শত শত হাদীছের বিরোধিতাও করত না।

তাদের এমন কর্মের ভিত্তি রায়, ক্বিয়াস ও বিশেষ গোষ্ঠীর আমল ব্যতীত কিছুই নয়, যেমনটা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। বিশুদ্ধ আমল তো সেটিই যা সুন্নাত মোতাবেক হয়ে থাকে। এর ওপর বেশী করা মানে দ্বীনে কোন কিছু সংযোজন করা এবং এর চেয়ে কম করা মানে দ্বীনের মধ্যে সংকোচন করা। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) উল্লেখিত কম-বেশী করার ব্যাখ্যায় বলেন, فَالْأَوَّلُ اَلْقِيَاسُ وَالثَّانِيْ اَلتَّخْصِيْصُ الْبَاطِلُ وَكِلَاهُمَا لَيْسِ مِنَ الدِّيْنِ... 'প্রথমটি ক্বিয়াস আর দ্বিতীয়টি বাতিল 'খাছ'করণ। এ দু'টির কোনটিই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি দলীল সম্পর্কে জানে না, সে কখনো দলীলে নেই এমন কিছুকে তার মধ্যে বৃদ্ধি করে বলবে, এটি ক্বিয়াস। আবার কখনো তার মধ্যে থেকে কিছু কম করবে এবং তাকে তার হুকুম থেকে বের করে দিয়ে বলবে, এটিকে 'খাছ' করা হয়েছে। আবার কখনো দলীলকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে বলবে, এর ওপর কোন আমল পাওয়া যায় না। অথবা বলবে, এটি ক্বিয়াসের বিরোধী অথবা উছূলের বিরোধী'।

তিনি আরো বলেন, 'আমরা দেখি যখনই কোন ব্যক্তি যত বেশী ক্বিয়াসের মধ্যে মগ্ন হয়েছে ততবেশী সুন্নাতের বিরোধিতা করেছে। রায় ও ক্বিয়াসের অনুসারীরা ব্যতীত সুন্নাত ও আছারের বিরোধী আমরা আর কাউকে দেখি না। এসবের কারণে কত স্পষ্ট ও ছহীহ হাদীছকে ত্যাগ করা হয়েছে! আর কত আছার রয়েছে যার হুকুম এর কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রায় ও ক্বিয়াসপন্থীদের নিকট হাদীছ ও আছার সমূহ মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং তার বিধি-বিধান পরিত্যক্ত হয়েছে। সেটি যেন শাসন ও রাজত্ব হ'তে বিচ্ছিন্ন শাসকের ন্যায়। কেবল এর নাম রয়েছে কিন্তু হুকুম চলে অন্যের। তার কেবল সীলমোহর ও বক্তব্য চলে আর আদেশ-নিষেধ চলে অন্যের। তা না হ'লে কোন যুক্তিতে হাদীছকে পরিত্যাগ করা হয়েছে'?[১২]

ঐ সমস্ত কায়েদার কারণে যে সকল ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করা হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত :

১. বিবাহের শুরুতেই স্ত্রীর সাথে স্বামীর রাত্রিযাপন বণ্টন সংক্রান্ত হাদীছ। তা এই যে, স্ত্রী কুমারী হ'লে সাত রাত আর বিধবা হ'লে তিন রাত সময় দিতে হবে। অতঃপর সমানভাবে পালা বণ্টিত হবে।

২. ব্যভিচারী অবিবাহিত হ'লে দেশান্তর করার হাদীছ।

৩. হজ্জের শর্ত সংক্রান্ত ও শর্তসাপেক্ষে হালাল হওয়ার বৈধতা সম্পর্কিত হাদীছ।

৪. 'জাওরাব' বা সুতার তৈরী মোযার ওপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীছ।

৫. বিস্মৃত ও অজ্ঞ ব্যক্তির কথায় ছালাত বাতিল না হওয়া সংক্রান্ত আবূ হুরায়রা ও মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সালামী (রাঃ)-এর হাদীছ।

৬. ফজরের ছালাত এক রাক'আত হওয়ার পর সূর্যোদয় হয়ে গেলে ছালাত পূর্ণ করার হাদীছ।

৭. ভুলে খেয়ে ফেলা ব্যক্তির ছিয়াম পূর্ণ করার হাদীছ।

৮. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্বাযা ছিয়াম পূর্ণ করার হাদীছ।

৯. সুস্থতা লাভের সম্ভাবনা নেই এমন রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ সম্পাদন সম্পর্কিত হাদীছ।

১০. কসম সহ সাক্ষীর মাধ্যমে বিচার করা সম্পর্কিত হাদীছ।

১১. এক-চতুর্থাংশ দীনার চুরির কারণে চোরের হাত কাটা সম্পর্কিত হাদীছ।

১২. যে ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করবে তার গর্দান কাটা যাবে এবং তার সম্পদ কেড়ে নেওয়া সংক্রান্ত হাদীছ।

১৩. কাফেরের কারণে কোন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না সংক্রান্ত হাদীছ।

১৪. হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের ওপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত সম্পর্কিত হাদীছ।

১৫. অলী বা অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ নয় সম্পর্কিত হাদীছ।

১৬. তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর কোন বাসস্থান ও খরচ পাওয়ার অধিকার নেই সংক্রান্ত হাদীছ।

১৭. 'তুমি তাকে লোহার একটি আংটি দিয়ে হ'লেও মোহরানা দাও' শীর্ষক হাদীছ।

১৮. ঘোড়ার গোশত হালাল সম্পর্কিত হাদীছ।

১৯. সকল প্রকার নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম সম্পর্কিত হাদীছ।

২০. পাঁচ ওয়াসাক্বের কম হ'লে তাতে যাকাত নেই মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

২১. বরগা ও ইজারা চাষ সম্পর্কিত হাদীছ।

২২. পশুকে যবেহ করা তার গর্ভে থাকা বাচ্চার জন্য যথেষ্ট মর্মের হাদীছ।

২৩. বন্ধক রাখা পশুতে আরোহণ করা এবং দুধ দোহন করা যাবে মর্মের হাদীছ।

২৪. মদের সিরকা তৈরী করা নিষেধ সম্পর্কিত হাদীছ।

২৫. দুগ্ধপোষ্য শিশুর এক চোষণ ও দুই চোষণের কারণে হারাম না হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ।

২৬. 'তুমি ও তোমার মাল সবই তোমার পিতার' হাদীছ।

২৭. উটের গোশত খেয়ে অযূ করা সংক্রান্ত হাদীছ।

২৮. পাগড়ির ওপর মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছ।

২৯. কাতারের পিছনে একাকী ছালাত আদায়কারীকে পুনরায় ছালাত আদায়ের নির্দেশ সম্পর্কিত হাদীছ।

৩০. জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালীন কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে বসবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

৩১. গায়েবানা জানাযা সম্পর্কিত হাদীছ।

১২. *ই'লাম ১/২৯৯*

৩২. ছালাতে সশব্দে আমীন বলার হাদীছ।
৩৩. পিতা কর্তৃক সন্তানকে কোন কিছু হেবা করে তা আবার ফেরত নেওয়া জায়েয এবং অন্য কারো জন্য ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই মর্মের হাদীছ।
৩৪. সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর ঈদ সম্পর্কে জানতে পারলে পরের দিন সকালে ঈদের ছালাতের জন্য বের হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ।
৩৫. যে দুগ্ধপোষ্য ছেলেশিশু বাইরের খাবার খায়নি তার পেশাবে ভাল করে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে মর্মের হাদীছ।
৩৬. কবরের পাশে ছালাত আদায় করার হাদীছ।
৩৭. আরোহণের শর্তে জাবির (রাঃ)-এর উট বিক্রি সংক্রান্ত হাদীছ। (অর্থাৎ মদীনায় ফিরে আসার সময় তাতে আরোহণ করা। এটা ছিল খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়ের ঘটনা।)
৩৮. হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ সম্পর্কিত হাদীছ।
৩৯. 'তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে প্রয়োজনে তার দেয়ালে কাটা পুঁততে বাধা না দেয়' মর্মে বর্ণিত হাদীছ।
৪০. যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে আর এমতাবস্থায় তার নিকট স্ত্রী হিসাবে দুই সহোদর বোন থাকে তাহ'লে তাদের দু'জনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করবে (এবং অন্যজনকে তালাক দিবে) মর্মের হাদীছ।
৪১. সওয়ারীর ওপর বিতর ছালাত আদায় সংক্রান্ত হাদীছ।
৪২. সকল নখওয়ালা হিংস্র পশু-প্রাণী হারাম সম্পর্কিত হাদীছ।
৪৩. ছালাতে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখা সুন্নাত সম্পর্কিত হাদীছ।
৪৪. রুকূ ও সিজদাতে যে ব্যক্তি তার পিঠ সোজা করে না তার ছালাত শুদ্ধ নয় মর্মের হাদীছ।
৪৫. ছালাতে রুকূতে যাওয়া ও ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ।
৪৬. ছালাতে 'ইসতেফতাহ'-এর দো'আ সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ।
৪৭. 'তাকবীর' তথা আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে ছালাতে অন্যান্য বিষয় নিষিদ্ধ হয় এবং 'তাসলীম' বা সালাম ফিরানোর মাধ্যমে হালাল হয়' সম্পর্কিত হাদীছ।
৪৮. ছালাতরত অবস্থায় শিশুকে বহন করা সম্পর্কিত হাদীছ।
৪৯. আক্বীকা সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ।
৫০. 'যদি কোন লোক অনুমতি ব্যতীত তোমার নিকট প্রবেশ করে' মর্মে বর্ণিত হাদীছ।
৫১. নিশ্চয়ই বিলাল রাতে আযান দেয় মর্মের হাদীছ।
৫২. জুম'আর দিন খাছ করে ছিয়াম রাখা নিষেধ সম্পর্কিত হাদীছ।
৫৩. সূর্যগ্রহণ এবং 'ইসতেসক্বা' বা বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাত সম্পর্কিত হাদীছ।
৫৪. ষাঁড়ের বীর্যের বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কিত হাদীছ।
৫৫. মুহরিম (হজ্জ ও ওমরার ইহরাম অবস্থায় থাকা) ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহ'লে তার মাথা ঢাকা ও সুগন্ধি মাখানো যাবে না সম্পর্কিত হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছি যে, এই হাদীছগুলির সবগুলিই অথবা এর চেয়েও অনেক বেশি সংখ্যক হাদীছকে ক্বিয়াস অথবা উল্লেখিত কায়েদাগুলির কারণে পরিত্যাগ করা হয়েছে। ইবনু হাযম (রহঃ) এর মধ্যে কিছু হাদীছকে মদীনাবাসীর আমলের কারণে সুন্নাতকে ত্যাগকারীদের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। তাদের সুন্নাতের বিরোধিতা বিষয়ে আরোও কিছু উদাহরণ পেশ করতে চাই। যেমন-

১. মাগরিবের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সূরা তূর এবং শেষ জীবনে 'মুরসালাত' পাঠ করার হাদীছ।
২. সূরা ফাতিহার পর তাঁর 'আমীন' বলা।
৩. إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -এ তাঁর সিজদা দেওয়ার হাদীছ।
৪. লোকদেরকে নিয়ে বসে ছালাত আদায় করা এবং তারাও তাঁর পিছনে বসে আদায় করার হাদীছ। ওরা বলে, এভাবে ছালাত আদায়কারীর ছালাত বাতিল!
৫. আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) লোকদেরকে নিয়ে ছালাত শুরু করার পর রাসূল (ছাঃ) এসে তার পাশে বসে লোকদের নিয়ে বাকী ছালাত সম্পন্ন করেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ। ওরা বলে, এই হাদীছের ওপর কোন আমল নেই। যদি কেউ এভাবে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে।
৬. যোহর ও আছরের ছালাত জমা করে পড়া।[১৩]
৭. একজন পুত্র শিশুকে নিয়ে আসা হ'ল। সে রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড়ে পেশাব করে দিলে তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন। এরপর সেখানে কেবল ভাল করে পানি ছিটিয়ে দিলেন। আর তা ধৌত করলেন না।
৮. তিনি ঈদের ছালাতে 'ক্বাফ' ও 'ক্বিয়ামাহ' সূরাদ্বয় পড়তেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ।
৯. তিনি সুহাইল বিন বায়যার জানাযার ছালাত মসজিদে আদায় করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ।
১০. তিনি দু'জন ব্যভিচারী ইহুদীকে রজম করেছিলেন। ওরা বলে, ওদেরকে রজম করা জায়েয নেই।
১১. তিনি মুহরিম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ।
১২. তিনি বায়তুল্লাহতে তওয়াফ করার আগে পরিহিত চাদরে সুগন্ধি লাগিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ।[১৪]
১৩. ছালাতে দুই সালাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহ।

ইত্যাদি আরোও অনেক হাদীছ রয়েছে যেখানে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনাগুলির বিরোধিতা করেছে। যদি সেগুলি কেউ খুঁজে বের করে, তাহ'লে কয়েক হাযারে পৌঁছবে। এমনটিই বলেছেন ইবনু হাযম (রহঃ)।

পূর্বে আমরা হাদীছের ওপর ক্বিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়ার মাসআলাটি পর্যালোচনা করেছি। এখন কুরআন ও হাদীছ এবং উল্লেখিত দলীলগুলির আলোকে আরোও দু'টি বিষয় দু'টি অধ্যায়ে পর্যালোচনা করব, যাতে এ দু'টির বাস্তবতা আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। *[চলবে]*

---

১৩. *অর্থাৎ মদীনাতে, কোন ভয় কিংবা সফরের কারণে নয়। এটি কোন সমস্যা থাকলে যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর জবাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাকে প্রশ্ন করা হ'ল: এর উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, যাতে তার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হয়।*
১৪. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ২/১০০-১০৫।*

Contents

হকিং তত্ত্ব ও শাশ্বত সত্য

*মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান**

১৪ই মার্চ ২০১৮, নিত্য দিনের মতো দিনের আলো প্রকাশিত হ'ল ঠিকই, কিন্তু নীরবে নিভে গেল বিজ্ঞান মহাকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবন। রবার্ট, লুসি ও টিম হকিং বিবৃতি দিলেন আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত, আমাদের প্রিয় বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতিঃপদার্থবিদ অধ্যাপক উইলিয়াম স্টিফেন হকিং। অদম্য মেধাবী ও নিশ্চল নিরলস পরিব্রাজক স্টিফেন হকিং জীবন সংগ্রামে এক সাহসী যোদ্ধার নাম। অনেকে বলেন, তাকে শুধু বিজ্ঞানী বললে অতিশয় বেমানান মনে হয়, বরং তারকা বিজ্ঞানী বললে যথার্থ হয়। কেননা স্বল্প শিক্ষিত লোক মাত্রই যারা দিন দুনিয়ার খবর রাখেন, বিজ্ঞান বোঝেন বা না বোঝেন, তাদের কাছেও বেশ পরিচিত নাম স্টিফেন হকিং।

হুইল চেয়ার, সামনে বসানো কম্পিউটার, মাথাটি কাত হয়ে পড়ে আছে, এঁকে বেঁকে বসা নিথর শরীরটি যেন নিরেট গোশতের মূর্তি। হাত আছে কিন্তু কাজ করে না, পা আছে চলে না, মেরুদণ্ড আছে দাঁড়ায় না, মুখ আছে খায় না, জিহ্বা আছে কথা বলে না। সারা শরীরে জীবিত বলতে আছে দু'টি চোখ। উজ্জ্বল নীল ঐ দু'টি চোখের তীব্র চাহনি পৃথিবীর বলয় পেরিয়ে মহাবিশ্বের মহাকাশে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়। আহরণ করে জ্ঞান। স্নায়ুবিক বৈকল্যে নিথর দেহের এই মানুষটি সর্বদা খুঁজেছেন কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর। পৃথিবী কী? এটি যেমন আছে, তেমন আছে কেন? এটি কিভাবে তৈরি হ'ল? এর শেষ পরিণতিই বা কি? উত্তর খুঁজতে গিয়ে দিয়েছেন নানা তত্ত্ব। হয়ে উঠেছেন যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। ১৪ই মার্চ ২০১৮ তার মৃত্যুতে আবার নতুনভাবে উঠে এসেছে তার নামটি।

স্টিফেন হকিং-এর গবেষণা ও বিবৃতির নানা দিক

১. মহাবিশ্বের শুরু আছে কি?

মহা বিশ্বের আদৌ কোন শুরু আছে, না-কি এটি অনন্তকাল ধরে চলছে? এ প্রশ্নের মধ্যে বিজ্ঞান ঘুরপাক খাচ্ছে হাযার হাযার বছর ধরে। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল বলেন, মহাবিশ্ব চিরকাল ধরেই আছে, এর কোন শুরু বা শেষ নেই। যদিও এটি তার দর্শনগত তথ্য। এতে বিজ্ঞানের কোন ছোঁয়া নেই। তবুও মানুষ এটি বিশ্বাস করেছে হাযার হাযার বছর ধরে। মূলতঃ অবিশ্বাসীদের এটি কৌশলগত উত্তর। কেননা যদি বলা হয়, মহাবিশ্বের শুরু আছে তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এটি কখন কে শুরু করেছেন? অর্থাৎ মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে স্রষ্টার একটা হস্তক্ষেপ চলে আসে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, মহাবিশ্বের শুরু আছে। বিজ্ঞানী হকিং ব্যাখ্যা করেছেন, প্রায় ১৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে বিগব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণের আগে কিছুই ছিল না (Nothing) এবং বিস্ফোরণের পর মূলতঃ সবকিছু (Something) হয়েছে। এই বর্ণনার সাথে দারুণভাবে মিলে যায় বিজ্ঞানময় কুরআনের। আল্লাহ বলেন, 'যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব (Nothing) থেকে অস্তিত্বে (Something) আনলেন এবং যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন শুধু বলেন, হও আর তা হয়ে গেল *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। অর্থাৎ মহাবিশ্বের শুরু আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে হকিংও কুরআনের ন্যায়ই বলছেন। তবে গোলযোগ বেঁধেছে অনুসিদ্ধান্তে। হকিং বলছেন, শূন্য থেকে এমনি এমনি শুরু হয়েছে, আর মহাবিশ্ব যিনি শুরু করে দিলেন সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলছেন, না এমনি হয়নি, এটা আমার সিদ্ধান্ত। আমি হও বলেছি, তাই হয়েছে। তবে হকিং-এর কথাই যদি ধরে নেওয়া যায়, মহাবিশ্ব শূন্য থেকে ১৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে এমনি এমনি তৈরি হয়েছে, তাহ'লে বিরাট প্রশ্ন থেকে যায় যে, শূন্য থেকে ২০ মিলিয়ন বছর আগে কেন মহাবিশ্ব তৈরি হ'ল না?

২. মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হ'ল?

মহাবিশ্ব শুরু হয়েছে একথা যখন প্রমাণিত হ'ল, তখন প্রশ্ন আসল এটি কিভাবে শুরু হ'ল? জর্জ গ্যামো ও জর্জ লেমেত্রি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্মের তত্ত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত পদার্থবিদ আইনস্টাইন এর সাধারণ আপেক্ষিকতার আলোকে বিজ্ঞানী হকিং ও তার সহকর্মী রজার পেনরাজে তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, কিভাবে একটি পরম বিন্দু থেকে বিগব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরি হ'ল। আর এ পরমবিন্দুতে ব্যর্থ হয় পদার্থবিদ্যার সকল সূত্র। প্রাথমিক অবস্থায় মহাবিশ্ব ছিল একটি পিণ্ড যেখানে বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হ'ল মহাবিশ্ব। মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল একত্রিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। বিজ্ঞান আরো বলছে মহাবিস্ফোরণের পর ছড়িয়ে পড়ে মহাজাগতিক মেঘ বা গ্যাস। আর এই গ্যাস থেকে ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি হয় মহাবিশ্বের সকল বস্তু। পবিত্র কুরআনে গ্যাসের পরিবর্তে ধোঁয়া শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা গ্যাসের নামান্তর এবং অধিক মানানসই। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ। অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে' *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১১)*।

৩. মহাবিশ্ব কি সম্প্রসারিত হচ্ছে?

মহাবিশ্ব কি সম্প্রসারিত হচ্ছে নাকি সৃষ্টির শুরুতে যত বড় ছিল তত বড়ই আছে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে বিজ্ঞানীদের বেশ গলদঘর্ম হ'তে হয়েছে। অবশেষে ১৯২৫ সালে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল তার দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, ছায়াপথগুলো পরস্পর হ'তে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি মত প্রকাশ করলেন যে, যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে সমসাময়িক একজন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ও তার দল ভাবতেন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সব জায়গায় ঘটে না। বরং গড় পড়তায় মহাবিশ্বের কোন পরিবর্তন নেই। মূলতঃ বিজ্ঞানী হয়েল মহাবিশ্ব সম্প্রসারণকারী এ মডেলটিকে ব্যঙ্গ করে বিগব্যাঙ বলেছিলেন। সর্বশেষ হকিং তত্ত্ব উপস্থাপন করে দেখালেন কিভাবে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়। এখানে মুমিনদের জন্য তৃপ্তির বিষয় হ'ল প্রায় দেড় হাযার বছর আগে যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি বা প্রযুক্তির কোন অগ্রগতি হয়নি তখন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখে আবৃত হয়েছে মহাবিশ্ব

* *সহকারী শিক্ষক, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রাজশাহী।*

সম্প্রসারণকারীর বাণী। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী' *(যারিয়াত ৫১/৪৭)*।

৪. মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি কি?

স্টিফেন হকিং-এর মতে মহাবিশ্ব যেমন একটি বিন্দু থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, তেমনি এর শেষ পরিণতি হ'ল বৃহৎ সংকোচনের মাধ্যমে আরেকটি বিন্দু, যা পরম বিন্দু নামে পরিচিত। তবে সমগ্র বিশ্ব একই সাথে বৃহৎ সংকোচনের মাধ্যমে চুপসে নাও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন স্থানিক অঞ্চলে অনন্যতা দেখা দিবে যেটা চুপসে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বল্প সংখ্যক কিছু ক্ষেত্র আছে, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্যতা প্রমাণ হবার আগেই গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে। কৃষ্ণগহ্বর তাদের মধ্যে একটি। মূলতঃ কৃষ্ণগহ্বর মহাবিশ্বের এমন একটি বস্তু, যার আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু ভর এত বেশী যে, এর মহাকর্ষীয় শক্তি মহাবিশ্বের সকল শক্তিকে অতিক্রম করে। ফলে এর আকর্ষণ বলয়ের সবকিছু এর মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয় এবং এ থেকে কোন কিছু বের হয়ে আসতে পারে না। সাধারণত তারাগুলো বৃদ্ধ হ'লে বা তাদের জ্বালানি শেষ হ'লে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়। বিজ্ঞানী হকিং মূলতঃ একেই সৃষ্টির শেষ অবস্থা বলেছেন। পৃথিবী কিভাবে তার শেষ অবস্থায় উপনীত হবে তা কুরআনে স্পষ্ট। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুঁক এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে। অতঃপর একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে' *(হা-ক্বাহ ৬৯/১৩-১৬)*।

সাধারণ আলোচনা করলে দেখা যায়, হকিং মহাবিশ্বের সমাপ্তি টেনেছেন কৃষ্ণগহ্বর দিয়ে। আর সৃষ্টিকর্তা সমাপ্তি টেনেছেন মহাপ্রলয় দিয়ে। দু'টি ঘটনার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।-

ক) কৃষ্ণগহ্বরের বাইরের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা গেলেও ভেতরের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তেমনিভাবে মৃত্যুর বা ক্বিয়ামতের আগের ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'লেও পরের ঘটনা আমাদের ইন্দ্রিয় বহির্ভূত।

খ) কৃষ্ণগহ্বরের মধ্য থেকে বের হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। তেমনি মৃত্যু বা ক্বিয়ামতের পরে ইহজীবনে ফিরে আসাও কোনভাবে সম্ভব নয়।

গ) কৃষ্ণগহ্বর এমন যে, তা থেকে কোন আলো বের হ'তে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যেদিন সূর্যকে আলোহীন করা হবে' *(তাকভীর ৮১/১)*।

ঘ) কৃষ্ণগহ্বরের পরে সময় স্থির। যেমনভাবে মৃত্যু বা ক্বিয়ামতের পরে সময় স্থিরের নানা প্রমাণ কুরআন দিয়েছে। তবে কৃষ্ণগহ্বরের শেষ পরিণতি কি তার উত্তর হকিং দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি বলেন, কৃষ্ণগহ্বর সবকিছু টেনে নেয় পাশাপাশি এটি থেকে বিকিরণও হয়। যা হকিং বিকিরণ নামে পরিচিত। এ আবিষ্কার তাকে জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৮১ সালে তিনি বলেন, বিকিরণ করতে করতে কৃষ্ণগহ্বর উবে যায় তখন এর ভেতরের তথ্যগুলো হারিয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হ'ল তথ্য কখনও হারায় না। তাই পদার্থ বিদ্যায় এ নিয়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছিল। তবে পরবর্তীতে রবার্ট পেনরাজে দেখিয়েছেন, কাগজ পোড়ালে যেমন ছাই হয় তেমনভাবে তথ্য এক রূপ থেকে অন্য রূপে যায়, হারিয়ে যায় না। হকিং এটিকে সমর্থন করেছেন।

৫. পৃথিবী সৃষ্টি, পরিচালনায় ও সমাপ্তিতে সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা আছে কি?

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করবেন, জ্ঞান অর্জন করবেন, এটা দারুণ ব্যাপার। ইসলাম একে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাশালী' *(আনকাবূত ২৯/২০)*।

হকিং সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। তথ্য দিয়েছেন জগদ্বাসীকে। কোন তথ্য সঠিক হ'তে পারে, কোনটি হ'তে পারে ভুল। তবে ধর্মের সাথে সরাসরি বৈপরিত্য এসেছে এই প্রশ্নে যে, পৃথিবী সৃষ্টি, পরিচালনায় ও সমাপ্তিতে সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা আছে কি-না? এ প্রশ্নে তিনি উত্তর দিয়েছেন নানাভাবে, যার মূলভাব হচ্ছে-

উত্তর ১ : হকিং বিশ্বাস করতেন, দুনিয়া বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই চলে। এমন হ'তে পারে নিয়মগুলো ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু নিয়মের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য হস্তক্ষেপ করেন না।

একজন মুসলিমও বিশ্বাস করে দুনিয়া যৌক্তিকভাবে একটি সুশৃংখল নিয়ম মেনেই চলে এবং নিয়মগুলো সৃষ্টিকর্তারই সিদ্ধান্ত । যাকে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, '(মনে রাখা আবশ্যক যে,) আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, আমরা তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি' *(আম্বিয়া ২১/১৬)*। তিনি তাঁর নিয়মের ব্যাঘাত ঘটান না। কারণ তিনি তার সৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে চান না। বরং সুশৃংখল নিয়মের আওতায় তার সন্ধান দিতে চান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তিনি, যিনি ঊর্ধ্বদেশে স্তম্ভ ছাড়াই আকাশ মণ্ডলীকে স্থাপন করেছেন, যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগামী করেন। প্রতিটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সন্তরণ করবে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন... তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এ সবের মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য' *(রা'দ ১৩/২-৩)*।

সীমাহীন সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি তারকা-নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও ধূমকেতু তার জন্য নির্দিষ্ট নিরক্ষবৃত্তের মধ্যে থেকেই সাঁতার কাটছে। সেখান থেকে না ফিরে আসতে পারছে, না পালিয়ে কোথাও সরে যেতে পারছে। সবগুলোই পারস্পরিক মধ্যাকর্ষের এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দী থেকেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার একত্বের প্রমাণ বহন করছে *(সৃষ্টি ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃঃ ১৭৭)*।

তিনি আরো বলেন, 'আর (অন্যতম নিদর্শন হ'ল) সূর্য, যা তার গন্তব্যের দিকে চলমান থাকে। এটা হ'ল মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়ের নির্ধারণ' *(ইয়াসীন ৩৬/৩৮)*।

তিনি আরো বলেন, 'তিনি যথার্থভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা এবং দিবসকে আচ্ছাদিত করেন রাত্রি দ্বারা। আর তিনি অনুগত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল' *(যুমার ৩৯/০৫)*। এ ব্যাপারে তিনি আরো বলেন, 'সূর্য ও চন্দ্র পরিমাণ মত সন্তরণে রত' *(আর-রহমান ৫৫/০৫)*।

তবে প্রয়োজনে তিনি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানোর জন্য হস্তক্ষেপের

পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। বিজ্ঞানী হকিং ২১ বছরে রোগাক্রান্ত হন। ডাক্তার বলেছিলেন বড়জোর দু'বছর বাঁচবেন। কেউ বললেন, হকিংকে ২৫ বছর বয়সে আমরা পাব না। কিন্তু বিজ্ঞানের সমস্ত বিধিকে অসার প্রমাণ করে বেঁচে রইলেন ৭৬ বছর বয়স পর্যন্ত। এটি কি সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপের বড় প্রমাণ নয়?

উত্তর ২ : হকিং-এর 'The Grand Design' বইটি প্রকাশের পর CNN-এর এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? হকিং বলেছিলেন, ঈশ্বর থাকলেও থাকতে পারে তবে মহাবিশ্ব তৈরীতে তার প্রয়োজন নেই।

এ উত্তরে তিনি নাস্তিক্যবাদের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শূন্যস্থান থেকে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন-এর মাধ্যমে বস্তুকণা তৈরি হয়েছে, যা মহাকর্ষীয় বলের দ্বারা নিউট্রালাইজড হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল ঐ শূন্যস্থানে যখন সময় আর স্থান তৈরি হয়নি তখন কোথা থেকে কিভাবে মহাকর্ষ বল এলো এর ব্যাখ্যা হকিং দেননি।

তাছাড়া শূন্যস্থান বলতে তিনি কোনকিছুই নেই (Nothing) নাকি বস্তুর অনুপস্থিতি (Quantum Vaccum) বুঝিয়েছেন। তা মোটেও পরিষ্কার নয়।

তিনি তার বইতে বলেছেন, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন-এর জন্য সময় দরকার ছিল না, স্থান প্রয়োজন ছিল। তাই তখন সময় ছিল না। কিন্তু কখন এ স্থান আবার আজকের মতো সময় হ'ল তার ব্যাখ্যা তিনি দেননি। কাজেই সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই এটি তার ব্যক্তিগত আবেগ, যা কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়।

উত্তর ৩ : ২০১৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে স্প্যানিশ ভাষার একটি পত্রিকা EL Mundo-এর সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিজ্ঞান বুঝার আগে আমরা বিশ্বাস করতাম ঈশ্বরই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বজ্ঞান এখন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'আমরা ঈশ্বরের মন বুঝতে চেষ্টা করছি, আমি বুঝাতে চাচ্ছি, যদি কোন ঈশ্বর থেকে থাকে যা আসলে নেই, তাহ'লে সে ঈশ্বরের যা যা জানার কথা, আমরা তা জানব। আমি নাস্তিক।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে তার এ উক্তি তাকে চূড়ান্তভাবে অবিশ্বাসীদের তালিকাভুক্ত করেছে। তিনি সৃষ্টিকর্তার সমান জ্ঞানে জ্ঞানী হ'তে চেয়েছেন যা শুধুই অবাস্তব নয় বরং হেয়ালিপনা এবং ধৃষ্টতাও বটে। কারণ মানুষকে এমন জ্ঞান দান করা হয়নি যা দ্বারা সে সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'আর এ বিষয়ে তোমাদের প্রতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' *(ইসরা ১৭/৮৫)*।[১]

৬. মৃত্যু ও পরকাল মূলত কি?

গার্ডিয়ান পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে হকিং বলেন, মানুষের মৃত্যু মূলত তার মস্তিষ্কের মৃত্যু। মস্তিষ্ক একটি কম্পিউটারের মত। যখনই এর উপকরণ কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তখনই এটি থেমে যায়। পরকাল সম্বন্ধে তিনি বলেন, আমি মস্তিষ্ককে কম্পিউটার হিসাবে বিবেচনা করি। এর উপাদানগুলো ব্যর্থ হ'লে এটা কাজ করা থামিয়ে দেবে। এই কম্পিউটার ভেঙে গেলে আর স্বর্গ বা পরকাল বলে কিছুই থাকে না। যারা অন্ধকারে (পরকাল) ভীত, তাদের কাছে এটি একটি রূপকথার গল্প ছাড়া কিছুই নয় (that is a fairy story for people afraid of the dark)।

২০১১ সালে ডিসকভারী চ্যানেলে একটি টিভি সিরিজ কিউরিসিটিতে তিনি বলেন, আমরা চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন। কোন স্রষ্টা নেই, কেউ মহাবিশ্ব তৈরি করেনি এবং কেউ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে না। সম্ভবতঃ কোন জান্নাত নেই, নেই কোন পরকাল। তাই আমাদের মহাবিশ্বের মহান নকশার কদর করতে হবে। আমি এই জীবন পেয়ে কৃতজ্ঞ'।

৭. পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি?

হকিং মনে করেন, মানুষ ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং এক সময় মানুষ আর প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তিনি বলেন, If human can design computer viruses, then I fear that they might also design artificial intelligence (robots) which can replace themselves (human). 'যদি মানুষ কম্পিউটার ভাইরাস তৈরী করতে পারে তবে আমি শংকিত যে, তারা হয়ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও (রোবট) তৈরী করবে যা তাদের নিজেদেরই (মানুষ) স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে'।

তিনি আরো বলেন, আগামী ৬শ' বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা এত পরিমাণ বেড়ে যাবে যে, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ও বিদ্যুতের অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে পৃথিবী অত্যধিক তাপে একটি অগ্নি গোলকে পরিণত হবে (death by fireball)। এছাড়াও পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার, মানুষের আগ্রাসী মনোভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহাকাশীয় বস্তুর সংঘর্ষের কারণে পৃথিবীর মৃত্যু অনিবার্য। তাছাড়া ভিনগ্রহের প্রাণীও আক্রমণ করতে পারে। যাদের প্রতিহত করার মত ক্ষমতা পৃথিবীবাসীর থাকবে না। এ কারণে হকিং বলেন, অতি শীঘ্রই একশ' বছরের মধ্যেই অন্যত্র Survivable planet বা বসবাসের স্থান খুঁজে না পেলে এবং সেখানে পৌঁছতে ব্যর্থ হ'লে মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

শেষ গবেষণা :

মৃত্যুর দশদিন পূর্বে ৪ঠা মার্চ ২০১৮তে প্রফেসর থমাস হার্টগ-এর সাথে "A smooth exit from eternal inflaton" নামে

১. *নিঃসন্দেহে মানুষকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে। সেকারণ তারা আজও নিজ দেহে বাস করা নিজ আত্মার সন্ধান পায়নি। তাকে দেখতে পায়নি, ছুঁতে পারেনি বা ধরতে পারেনি। অথচ এই অদৃশ্য বস্তুটিকে বিশ্বাস না করে তার উপায় নেই। মানুষ নিজের আত্মাকে না দেখে বিশ্বাস করে। অথচ নিজের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করে না। জন্মের আগে মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না। যে মহান সত্তা তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনলেন, তিনিই আল্লাহ। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবন ও মরণদাতা, তিনিই আমার জীবনের পরিচালক ও কর্মবিধায়ক। এ বিশ্বাসটুকু আনার মত স্বল্প জ্ঞানও অনেকের নেই, সে তার আত্মার খবর কি করে জানবে? এমনকি যে বিজ্ঞান নিয়ে আমরা অহংকার করি, সেই বিজ্ঞানের সত্যকে কোন বিজ্ঞানীই অভ্রান্ত বলেননি। বরং তারা সকলেই বলেছেন, Science gives us but a partial knowledge of reality বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়। তারা বলেন, 'আমরা কতিপয় বাহ্য প্রকাশকে দেখি মাত্র, মূল বস্তুকে দেখি না। নিঃসন্দেহে সেই মূল সত্তাই হ'লেন আল্লাহ। যিনি অদৃশ্যে থেকে সকল সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন। তিনি সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাশালী (হূদ ১১/৮; বাক্বারাহ ২/২০ প্রভৃতি)।*

শানে নুযূল : *হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার কুরায়েশ নেতারা ইহুদী পণ্ডিতদের বলল, তোমরা আমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দাও, যেটা আমরা এই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করব (এবং সে জবাব দিতে পারবে না)। তখন তারা বলল, তোমরা তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। সেমতে তারা জিজ্ঞেস করল। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় (আহমাদ হা/২৩০৯ সনদ ছহীহ) (স.স.)।*

একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমরা সবাই বর্তমান মহাবিশ্বকেই একমাত্র মহাবিশ্ব মনে করি। কিন্তু ১৯৮০ সালে Alan Guth ও Andrei lendie এর গবেষণায় দেখা যায় যে, এ মহাবিশ্বের বাইরেও অনেক মহাবিশ্ব আছে যা মালটিভার্স নামে পরিচিত। তারা গবেষণা করে দেখান যে, মালটিভার্স সৃষ্টি ও বিস্তৃতি অনন্তকাল ধরে ঘটেই চলবে। অর্থাৎ মালটিভার্স চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী বিস্তৃতিকে বলা হয়, eternal inflaton। অতঃপর ১৯৮৩ সালে হকিং তার boubdary theory-তে মহাবিশ্বের বিস্তৃতির যে হিসাব কষেছিলেন তাতে তিনি এ ধারণাকে সমর্থন করতে বাধ্য হন। তিনি একটি নিবন্ধে লিখেন, মহাবিশ্বের কোন সীমানা নেই। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখান যে eternal inflaton বলে কিছুই নেই। তবে মালটিভার্স থাকলেও থাকতে পারে। তার এই শেষ গবেষণায় তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের এক অন্যতম বিষয়কে ভুল প্রমাণ করেন। তার এই গবেষণার হিসাব থেকে পদার্থবিদরা মহাবিশ্বের ধ্বংসের সময়কালের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন এবং আদৌ মালটিভার্স আছে কি-না তাও দেখাতে পারবেন।

হকিং-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও শিক্ষা : পুরো নাম স্টিফেন উইলিয়াম হকিং। পরিবারের অনেকে তাকে স্টিভ বলেও ডাকতো। ১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারী ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ফ্রাঙ্ক (১৯০৫-১৯৮৬) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিনে পড়াশোনা করে চিকিৎসা গবেষক হিসাবে কাজ করতেন। মা ইসাবেল এলিন হকিং (১৯১৫-২০১৩) একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অধ্যয়ন করেছেন। দুই বোন ফিলিপ্পা ও মেরি ছাড়াও পরিবারে ছিল পালিত ভাই এ্যাডওয়ার্ড ফ্রাঙ্ক ডেভিড।

১৯৪৮ সালে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শুরু হয়। স্কুল জীবনে তিনি আইনস্টাইন বলে পরিচিত হন। বন্ধুদের এই অভিধা ঠিক প্রমাণ করে তিনি হয়েছিলেন কালের নায়ক। যদিও স্কুলের শুরুটা তার আশানুরূপ ছিল না। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে দোষারোপ করে স্কুল ত্যাগ করেন। স্কুল জীবনে তিনি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতেন, বোর্ড গেম খেলতেন, আতশবাজী প্রস্তুত করতেন, উড়োজাহাজ ও নৌকার মডেল তৈরি করতেন। পাশাপাশি খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইন্দ্রীয় বহির্ভূত অনুভূতিকর বিষয়ে আলোচনা করতেন। স্কুল শিক্ষক ডিকরান তাহরার অনুপ্রেরণা পরবর্তীতে হকিং শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ১৯৫৮ সালে তাহরার সহযোগিতায় ঘড়ির অংশবিশেষ, পুরনো টেলিফোনের সুইচবোর্ড ও অন্যান্য রিসাইক্লিং উপাদান দিয়ে কম্পিউটার তৈরি করেন। বিজ্ঞানে হকিং-এর সহজাত আগ্রহ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন গণিতে পড়াশোনা করতে। কিন্তু গণিতে স্নাতকদের তখন বেশী চাকরির ব্যবস্থা ছিল না বিধায় তার পিতা আপত্তি করেন। তাছাড়া অক্সফোর্ডে গণিত বিষয়ে পড়ানো হ'ত না। অবশেষে পদার্থ ও রসায়ন বিষয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার আগ্রহের বিষয় ছিল মূলত তাপগতি বিদ্যা, আপেক্ষিকতা এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। ১৯৫৯ সালে ১৭ বছর বয়সে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি হন। প্রথম দিকে তিনি বেশ বিরক্ত হন ও একাকীত্ব বোধ করেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা তার কাছে 'হাস্যকর রকমের সহজ' মনে হ'ত। পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক রবার্ট বারম্যান বলেন, 'তার শুধু জানা দরকার ছিল, এটা করা যায়। তবে কিভাবে করা যায় বা অন্যরা কিভাবে করেছেন, তা না দেখে নিজেই করতে পারতেন'। পরবর্তীতে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হন। এসময় তিনি মোটর নিউরোন ডিজিজে আক্রান্ত হন। তার সকল মাংসপেশী ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসে। দু'বছর পর রোগের প্রকোপ কমলে তিনি পুনরায় পি.এইচডি অভিসন্দর্ভের কাজ এগিয়ে নেন। ২৩ বছর বয়সে ১৯৬৬ সালে তিনি 'প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ' বিষয়ের উপরে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

পারিবারিক জীবন : ১৯৬২ সালে তিনি যখন কেম্ব্রিজে স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষার্থী, তখন তার বোনের বান্ধবী জেম ওয়াইল্ড-এর সাথে পরিচয় হয়। ১৯৬৩ সালে তিনি মোটর নিউরোন রোগে আক্রান্ত হ'লেও ১৯৬৪ সালে জেনের সাথে বাগদান সম্পন্ন হয়। এই বাগদান তাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯৬৫ সালে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পত্তির দু'টি পুত্র রবার্ট ও টিমোথি এবং একটি কন্যা লুসি। ১৯৯৫ সালে জেনের সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং একই বছর হকিং তার সেবিকা এলিয়েন মেসনকে বিয়ে করেন। পরবর্তী ২০০৬ সালে মেসনের সাথে পুনরায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং জেনের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়।

রোগাক্রান্ত হকিং : অক্সফোর্ডে গ্রাজুয়েট স্টিফেন হকিং ১৯৬২ সালে পা রাখলেন কেম্ব্রিজের সুরম্য আঙ্গিনায়। ঠিক সেই সময় দুরারোগ্য স্নায়বিক রোগ এ্যামায়াট্রেফিক ল্যাটারাল স্লেরোসিস বা এএলএস রোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তাররা তার জীবনের মেয়াদ বেঁধে দিলেন ২ বছর। এটি মূলতঃ একটি মোটর নিউরোন রোগ, যা লাউ গেহরিক নামেও পরিচিত।

প্রাণীর ত্বক অনুভূতি গ্রহণ করে। এ অনুভূতি সেন্সরি নিউরোনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত মোটর নিউরোনের মাধ্যমে ক্রিয়াস্থলে পৌঁছায়। এভাবে আমাদের ইচ্ছাধীন পেশীগুলো নড়াচড়া করে ও কার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ মোটর নিউরোন মস্তিষ্ক ও ঐচ্ছিক পেশীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। ঐচ্ছিক পেশীর কাজ যেমন আমরা ইচ্ছামতো কথা বলি, চিবাই, নড়াচড়া ও হাঁটাচলা করি ইত্যাদি। এএলএস রোগে মোটর নিউরোন নষ্ট হয়ে যায় বা মারা যায়। ফলে মস্তিষ্ক তার বার্তা পেশীতে পৌঁছাতে পারে না। এতে ঐচ্ছিক পেশী বেঁচে থাকে কিন্তু কাজ করে না। সকল পেশী অবশ হয়ে যায়। ফলে কথা বলতে পারে না বা কথা জড়িয়ে যায়। খাবার গলধঃকরণ করতে পারে না এমনকি শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। National Institute of Nurological Disorder And Strok 47 মতে এ রোগটি যেকোন বয়সে হঠাৎ হ'তে পারে। এতে বংশগত কোন প্রভাব নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগী ৩-৫ বছরের মধ্যে মারা যায়।

স্টিফেন হকিং ৩০ বছর বয়স থেকে কেবল মাথা ও হাতের কিছু সীমাবদ্ধ নড়াচড়া ছাড়া পুরো শরীরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে হুইল চেয়ারে বন্দি হন। ১৯৮৫ সালে তীব্র নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হ'তে চলেছিলেন। শ্বাস নিতে পারছিলেন না। বিধায় শ্বাসনালী কেটে সেখানে টিউব বসানো হয়। এতে তিনি সুস্থ হন কিন্তু বাকশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন। ভয়েস সিন্থেসাইজারের মাধ্যমে তিনি মিনিটে পনেরটির মতো শব্দ বলতে পারতেন। ২০০৮ সালে আঙ্গুলও অসার হয়ে পড়ে। তখন চোখের পেশী নাড়িয়ে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করা হয়।

কর্মজীবন : তাত্ত্বিক কসমালোজি তথা মহাবিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মাধ্যাকর্ষণ ছিল হকিং-এর প্রধান গবেষণা ক্ষেত্র। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লুকাসিয়াম অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত থেকে ১লা অক্টোবর ২০০৯ সালে অবসর নেন। এসময় তিনি নানা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ফেলো হিসাবে কাজ করেছেন। প্রায় ২ শতাধিক গবেষণা নিবন্ধ লিখেছেন। তাকে নিয়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। তার কর্মের জন্য এক ডজনেরও বেশী সম্মাননা ডিগ্রী ও নানা পুরস্কার পেয়েছেন। বিভিন্ন গবেষণাগারের নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। তার চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হাযারো তরুণ এখন কাজ করছে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে। সমসাময়িক অনেক বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরাই কাজ করেছেন জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে। তবে স্টিফেন হকিং মূলতঃ তিনটি কারণে তারকা বিজ্ঞানী হয়েছেন :

১. সৃষ্টি তত্ত্বের উপর মৌলিক গবেষণা : দুর্ঘটনায় সংজ্ঞাহীন কোন ব্যক্তি হাসপাতালের বিছানায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে যেমন জিজ্ঞেস করে, আমি এখানে কেন? আমার কোথায় কি হয়েছিল? এখানে কিভাবে আসলাম? ঠিক তেমনিভাবে সাধারণ মানুষ, জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী সবার মন সাধারণ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। আর তা হ'ল আমরা এখানে কেন? কোথা থেকে এসেছি? পৃথিবী যেমনভাবে আছে, তেমনভাবে কেন আছে? এর শুরু ও শেষইবা কি? হকিং গবেষণা করে উত্তর দিয়েছেন, তাই মানুষ ছুটে গিয়েছে তার কাছে।

২. ফলাফল সহজভাবে উপস্থাপন : হকিং ছিলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। যার গবেষণা মূলতঃ গণিতের জটিল সমীকরণের। যা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের কাছেও দুর্বোধ্য। তবে তিনি তার চিন্তাধারাকে মানুষের জন্য সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। এমনকি তার বিখ্যাত বই A Brief History of Time-এ G E=mc^2 ছাড়া অন্য কোন সমীকরণ ব্যবহার করেননি। এ কারণেই বইটি সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায় উঠে এসেছে। অল্প মূল্যের স্বল্প ভাষায় গভীর জ্ঞানের সহজ গল্প তাকে সহজে পরিচিতি দেয়। তার বন্ধুবর রজার পেনরাজে বলেন, পক্ষাঘাতগ্রস্ততার কারণে হকিং-এর কথা বলতে কষ্ট হ'ত। অনেক সময় নিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে হ'ত তাকে। এ কারণে কথা বলার সময় তিনি ছোট ছোট বাক্যে ভাব প্রকাশের অভ্যাস গড়ে নিতে বাধ্য হন। লেখার ক্ষেত্রেও সেই প্রভাবটা পড়েছিল। ফলে তার ভাষা ছিল চমৎকার ও সহজবোধ্য।

৩. শারীরিক প্রতিবন্ধকতা : শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, মানসিক শক্তির কাছে কিভাবে পরাজয় বরণ করে তা যথার্থভাবে দেখিয়েছেন হকিং। এ প্রতিবন্ধকতা তার জীবনে বড় আশীর্বাদ হয়ে আসে। এ প্রতিবন্ধকতা তাকে দিয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন সময় যা তিনি ব্যয় করেছেন গবেষণার কাজে। এ প্রতিবন্ধকতা তাকে দিয়েছিল পরিচিতি। হুইল চেয়ারের বিজ্ঞানী, প্যারালাইসড বিজ্ঞানী বা প্রতিবন্ধী বিজ্ঞানী বললেই সবার চোখে ভেসে আসে একটি নাম স্টিফেন হকিং। তিনি যতটা মানুষের কাছে পৌঁছেছেন, তার চেয়ে মানুষ বেশী পৌঁছেছে তার কাছে। হকিং সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতুহল, তাকে তার বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড থেকেও অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

উপসংহার : হকিংয়ের মতে ধর্ম হচ্ছে কর্তৃত্ব করা আর বিজ্ঞানের ভিত্তি হ'ল পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি। তবে জয় হবে বিজ্ঞানেরই, কারণ এটা কার্যকর। যদিও তার নিজের কোন তথ্যই পর্যবেক্ষিত ও প্রমাণিত নয় এবং ভবিষ্যতে প্রমাণের কোন সম্ভাবনাও বিজ্ঞানীরা দেখছেন না। আর এটিকেই তার নোবেল পুরস্কার অপ্রাপ্তির কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। তবে ধর্ম যে কর্তৃত্ব করে এ ধারণা তার এসেছে খৃষ্টান ধর্মের ধর্মগুরুদের অযৌক্তিক আচরণের কারণে। কারণ ক্যাথলিক ধর্মগুরুরা বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়ে বাইবেলকে বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ করতে বারে বারে সংস্করণ আনতেন। বাইবেলের পুরাতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিপরীতে কোন বিজ্ঞানী নতুন তথ্য উপস্থাপন করলে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যন্ত তার প্রতিরোধ করতেন।

বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর উপর অমানুষিক আচরণ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বিজ্ঞান গবেষণার স্বাধীন ক্ষেত্রে পোপদের এরূপ রূঢ় আচরণ হকিং-কে বিষিয়ে তুলেছিল। তবে তার গবেষণার বড় ব্যর্থতা এই যে তিনি অবশেষে সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পেলেন না। পরকাল বলেও কিছু জানতে পারলেন না।

মানুষের চর্ম চক্ষুর দর্শন ক্ষমতা অতীব সামান্য। ৩৯০-৭০০ nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো মানুষ দেখতে পায়। দৃষ্টিসীমাও সীমিত। অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দৃষ্টির এ সীমাবদ্ধতা অতি সামান্য দূর করেছে। মানুষের কর্ণকুহর ২০-২০০০০ Hz-এর মধ্যেই কেবল শুনতে পায়। একইভাবে নাক, জিহ্বা ও ত্বকের রয়েছে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। সীমার কম বা বেশী হ'লে আমাদের কাছে তা নেই বলে বিবেচিত হয়। মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই মানব সৃষ্ট বিজ্ঞান চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড নয়। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যা ঠিক, কাল তা ভুল। কিছুকাল আগেও নিউটন ও আইনস্টাইন এর চরম বৈপরীত্য বেশ উপভোগ্য ছিল। মানুষের এই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা তখন দূরীভূত হয় এবং প্রকৃত সত্যের আবির্ভাব ঘটে যখন সৃষ্টিকর্তার অহি-র জ্ঞানের সাথে তার সংযোগ ঘটে। আল্লাহ বলেন, 'সত্য আসে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে' *(কাহফ ১৮/২৯)*। ঈমানদারগণ নিজেরা বিজ্ঞান চর্চা করেন ও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে স্বাগত জানায়ন, প্রীত হন, যখন কোন আবিষ্কার অহি-র তথ্যের সাথে মিলে যায়। তবে অসংলগ্নতা দেখা দিলে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। কারণ ঈমানদারগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, অহি-র বাণী আল-কুরআন শাশ্বত সত্য। এটি বিজ্ঞানের গ্রন্থ না হ'লেও এটি বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞান গবেষণার উৎস এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সত্যায়নকারী।

পরিশেষে আমরা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, আমরা যেন আমাদের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনার কালিমায় ও জল্পনার জটে জড়িয়ে না পড়ি। সঠিক পথে গবেষণা করে সৃষ্টিকর্তার সন্ধান জনসমাজে উপস্থাপন করতে পারি। অচল দেহের সচল মস্তিষ্কের আলোচিত মানুষটি, সচল দেহের উদাস মস্তিষ্কের চৈতন্য ফিরাবে কি?

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

কিয়ামত আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

নিজের জীবনের প্রতি মমতা মানুষের সর্বাধিক। তাই জীবনের যবনিকায় কেউ উপনীত হ'তে চায় না। কেউ চায় না ধ্বংসের মুখোমুখি হ'তে। কিন্তু মহাপ্রলয় সকল চাওয়া-পাওয়ার অবসান ঘটিয়ে, সবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অবসান ঘটিয়ে সকল প্রাণের মৃত্যু ঘটাবে। সমগ্র সৃষ্টির বিনাশ সাধন করবে, পাহাড়-নদী, গাছ-গাছালি সবকিছুকে একাকার করে জগৎটাকে সৃষ্টি শূন্য করে দিবে। একসময় জিন জাতি পৃথিবীতে একচেটিয়া রাজত্ব করত। আল্লাহ তাদের পরে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। তার পূর্বে বহু জাতির বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি সময়সীমা রয়েছে। যখন তাদের সেই মেয়াদ এসে যাবে, তখন সেখান থেকে এক মুহূর্ত পিছাবেও না আগাবেও না' *(আ'রাফ ৭/৩৪)*। এমনকি এই মহাবিশ্বেরও একটি সময়সীমা রয়েছে। যার পরে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে' *(কাছাছ ২৮/৮৮)*। কিন্তু কখন পৃথিবী ধ্বংস হবে? এর স্পষ্ট সমাধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে এটি যেকোন মুহূর্তে হ'তে পারে। চোখের পলকে বা আরো দ্রুত ঘটে যেতে পারে মহাবিশ্বের পরিসমাপ্তি *(নাহল ১৬/৭৭)*। মুমিনরা ক্বিয়ামতকে খুব নিকটে মনে করে, আর কাফিররা ক্বিয়ামতকে দূরে মনে করে *(মা'আরিজ ৭০/৬-৭)*। ইবনে ছাইয়াদ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ তাকে দাজ্জাল মনে করতেন।[১] কারণ তারা ক্বিয়ামতকে খুব নিকটে মনে করতেন। ছাহাবীগণ আকাশে কালো মেঘ ও বাতাশে রক্তিম আভা দেখলে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করতেন'।[২] সূর্যগ্রহণ হ'লে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করতেন।[৩] রাসূল (ছাঃ) তাঁর আগমনকে ও ক্বিয়ামতকে তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের পার্থক্যের সাথে তুলনা করেছেন।[৪] আলোচ্য নিবন্ধে আমরা এ সংক্রান্ত আল্লাহ্র বাণী ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনাগুলো তুলে ধরব।-

পৃথিবীর পরিসমাপ্তি সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

ক্বিয়ামত কখন ঘটবে তা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তবে তা আকস্মিকভাবে ঘটবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 'তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে ক্বিয়ামত কখন হবে? বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তার নির্ধারিত সময় কেবল তিনিই প্রকাশ করে দিবেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সেটি হবে একটি ভয়ংকর বিষয়। যা তোমাদের নিকটে আসবে আকস্মিকভাবে। তারা তোমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে যেন তুমি এ বিষয়ে পূর্ণ অবগত! বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(আ'রাফ ৭/১৮৭)*।[৫] অত্র আয়াতে ক্বিয়ামত জানিয়ে আসবে না বলে সতর্ক করা হয়েছে।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত খুব নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, চলমান যাদু' *(ক্বামার ৫৪/১-২)*। তিনি আরো বলেন, اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ– 'মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন। অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে' *(আম্বিয়া ২১/০১)*।[৬]

ক্বিয়ামতের আগমন অবশ্যই হবে এবং সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ 'আর ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে। এতে কোনই সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ অবশ্যই পুনরুত্থিত করবেন যারা কবরে আছে' *(হজ্জ ২২/৭)*।

ক্বিয়ামতের সময়কাল উল্লেখ না করে গোপন রাখার কারণ হ'ল- মানুষ যাতে আল্লাহ্র ভয়ে আমল করে। তিনি বলেন, إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى 'ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি সেটা গোপন রাখতে চাই। যাতে প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারে' *(ত্বা-হা ২০/১৫)*। অর্থাৎ যাতে মানুষ অন্যায় কর্মে ভীত হয় এবং দ্রুত সৎকর্মে এগিয়ে আসে। অতঃপর স্ব স্ব কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারে।

কিয়ামত হঠাৎ করে আসবে এবং কাউকে সামান্য সুযোগ দেওয়া হবে না বলে আল্লাহ সতর্ক করে বলেন, هَلْ يَنْظُرُونَ

---

১. *মুত্তাফাকুন আলাইহ্, মিশকাত হা/৫৪৯৪।*
২. *মুসলিম হা/২৮৯৯; হাকেম হা/৮৪৭১; আহমাদ হা/৩৬৪৩; মিশকাত হা/৫৪২২।*
৩. *বুখারী হা/১০৫৯; মুসলিম হা/৯১২; মিশকাত হা/১৪৮৪।*
৪. *বুখারী হা/৫৩০১; মুসলিম হা/২৯৫১; মিশকাত হা/৫৫০৯।*
৫. *বিজ্ঞানীদের ধারণা এখন থেকে ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। আর তখনই ক্বিয়ামত (Dooms Day) হবে। এটি ঠিক নয়। বরং আল্লাহ্র হুকুম হ'লে যেকোন সময় ক্বিয়ামত হ'তে পারে।- লেখক।*
৬. *সূরার শুরুতেই আল্লাহ ক্বিয়ামত অত্যন্ত নিকটবর্তী বলে মানুষকে সাবধান করেছেন। যেন তারা সে বিষয়ে উদাসীন না হয় এবং সেজন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর নবীগণ যেহেতু মানুষকে সতর্ককারী হিসাবে আগমন করেছিলেন, সেহেতু তাঁদের নামের সূরার শুরুতে এরূপ সতর্ক বার্তা খুবই যথার্থ হয়েছে।- লেখক।*

إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ‘তারা তো তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মাৎ ক্বিয়ামত আসার অপেক্ষা করছে’ *(যুখরুফ ৪৩/৬৬)*।

তিনি আরো বলেন, فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ‘সুতরাং তারা কি কেবল এই অপেক্ষা করছে যে, ক্বিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক? অথচ ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং ক্বিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৮)*।

তিনি আরো বলেন, يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ‘লোকেরা আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলে দিন এর জ্ঞান কেবল আলাহ্র কাছেই আছে। কিভাবে আপনি সেটা জানবেন? হ’তে পারে ক্বিয়ামত খুবই নিকটবর্তী’ *(আহযাব ৩৩/৬৩)*।

তিনি আরো বলেন, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا– ‘তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, ক্বিয়ামত কখন হবে? এ বিষয়ে বলার জন্য তুমি কে? এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো তোমার প্রভুর নিকটে। তুমি তো কেবল সতর্ককারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে ক্বিয়ামতকে ভয় করে। যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে ছিল একটি সন্ধ্যা বা একটি সকাল’ *(নাযে‘আত ৭৯/৪২-৪৬)*।

ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ– ‘অতঃপর যখন তাদের উপর ক্বিয়ামতের শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। তার প্রাক্কালে আমরা তাদের জন্য ভূগর্ভ থেকে একটা জীব বের করে আনব। সে তাদের সাথে (পুনরুত্থান বিষয়ে) কথা বলবে। একারণে যে, মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না’ *(নামল ২৭/৮২)*।[৭]

তিনি আরও বলেন, حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ– وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ– ‘অবশেষে যখন ইয়াজূজ ও মাজূজ বন্ধনমুক্ত হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হ’তে ছুটে আসবে এবং অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় আসন্ন হবে, তখন অবিশ্বাসীদের চক্ষুসমূহ উচ্চে স্থির হয়ে যাবে এবং তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা এদিনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম। বরং আমরা যালেম ছিলাম’ *(আম্বিয়া ২১/৯৭-৯৮)*।

পৃথিবীর পরিসমাপ্তি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী :

১. ক্বিয়ামত অতি নিকটবর্তী : এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا– ‘ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। দুনিয়ার প্রতি লোকদের লোভ কেবলই বাড়বে। আর আল্লাহ্র থেকে তাদের দূরত্ব বেড়েই চলবে’।[৮] অত্র হাদীছেও রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

২. মানুষের মৃত্যুই তার জন্য ক্বিয়ামত :

মানুষের মৃত্যুকে তার জন্য ক্বিয়ামত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ، فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: إِنْ يَعِشْ هَذَا لاَ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ–

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘কিছু সংখ্যক রুক্ষ মেজাযের গ্রাম্য লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল ক্বিয়ামত কখন হবে? তখন তিনি তাদের সর্বকনিষ্ঠ লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যদি এ লোক বেঁচে থাকে তবে তার বুড়ো হবার আগেই তোমাদের উপর তোমাদের ক্বিয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু’।[৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ؟ وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلاَمُ فَعَسَى أَنْ لاَ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ–

---

৭. *এটি ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে আবির্ভূত দশটি নিদর্শনের অন্যতম। হুযায়ফা বিন আসীদ আল-গিফারী বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কক্ষ হ’তে বের হ’লেন। এমতাবস্থায় আমরা ক্বিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ দশটি নিদর্শন তোমরা দেখতে না পাবে। (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া (২) ধোঁয়া বের হওয়া (৩) ভূগর্ভ থেকে জন্তু বের হওয়া (৪) ইয়াজূজ-মা‘জূজ-এর আবির্ভাব (৫) মারিয়াম তনয় ঈসার আগমন (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব (৭) পশ্চিমে (৮) পূর্বে ও (৯) আরব উপদ্বীপে তিনটি ভূমিধ্বস এবং (১০) এডেন-এর গর্তসমূহ থেকে আগুণ নির্গত হওয়া। যা মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের ময়দানে জমা করবে’ (মুসলিম হা/২৮৯৯; হাকেম হা/৮৪৭১; আহমাদ হা/৩৬৪৩; মিশকাত হা/৫৪২২)।*

৮. *হাকেম হা/৭৯১৭; ছহীহাহ হা/১৫১০; ছহীহুল জামে‘ হা/১১৪৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৪৮।*

৯. *বুখারী হা/৬৫১১; মুসলিম হা/২৯৫২; মিশকাত হা/৫৫১২।*

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ক্বিয়ামত কখন হবে? তখন তাঁর নিকট মুহাম্মাদ নামক এক আনছারী বালক উপস্থিত ছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ বালক যদি বেঁচে থাকে তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে'।[১০]

অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُنَيْهَةً، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلاَمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَزْدِ شَنُوْءَةَ فَقَالَ : إِنْ عُمِّرَ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. قَالَ قَالَ أَنَسٌ ذَاكَ الْغُلاَمُ مِنْ أَتْرَابِى يَوْمَئِذٍ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, ক্বিয়ামত কবে হবে? এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অতঃপর তিনি সম্মুখস্থ আয্দ-শানুআ গোত্রের এক বালকের প্রতি তাকিয়ে বললেন, এ বালক যদি দীর্ঘ হায়াত পায় তবে তার বার্ধক্যে পদার্পণ করার পূর্বেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আনাস (রাঃ) বলেন, তখন এ বালক আমার সমবয়স্ক ছিল'।[১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ لَمَا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوْكَ سَأَلُوْهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَأْتِى مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাবূক অভিযান থেকে ফিরে এলে লোকেরা তাঁকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'একশ' বছর অতিক্রান্ত হ'লে এখনকার কোন ব্যক্তি জীবিত থাকবে না'।[১২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর এক মাস পূর্বে বলতে শুনেছি, 'তোমরা আমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ, অথচ তার জ্ঞান তো আল্লাহ্রই কাছে। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি যে, পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণবন্ত জীব নেই, যার উপর একশ' বছর পূর্ণ হবে'।[১৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে একরাতে আমাদের সঙ্গে ইশারায় ছালাত আদায় করলেন। তিনি সালাম শেষে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা এই রাত সম্পর্কে লক্ষ্য করেছ? (শোন) এর একশ' বছরের মাথায়, আজ যারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তাদের কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তখন লোকেরা একশ' বছর সংক্রান্ত এই সব হাদীছের বর্ণনায় ভ্রান্তিতে পড়ে গেল। মুলতঃ রাসূল (ছাঃ) 'আজ যারা পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্তমান আছে তাদের কেউ বাকী থাকবে না' দ্বারা এই যুগের পরিসমাপ্তির কথা বুঝাতে চেয়েছেন।[১৪]

সূর্য গ্রহণ হ'লে ক্বিয়ামতের ভয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়াতেন :

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ: هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِى يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ-

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হ'ল, তখন নবী করীম (ছাঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলেন এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করলেন। এরপর তিনি মসজিদে আসলেন এবং দীর্ঘ ক্বিয়াম, রুকূ ও সিজদা সহকারে ছালাত আদায় করলেন। আমি তাঁকে ইতিপূর্বে এতো দীর্ঘ করে ছালাত আদায় করতে খুব কমই দেখেছি। আর তিনি বললেন, এগুলো হ'ল নিদর্শন যা আল্লাহ পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত-বিহ্বল অবস্থায় আল্লাহ্র যিকর, দো'আ এবং ইসতিগফারের দিকে অগ্রসর হবে'।[১৫]

ইউসায়র ইবনু জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إِلاَّ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. 'একবার কূফা নগরীতে লাল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হ'ল। এমন সময় জনৈক লোক কূফায় এসে বলল যে, হে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ! সতর্ক হও, ক্বিয়ামত চলে এসেছে। রাবী বলেন, তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, ক্বিয়ামতে সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ অবণ্টিত থাকবে এবং যতক্ষণ না লোকেরা গনীমতের বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করবে'।[১৬]

উম্মতে মুহাম্মাদীর গড় বয়স : উম্মতে মুহাম্মাদীর গড় বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছর হবে। এরূপ বয়সে কেউ উপনীত হ'লে মৃত্যুর ব্যাপারে তাকে অধিক সতর্ক থাকতে হবে। হাদীছে এসেছে,

১০. *মুসলিম হা/২৯৫৩; আহমাদ হা/১৩৪১০; ছহীহাহ হা/৩৪৯৭।*
১১. *মুসলিম হা/২৯৫৩।*
১২. *মুসলিম হা/২৫৩৯; মিশকাত হা/৫৫১১।*
১৩. *মুসলিম হা/২৫৩৮; মিশকাত হা/৫৫১০।*
১৪. *মুসলিম হা/২৫৩৭; আবুদাঊদ হা/৪৩৪৮; তিরমিযী হা/২২৫১।*
১৫. *বুখারী হা/১০৫৯; মুসলিম হা/৯১২; মিশকাত হা/১৪৮৪।*
১৬. *মুসলিম হা/২৮৯৯; আহমাদ হা/৩৬৪৩।*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْمَارُ أُمَّتِى مَا بَيْنَ سِتِّينَ إِلَى سَبْعِيْنَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذَلِكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের বয়স হ'ল ষাট ও সত্তরের মাঝে। তাদের খুব কম সংখ্যকই এই সীমা অতিক্রম করতে পারবে'।[১৭] কেউ সত্তর বছর বয়স পাওয়ার পরেও নেক আমল করে জান্নাত লাভ করতে না পারলে সে কোন আফসোস করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ বলেন, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ 'আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এখান থেকে আমাদের বের করুন। আমরা সৎকর্ম করব। পূর্বে যা করতাম তা করব না। (তখন আল্লাহ্ বলবেন,) আমরা কি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দেইনি? তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে করতে পারত' *(ফাতির ৩৫/৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً 'আল্লাহ তা'আলা যাকে দীর্ঘায়ু করেছেন, এমনকি যাকে ষাট বছরে পৌঁছিয়েছেন তার ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি'।[১৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عُمِّرَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِيْنَ سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ 'আমার উম্মতের যাকে সত্তর বছর বয়স দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাকে বয়সের ব্যাপারে ওযর পেশ করার সুযোগ দেবেন না'।[১৯]

৩. ছাহাবীগণ ক্বিয়ামতকে খুবই নিকটবর্তী মনে করতেন : যেমন হাদীছে এসেছে- 'আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মাদায়েন থেকে কয়েক মাইল দূরে অবতরণ করলাম। জুম'আর দিন তিনি উপস্থিত হ'লেন এবং আমিও তার সাথে উপস্থিত হ'লাম। হুযায়ফা (রাঃ) খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে' *(ক্বামার ৫৪/১)*। সাবধান! নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্রও বিদীর্ণ হয়েছে। সাবধান! দুনিয়া পৃথক হ'তে ঘোষণা দিয়েছে। সাবধান! আজকে আমল করার দিন এবং আগামীকাল (কিয়ামতের দিন) ফল প্রাপ্তির দিন। আমি আমার পিতাকে বললাম, লোকেরা আগামীকাল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে? তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি বড়ই মূর্খ। এর অর্থ হ'ল- আজকে কর্মের দিন আর আগামীকাল প্রতিদানের দিন। পরের জুম'আ আসলে আমরা উপস্থিত হ'লাম। হুযায়ফা (রাঃ) আবারো খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে' *(ক্বামার ৫৪/১)*। সাবধান! নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্রও বিদীর্ণ হয়েছে। সাবধান! দুনিয়া পৃথক হ'তে ঘোষণা দিয়েছে। সাবধান! আজকে আমল করার দিন এবং আগামীকাল ফল প্রাপ্তির দিন। সাবধান! শেষ পরিণতি হ'ল জাহান্নাম এবং অগ্রাগামী সে যে জান্নাতের প্রতি অগ্রগামী হয়েছে'।[২০]

ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লেই রাসূল (ছাঃ) তা এড়িয়ে যেতেন। কারণ তার সঠিক জ্ঞান তাঁর নিকটে ছিল না। তবে তিনি প্রতিটি মুহূর্তে ক্বিয়ামত হয়ে যায় কি-না এই আশঙ্কায় থাকতেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ وَاقِفاً بِعَرَفَاتٍ فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ حِينَ تَدَلَّتْ مِثْلَ التُّرْسِ لِلْغُرُوبِ فَبَكَى وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ وَقَفْتَ مَعِى مِرَاراً لَمْ تَصْنَعْ هَذَا فَقَالَ ذَكَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِمَكَانِى هَذَا فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلاَّ كَمَا بَقِىَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ-

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা তিনি আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সূর্যের দিকে তাকালেন। তখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার জন্য ঢালের মত রূপ ধারণ করেছিল। এরপর তিনি অঝর নয়নে কাঁদলেন। তার পাশের একজন লোক বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি বহুবার এখানে আমার সাথে অবস্থান করেছেন। কিন্তু কখনো এরূপ করেননি। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের কথা স্মরণ করলাম যখন তিনি এই স্থানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের এই পৃথিবীর বয়স থেকে আর ততটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, যতটুকু আজ তোমাদের এই দিনের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে'।[২১]

তিনি আরও বলেন, بُعِثْتُ فِي نَسَمِ السَّاعَةِ 'আমি ক্বিয়ামতের সূচনায় প্রেরিত হয়েছি'।[২২] অর্থাৎ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হওয়ার পূর্বে যে মৃদু বায়ু প্রবাহিত হয় তার মত ক্বিয়ামতের পূর্বে আমি প্রেরিত হয়েছি।

তিনি আরও বলেন, بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُهَا 'আমি এবং ক্বিয়ামত এই আঙ্গুল ও এই আঙ্গুলের মত প্রেরিত হয়েছি। এটি (তর্জনী আঙ্গুল) এটির (মধ্যমা আঙ্গুলের) উপর অতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।[২৩] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, أَنْ كَادَتْ لَتَسْبِقَنِيْ 'মনে

১৭. *তিরমিযী হা/৩৫৫০; মিশকাত হা/৫২৮০; ছহীহাহ হা/৭৫৭।*
১৮. *বুখারী হা/৬৪১৯; মিশকাত হা/৫২৭২।*
১৯. *হাকেম হা/৩৬০১; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৬০।*
২০. *হাকেম হা/৮৮০০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৫২।*
২১. *হাকেম হা/৩৬৫৬; আহমাদ হা/৬১৭৩, সনদ ছহীহ।*
২২. *মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮২৩১; ছহীহাহ হা/৮০৮; ছহীহুল জামে' হা/২৮৩২।*
২৩. *আহমাদ হা/১৮৭৯২।*

হচ্ছিল আমাকে অতিক্রম করবে'।[২৪] অর্থাৎ আমার সময়েই ক্বিয়ামত হয়ে যাবে। ক্বিয়ামতকে রাসূল (ছাঃ) খুব নিকটে মনে করতেন। জাবের (রাঃ) বলেন, আর যখন তিনি ক্বিয়ামতের উল্লেখ করতেন তাঁর গণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগ লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তার রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলতেন, শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে'।[২৫]

অনেক ছাহাবী ক্বিয়ামত নিকটে মনে করে ইবনু ছাইয়াদকে দাজ্জাল মনে করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللهِ. قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم-

মুহাম্মদ ইবনু মুনকাদির (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলতে শুনেছি যে, ইবনুছ ছায়িদ অবশ্যই (একটা) দাজ্জাল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে কসম খেয়ে এ কথা বলতে শুনেছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) এ কথা অস্বীকার করেননি'।[২৬]

নাফে' (রহঃ) বলেন, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ 'ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, ইবনু ছাইয়াদই যে মাসীহ দাজ্জাল এতে আমার কোন সন্দেহ নেই'।[২৭]

ক্বিয়ামতকে সর্বদা আসন্ন ভেবে আমল করতে হবে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ. قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: قَالُوا طَلَعَ الْكَوْكَبُ ذُو الذَّنَبِ، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ الدُّخَانُ قَدْ طَرَقَ، فَمَا نِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ-

আব্দুল্লাহ বিন আবু মুলায়কা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন সকালে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমি গত রাতে সকাল পর্যন্ত ঘুমাতে পারিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন, লোকেরা বলল যে, লেজ বিশিষ্ট তারকা উদিত হয়েছিল। এতে আমি আশঙ্কা করছিলাম যে ধোঁয়া অবশ্যই আগমন করবে। এজন্য সকাল অবধি ঘুমাতে পারিনি।[২৮] ছাহাবীগণ যদি ক্বিয়ামতের পূর্বে আগত আলামতের ভয়ে ঘুমাতে না পারেন, তবে আমাদের জন্য ক্বিয়ামতকে বহু দূরের বিষয় ভাবা সমীচীন নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে বলেন,

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ-

'তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে। (মনে রেখ) যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন (যেমন ক্বিয়ামত প্রাক্কালে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠা) এসে যাবে, সেদিন তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না, যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা তাদের ঈমান দ্বারা কোন সৎকর্ম করেনি। বলে দাও যে, তোমরা অপেক্ষায় থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম' *(আন'আম ৬/১৫৮)*। অতএব আমাদের সকলেরই উচিত ক্বিয়ামত নিকটবর্তী মনে করে বেশী বেশী নেক আমল করা।

ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ :

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সতর্ক করে বলেন,

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ-

'অতএব অপেক্ষা কর সেদিনের যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়া আচ্ছন্ন হবে আকাশ। যা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, এটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তখন তারা বলবে 'হে আমাদের রব! আমাদের হ'তে আযাব দূর করুন; নিশ্চয়ই আমরা মুমিন হব' *(দুখান ৪৪/১০-১২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيْبًا، 'ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত হ'ল পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় এবং দিন দুপুরে মানুষের মাঝে 'দাববাতুল আরয' নামক প্রাণীর আত্মপ্রকাশ। এই দু'টি আলামতের মধ্যে যেটিই সর্বপ্রথম প্রকাশ পাবে, অপরটিও তার পরপরই প্রকাশ পাবে'।[২৯] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয় সর্বপ্রথম পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে।[৩০] অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا

---

২৪. আহমাদ হা/২২৯৯৭; মু'জামুল কাবীর হা/৩২৬; মাজামা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮২২৭, সনদ ছহীহ।
২৫. নাসাঈ হা/১৫৭৮; আহমাদ হা/১৪৪৭১, ১৪৬৭০; ছহীহাহ হা/২০৭৯।
২৬. বুখারী হা/৭৩৫৫; মিশকাত হা/৫৫০০।
২৭. আবুদাউদ হা/৪৩৩০; মিশকাত হা/৫৫০১, সনদ ছহীহ।
২৮. ইবনু কাছীর, ৭/২৪৯; সনদ ছহীহ, তাফসীরে ত্বাবারী ২২/১৭, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
২৯. মুসলিম হা/২৯৪১; মিশকাত হা/৫৪৬৬।
৩০. আবুদাউদ হা/৪৩১০; ইবনু মাজাহ হা/৪০৬৯, সনদ ছহীহ।

طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ ‘তিনটি আলামত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যারা ঈমান আনেনি বা ঈমান অনুযায়ী নেক কাজ করেনি, এগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের ঈমান কোন উপকারে আসবে না। (১) পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়, (২) দাজ্জাল (এর আবির্ভাব) ও (৩) দাব্বাতুল আরয (ভূ-পৃষ্ঠ হ’তে এক প্রকার প্রাণী বের হওয়া)’।[৩১]

অন্য হাদীছে এসেছে, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوْا أَجْمَعُوْنَ، وَذَلِكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا– ‘ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর লোকজন তা দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনবে। কিন্তু তখন কোন ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না’।[৩২] দাব্বাতুল আরয নামে মাটি হ’তে এক প্রকার প্রাণী বের হবে। মানুষের সাথে কথা বলবে এবং মু’মিন ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য করে দিবে।[৩৩] অতএব সূর্য পশ্চিমে উদিত হ’লে বা দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করলে বা দাব্বাতুল আরযের আবির্ভাব ঘটলেই সকলের আমলে মোহর মেরে দেওয়া হবে। যাদের ঈমান ছিল তারা তাদের ঈমান অনুযায়ী আমল করবে। যারা ফাসিক ছিল তারা পাপাচারের উপর আমল করবে। যারা কাফির ছিল তারা কুফরির উপরেই থাকবে। তখন নতুনভাবে ঈমান আনার বা সৎকর্মশীল হওয়ার সুযোগ থাকবে না। অবশ্য কেউ কেউ বলছেন, এই তিনটি আলামত বের হ’লে আমলের দরজা বন্ধ হবে। আর তিনটি খুব কাছাকাছি সময়েই বের হবে।[৩৪]

তবে হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন ক্বিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) এসে বললেন, তোমরা দশটি আলামত না দেখলে ক্বিয়ামত হবে না। তার মধ্যে প্রথমেই তিনি ধোঁয়ার কথা উল্লেখ করেন।[৩৫] অন্য হাদীছে ধোঁয়ার আলোচনা পরে করা হয়েছে। অবশ্য আকাশে ধোঁয়া দেখার বিষয়টি দু’বার পরিলক্ষিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। যার একবার ছাহাবীগণের আমলে ঘটেছে। আরেকবার ক্বিয়ামতের পূর্বে ঘটবে।

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ : اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ. فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ، وَيَنْظُرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ) إِلَى قَوْلِهِ (عَائِدُونَ * يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى) فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ–

মাসরূক হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে বসাছিলাম। এক সময় তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন লোকদেরকে ইসলাম বিমুখ দেখলেন, তখন দো‘আ করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ (আঃ)-এর যামানার সাত বছরের (দুর্ভিক্ষের) ন্যায় তাঁদের উপর সাতটি বছর দুর্ভিক্ষ দিন। ফলে তাঁদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ আপতিত হ’ল যে, তা সব কিছুই ধ্বংস করে দিল। এমনকি মানুষ তখন চামড়া, মৃতদেহ এবং পচা ও গলিত জানোয়ারও খেতে লাগল। ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থা এত চরম আকার ধারণ করল যে, কেউ যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন সে ধোঁয়া দেখতে পেত। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তো আল্লাহ্র আদেশ মেনে চলা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার আদেশ দান কর। কিন্তু তোমার কওমের লোকেরা তো মরে যাচ্ছে। তুমি তাঁদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো‘আ কর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘তুমি সে দিনটির অপেক্ষায় থাক যখন আকাশ সুস্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে সেদিন আমি প্রবলভাবে তোমাদের পাকড়াও করব’ *(দুখান ৪৪/১০-১৬)*। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, সে কঠিন আঘাতের দিন ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। ধোঁয়াও দেখা গেছে, আঘাতও এসেছে। আর মক্কার মুশরিকদের নিহত ও গ্রেফতারের যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে সূরা রূম-এর এ আয়াতও (রূমবাসী দশ বছরের মধ্যে পারসিকদের উপর আবার বিজয় লাভ করবে)।[৩৬] ক্বিয়ামতের পূর্বের ধোঁয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই তোমরা নেক আমলে দ্রুততা কর, তা হ’ল- (১) পশ্চিমদিক হ’তে সূর্যোদয় হওয়া, (২) ধোঁয়া উত্থিত হওয়া, (৩) দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া, (৪) দাব্বাহ (অদ্ভুত জন্তুর) আত্মপ্রকাশ), (৫) খাছ বিষয় [কোন ব্যক্তির মৃত্যু] ও (৬) আম বিষয় সার্বজনীন বিপদ বা ক্বিয়ামত’।[৩৭]

তাবেঈ মুজাহিদ বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলতেন, هُمَا دُخَانَانِ قَدْ أُمْضِيَ أَحَدُهُمَا وَالَّذِي بَقِيَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ

---

৩১. মুসলিম হা/১৫৮; মিশকাত হা/৫৪৬৭।
৩২. বুখারী হা/৪৬৩৬; মিশকাত হা/৫৪১০।
৩৩. নববী, অত্র হাদীছের শরাহ দ্রষ্টব্য।
৩৪. ফাৎহুলবারী ১১/৩৫৩; নববী, শারহু মুসলিম ২/১৯৫; ফায়যুল কাদীর ৩/২৯৮; ইবনু রজব, জামে‘উল উলূম ওয়াল হিকাম ২/৩৮৮।
৩৫. মুসলিম হা/২৯০১; মিশকাত হা/৫৪৬৪।
৩৬. বুখারী হা/১০০৭; মুসলিম হা/২৭৯৮।
৩৭. মুসলিম হা/২৯৪৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৫৬; মিশকাত হা/৫৪৬৫।

وَالْأَرْضِ 'দু'টি ধোঁয়ার একটি অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর যেটি অবশিষ্ট আছে তা আকাশ ও যমীনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে'।[৩৮]

অতএব হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আমরা ক্বিয়ামতের আগমনকে আসন্ন মনে করতে পারি, যেমনটি ছাহাবীগণ মনে করতেন। কিন্তু এজন্য সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলার অবকাশ নেই।

ক্বিয়ামতের নির্ধারিত সময় গোপন রাখার রহস্য :

আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের সঠিক সময় কাউকে অবগত করেননি। উদ্দেশ্য হ'ল মানুষ যাতে সদা সতর্ক থাকে, পরকালের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং সর্বদা সৎকাজে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত' *(লোক্বমান ৩১/৩৪)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ 'আল্লাহর নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি। আল্লাহ ব্যতীত যা কেউ জানে না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।[৩৯]

রাসূল (ছাঃ)-কে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে সময়সীমার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে আমলের কথা জিজ্ঞেস করতেন। যেমন আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ قَالَ : وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ؟ قَالَ حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ-

'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, ক্বিয়ামত কখন হবে? উত্তরে তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে বলল, কোন কিছুই প্রস্তুত করিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি যাকে ভালবাস ক্বিয়ামতের দিন তুমি তাঁর সাথেই থাকবে। আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা একথা শুনে যতটা খুশী হ'লাম ইসলাম গ্রহণের পর তত খুশী আর কখনও হইনি। আনাস (রাঃ) আরো বলেন, আমি আল্লাহকে ভালবাসি, নবীকে ভালবাসি, আবু বকরকে ভালবাসি এবং ওমরকে ভালবাসি। আশা করি তাঁদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাঁদের সাথেই থাকব। যদিও আমি তাঁদের ন্যায় আমল করতে পারি না'।[৪০]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, একজন লোক এসে জিজ্ঞেস করল, مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ- 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামত কখন হবে? তিন বলেন, তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? এতে লোকটি যেন কিছুটা লজ্জিত হ'ল। তারপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ছাওম, ছালাত, ছাদাক্বাহ খুব একটা তার জন্য করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস (ক্বিয়ামতে) তার সঙ্গেই থাকবে'।[৪১] আবার কখনো ক্বিয়ামত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি সময়সীমা এড়িয়ে ক্বিয়ামতের আলামত বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ 'যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন ক্বিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে। সে বলল, কিভাবে আমানত নষ্ট করা হবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তিকে কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তুমি ক্বিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে'।[৪২]

হাদীছে জিবরীলে বর্ণিত হয়েছে, জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، 'ক্বিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না'।[৪৩]

মোটকথা হাদীছ থেকে আমরা যা অবগত হ'লাম তা এই যে, ক্বিয়ামত কখন হবে তা নিয়ে গবেষণা করা অনর্থক। ক্বিয়ামতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সর্বদা আনুগত্যের কাজে লিপ্ত থাকাই প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির একান্ত করণীয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমলে ছালেহ করার মাধ্যমে দুনিয়াবী সফলতা ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করার তাওফীক দান করুন!-আমীন!!

৩৮. কুরতুবী, কিতাবুত-তাযকিরাহ ১/৭৩৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/৩৪৫।
৩৯. বুখারী হা/৪৬২৭।
৪০. বুখারী হা/৬১৬৭; মুসলিম হা/২৬৩৯; মিশকাত হা/৫০০৯।
৪১. বুখারী হা/৭১৫৩; মুসলিম হা/২৬৩৯।
৪২. বুখারী হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৪৩৯।
৪৩. বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/১০; মিশকাত হা/০২।

ঈদের ছয় তাকবীরের পক্ষে উপস্থাপিত দলীল সমূহ পর্যালোচনা

*আহমাদুল্লাহ**

ভূমিকা : ঈদের তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়ে থাকে। অনেকেই বিষয়টিতে চরম বাড়াবাড়ি করেন। 'বারো তাকবীর প্রদানের কোন ছহীহ হাদীছ নেই' বলে মিথ্যাচার করেন। এমনকি বারো তাকবীরের হাদীছের উপর আমল করার কারণে মসজিদ হ'তে বের করে দেওয়া, অপমান-অপদস্ত করা এবং মারধর করাও তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে ঈদের তাকবীর সমূহের পক্ষে উপস্থাপিত দলীল সমূহ পর্যালোচনা করা হ'ল।-

বারো তাকবীর সম্পর্কে কতিপয় ছহীহ হাদীছ :

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহাতে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন (রুকূর তাকবীর ব্যতীত)'।[১]

(২) আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، 'ঈদুল ফিৎরের প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর রয়েছে'।[২]

(৩) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ : فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، 'ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাচ তাকবীর রয়েছে'।[৩]

(৪) আম্মার বর্ণনা করেছেন যে, كَبَّرَ فِي الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا ثُمَّ قَرَأَ، وَكَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঈদের ছালাতের প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিতেন অতঃপর ক্বিরাআত পাঠ করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[৪] এছাড়াও বারো তাকবীরের পক্ষে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে।[৫]

ছয় তাকবীরের পক্ষে পেশকৃত হাদীছগুলির পর্যালোচনা

মারফূ' হাদীছসমূহ :

দলীল-১ :

নবী করীম (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে নিয়ে ঈদের ছালাত পড়লেন এবং তিনি চারটি করে তাকবীর দিলেন। ছালাত সমাপ্ত করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন যে, তোমরা ভুলে যাবে না যে, জানাযার তাকবীরের মত। এই বলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে বাকী চার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন।[৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ওয়াযীন বিন আত্বা (রহঃ) দুর্বল হিফযের অধিকারী। ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, 'ওয়াযীন বিন আত্বা... বাজে হিফযের অধিকারী।[৭] ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেছেন, 'তিনি হাদীছে যঈফ ছিলেন'।[৮]

অপর রাবী ওয়াযীন-এর উস্তাদ আবূ আব্দুর রহমান ক্বাসেম বিন আব্দুর রহমান আশ-শামী সম্পর্কে ইবনুত তুরকুমানী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, 'ক্বাসেম সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, তিনি আলী বিন যায়দ হ'তে আশ্চর্যজনক হাদীছ বর্ণনা করতেন'।[৯] হাফেয আলাঈ (রহঃ) বলেছেন, ক্বাসেম বিন আব্দুর রহমান বিতর্কিত রাবী।[১০]

সুতরাং উভয়ই বিতর্কিত, যঈফ রাবী। পক্ষান্তরে এ হাদীছে চার চার তাকবীরের কথা রয়েছে। অথচ হানাফীরা তিন তিন তাকবীর প্রদান করেন। সুতরাং এই হাদীছটি ছয় তাকবীরের পক্ষে দলীল হ'তে পারে না।

দলীল-২ :

মাকহূল বলেছেন, আমাকে আবূ হুরায়রার সাথী আবূ আয়েশা বলেছেন, হযরত সাঈদ বিন আছ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী এবং হুযায়ফাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল আযহার ছালাতে কত তাকবীর বলতেন? আবূ মূসা আশ'আরী বলেছেন, চার চার তাকবীর বলতেন। যেভাবে জানাযার ছালাতে বলতেন। হুযায়ফা বললেন, ঠিক বলেছে। আবূ মূসা বললেন, যখন আমি বছরার হাকিম ছিলাম তখন এভাবে তাকবীর বলা হ'ত। আবূ আয়েশা বলেন যে, আমি সাঈদ বিন আছ-এর কাছে (প্রশ্ন করার সময়ে স্বয়ং) হাযির ছিলাম।[১১]

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. *ইবনু মাজাহ হা/১২৭৭-৭৯; তিরমিযী হা/৫৩৬; মিশকাত হা/১৪৪১। হাদীছ ছহীহ।*

২. *আবূদাঊদ হা/১১৫১; আহমাদ হা/৬৬৮৮, শু'আইব আরনাঊত্ব হাসান বলেছেন, মুসনাদে আহমাদ ১১/২৮৩; তিরমিযী হা/৫৩৬।*

৩. *শারহু মা'আনিল আছার হা/৭২৬৮; তারীখে বাগদাদ হা/৩৪৯৩। ছহীহ।*

৪. *ত্বাবারানী হা/১০৭০৮; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭০১, ৫৭২৪; শারহু মা'আনিল আছার হা/৭২৮১, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৬১৮১।*

৫. *বায়হাক্বী হা/৬১৭৭; কাশফুল আসতার হা/৬৫৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৪৮৯৫; সুনানে দারাকুত্বনী হা/১৭২৭; ইমাম মুহাম্মাদ, মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ হা/২৩৭; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৬১৭৯; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭২১; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৬১৮০; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭১৮; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭২০।*

৬. *শারহু মা'আনিল আছার হা/৭২৭৩; মাওলানা আব্দুল মতীন, দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬০, ৩৬১; মুফতী গোলামুর রহমান, সলাতুন নবী পৃঃ ৩৩৫।*

৭. *তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭৪০৮।*

৮. *আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, রাবী নং ৩৯০৬।*

৯. *আল-জাওহারুন নাক্বী ৬/১৪।*

১০. *জামে'উত তাহছীল, রাবী নং ৬২৫।*

১১. *আবূদাঊদ হা/১১৫৩; দলিলসহ নামায পৃঃ ৩৬১, ৩৬২; সলাতুন নবী হা/২৯১, পৃঃ ৩৩৪।*

জবাব : হাদীছটির সনদ যঈফ। কারণ এর রাবী আবূ আয়েশাহ হ'লেন অজ্ঞাত। তাকে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী[১২] শায়খ আলবানী[১৩] এবং শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ যঈফ বলেছেন।[১৪]

এর আরেকজন রাবী আব্দুর রহমান বিন ছাওবান বিন ছাবেত সম্পর্কে ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'আব্দুর রহমান বিন ছাবেত বিন ছাওবান.....সত্যবাদী, ভুল করতেন। তাকে কাদারিয়া হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। আর তার শেষ বয়সে স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল'।[১৫]

আল্লামা আব্দুল হাঈ লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) বলেছেন, 'এতে আব্দুর রহমান বিন ছাওবান নামক রাবী রয়েছেন। তিনি বিতর্কিত রাবী'।[১৬] এ হাদীছেও মোট আট বার তাকবীরের কথা রয়েছে। এটিও প্রচলিত ছয় তাকবীরের পক্ষে দলীল হ'তে পারে না।

মাওকূফ হাদীছসমূহ :

দলীল-১ :

ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বসা ছিলেন। হুযায়ফা (রাঃ) ও আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তাদের দু'জনকে সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ) ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল আযহার তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করুন। আর উনি বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করুন। অবশেষে হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করুন। এই বলে তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে দেখিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) তখন তাকে বললেন, চার তাকবীর দিবে। এরপর ক্বিরাআত পাঠ করবে। আবার তাকবীর বলে রুকূ করবে, এরপর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবে এবং ক্বিরাআত পাঠ করবে। ক্বিরাআতের পর চার তাকবীর প্রদান করবে।[১৭]

তাহক্বীক্ব : আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ (রহঃ) তাদলীস করেছেন।[১৮] সুতরাং বর্ণনাটি যঈফ। এছাড়াও এ হাদীছে আট তাকবীরের কথা বলা হয়েছে।

দলীল-২ :

'জানাযার ছালাতের মত দু'ঈদে চার তাকবীর হবে'।[১৯]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) এখানে তাদলীস করেছেন।[২০]

দলীল-৩ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) আমাদেরকে দু'ঈদের তাকবীর শেখাতেন, মোট নয় তাকবীর। প্রথম রাক'আতে পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চার তাকবীর। উভয় রাক'আতের ক্বিরাআত একাধারে পড়তে হবে।[২১]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, 'তিনি শক্তিশালী রাবী নন। তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল'।[২২] ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, 'হুশাইম এই হাদীছটি মুজালিদ হ'তে শ্রবণ করেননি'।[২৩] (৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) তাকে যঈফ রাবীদের মাঝে উল্লেখ করেছেন।[২৪] ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তাকে যঈফ বলেছেন।[২৫] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তার সমালোচনা করেছেন।[২৬] (৪) ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেছেন, মুজালিদ বিন সাঈদ কূফী (হাদীছ বর্ণনায়) শক্তিশালী ছিলেন না।[২৭] (৫) ইবনুল জাওযী (রহঃ)[২৮] প্রমাণ করেছেন যে, তিনি যঈফ রাবী। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার সমালোচিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[২৯] ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) 'মুজালিদের দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না' বলেছেন।[৩০]

দলীল-৪ :

عَنْ كُرْدُوْسِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْعِيْدِ، أَرْسَلَ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَأَبِيْ مَسْعُوْدٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَالْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ الْعِيْدَ غَدًا فَكَيْفَ التَّكْبِيْرُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، لَيْسَ مِنْ طِوَالِهَا وَلَا مِنْ قِصَارِهَا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَقْرَأُ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، كَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ

কুরদূস ইবনে আব্বাস হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন ঈদের রাত্রি আগমন করল, তখন ওয়ালীদ ইবনে উক্ববাহ ঈদের রাতে ইবনে মাসঊদ (রাঃ), আবূ মাসঊদ (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ) এবং আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, আগামীকাল তো ঈদ। তাকবীর কিভাবে দিতে হবে? হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বললেন,

---

১২. *মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৫৭।*
১৩. *মিশকাত হা/১৪৪৩।*
১৪. *আনওয়ারুছ ছহীফাহ, যঈফ আবূদাঊদ হা/১১৫৩, পৃঃ ৫১।*
১৫. *তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৮২০।*
১৬. *আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ১/৬১৬।*
১৭. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৩৬৮৭; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬২, ৩৬৩।*
১৮. *ইবনে হাজার, ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৯১।*
১৯. *ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৯৫২২; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬৩।*
২০. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৫১।*
২১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৬৯৭; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬৪।*
২২. *তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৬৪৭৮।*
২৩. *আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল, আব্দুল্লাহর বর্ণনা, ক্রমিক-২১৭২।*
২৪. *আয-যু'আফাউছ ছগীর, জীবনী নং ৩৮৪।*
২৫. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ৫৫২*
২৬. *আল-মাজরূহীন, জীবনী নং ১০৩৯।*
২৭. *আয-যু'আফউল মাতরূকীন, জীবনী নং ৫৩১; সুনানে দারাকুৎনী হা/৪৩৫০।*
২৮. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ২৮৫১।*
২৯. *তিরমিযী হা/১১৭২, হা/৬৪৮, ১১১৯ ইত্যাদি।*
৩০. *ঐ, হা/১৬৪৫০।*

(মুছাল্লী) ছালাতে দাঁড়িয়ে চার তাকবীর দিবে। পরে সূরা ফাতেহা এবং মুফাছছাল সূরা হ'তে এমন একটি সূরা পাঠ করবে যা বড়ও নয়, ছোটও নয়। এরপর রুকূ করবে। পরে (রাক'আত শেষ করে) পুনরায় দাঁড়াবে এবং ক্বিরাআত পাঠ করবে। ক্বিরাআত পাঠ শেষ হ'লে চারটি তাকবীর দিবে। এবং চতুর্থ তাকবীর বলে রুকূতে যাবে।[৩১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ যঈফ। আশ'আছ বিন সাওয়ার (রহঃ) যঈফ রাবী। তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণ সমালোচনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ (রহঃ)[৩২], শায়েখ আলবানী (রহঃ)[৩৩] ইমাম ইবনুল ক্বায়সারানী (রহঃ)[৩৪], শায়খ হুসাইন সালীম আসাদ[৩৫], ইমাম ইবনে রজব (রহঃ)[৩৬], আল্লামা শাওকানী (রহঃ)[৩৭], আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)[৩৮], ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ)[৩৯], ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ)[৪০], ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)[৪১], ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ)[৪২], ইমাম ইজলী (রহঃ), ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ)[৪৩], স্ব স্ব গ্রন্থে তাকে যঈফ, সমালোচিত ইত্যাদি বলেছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, فِيهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْأَكْثَرُونَ وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُم 'এর সনদে আশ'আছ বিন সাওয়ার রয়েছেন। তাকে অধিকাংশ বিদ্বানগণ যঈফ বলেছেন এবং কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন'।[৪৪]

তাঁর উস্তাদ কুরদূস সম্পর্কে শায়খ আলবানী 'মাজহূলুল হাল' (অবস্থা অজ্ঞাত) বলেছেন।[৪৫]

দলীল-৫ :

عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا : أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ

আলক্বামা ও আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ হ'তে বর্ণিত যে, ইবনে মাসঊদ (রাঃ) দু'ঈদে নয়টি তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর বলতেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে যেতেন। দ্বিতীয় রাক'আতে আগে ক্বিরাআত পড়তেন। ক্বিরাআত শেষ হ'লে চার তাকবীর বলে রুকূ করতেন।[৪৬]

তাহক্বীক্ব : অত্র সনদের মধ্যে সুফিয়ান ছাওরী এবং আবূ ইসহাক্ব তাদলীস করেছেন।[৪৭]

মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব-এর অনুরূপ অন্য একটি বর্ণনার[৪৮] সনদে আব্দুল মালেক বিন উমাইর ও কুরদূস রয়েছেন। কুরদূস সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। আব্দুল মালেককে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)[৪৯] ও আলবানী (রহঃ)[৫০] মুদাল্লিস রাবী বলেছেন। এছাড়া তার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটেছিল।[৫১]

সুতরাং এটাও যঈফ হাদীছ।

দলীল-৬ :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا : تِسْعُ تَكْبِيْرَاتٍ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ -

জাবের বিন আব্দুল্লাহ ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব উভয়ই বলেছেন, 'তাকবীর হবে মোট নয়টি। আর উভয় রাক'আতের ক্বিরাআত হবে লাগাতার'।[৫২]

তাহক্বীক্ব : এখানে দু'জন মুদাল্লিস রাবী আছেন। একজন ক্বাতাদা।[৫৩] অপরজন হ'লেন সাঈদ বিন আবী আরূবাহ। ইমামগণ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, সাঈদ বিন আবী আরূবাহ আনাস (রাঃ)-কে দেখেছেন। তিনি ক্বাতাদা থেকে অধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নাসাঈ ও অন্যরা তাকে তাদলীসের সাথে উল্লেখ করেছেন।[৫৪] সুতরাং এটাও যঈফ হাদীছ।

দলীল-৭ :

ইসমাঈল বিন আবিল ওয়ালিদ খালেদ আল-হাযযা হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন হারেছ হ'তে, তিনি বলেছেন, 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) বছরাতে ঈদের ছালাতে নয়টি তাকবীর দিয়েছিলেন। আর তিনি উভয় রাক'আতে লাগাতার ক্বিরাআত পড়েছিলেন। ঐ ছালাতে আমি তার সাথে ছিলাম। মুগীরা বিন শু'বাও অনুরূপ করেছিলেন। সে ছালাতেও আমি উপস্থিত ছিলাম। ইসমাঈল বলেন, আমি খালেদকে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিরূপ করেছিলেন? তখন তিনি আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন'।[৫৫]

---

৩১. ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৬০৫; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬৫, ৩৬৬।
৩২. হা/৪৯৭৬
৩৩. ইরওয়া হা/১০১৬, ১৭৩০, ২২৭৪; ছহীহাহ হা/৩২৯৭।
৩৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফায হা/৯২৬; যাখীরাতুল হুফ্ফায হা/১৩৩১, ২৩৪৩।
৩৫. সুনানে দারেমী হা/৫৮, ২৭৯, ২৮৮, ৩৩৯, ২৯৮৩; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৫৬৩।
৩৬. ফাৎহুল বারী ৪/২৬৩।
৩৭. নায়লুল আওত্বার ৪/১৮০, ৪/৩৮০।
৩৮. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৫৭৮।
৩৯. জামে'উল আহাদীছ হা/৬৩৭৯।
৪০. আল-মুহাল্লা ৮/৩৮৪।
৪১. বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ ৩/২২২।
৪২. তারীখে ইবনে মাঈন, দূরীর বর্ণনা, জীবনী নং ৩২৩০।
৪৩. আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ১১৩।
৪৪. আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব।
৪৫. ইরওয়া হা/২৬৮৯।
৪৬. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৫৬৮৬; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬৬, ৩৬৭।
৪৭. ইবনে হাজার, ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৫১, ৯১।
৪৮. হা/৯৫১৩।
৪৯. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৮৪; আত-তাক্বরীব, জীবনী নং ৪২০০; আল-ফাৎহুল মুবীন পৃঃ ১৩০।
৫০. ইরওয়া হা/৯৪৬।
৫১. ইরওয়া হা/৯৪৬।
৫২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭০৭; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬৭।
৫৩. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৯২।
৫৪. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৫০।
৫৫. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৫৬৮৯; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬৭, ৩৬৮।

তাহক্বীক্ব : মুহতারাম আব্দুল মতীন দেওবন্দী ছাহেব স্বয়ং লিখেছেন, 'অবশ্য হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আমলরূপে ১২ তাকবীরের বর্ণনাও সহীহ সনদে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে'।[৫৬] এ হাদীছেও ছয় তাকবীরের কথা নেই।

এক্ষণে একই ছাহাবী হ'তে দু'ধরনের আমল পাওয়া গেলে কোনটা গ্রহণ করতে হবে? ইবনে আব্বাসের উভয় আমলের সাথে নবীর আমলের মিল আছে ১২ তাকবীরের ক্ষেত্রে। সুতরাং ১২ তাকবীরের আমলটিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

দলীল-৮ :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا،

মুহাম্মাদ বিন সীরীন হ'তে বর্ণিত। তিনি আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঈদে নয়টি তাকবীর দিতেন।[৫৭]

তাহক্বীক্ব : এখানেও ছয় তাকবীরের কথা নেই। এটা দিয়ে ছয় তাকবীরের প্রমাণ হয় না। এখানেও আশ'আছ নামক যঈফ রাবী রয়েছেন।

দলীল-৯ :

ইউসুফ বিন মাহাক (يُوسُف بْن مَاهَك) আমার নিকটে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) প্রত্যেক রাক'আতে চার তাকবীরই বলতেন, এর বেশী বলতেন না। এভাবে উভয়ই রাক'আতে তিনি তাকবীর বলতেন। আমরা তার থেকে এটা শুনেছি।[৫৮]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। ইবনে জুরাইজ (রহঃ) তাদলীস করেছেন।[৫৯]

দলীল-১০ :

ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এই মর্মে ছাহাবীদের নিকটে লিখে পাঠান যে, আপনারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী। আপনাদের দ্বিমত পরবর্তীদের উপর প্রভাব ফেলবে। আর আপনাদের ঐকমত্যের ফলে অন্যরাও একমত থাকবে। সুতরাং ভেবে চিন্তে আপনারা একটি বিষয়ে একমত হৌন। এ কথায় তিনি যেন তাদের জাগিয়ে তুললেন। তারা বললেন, হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন, হে আমীরুল মুমিনীন! তবে এ বিষয়ে আপনি আপনার মতামত বলুন। তিনি বললেন, আপনারাই বরং আমাকে পরামর্শ দিন। কারণ, আমি তো আপনাদের মতই একজন মানুষ। পরে তারা মতবিনিময় করে এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছলেন যে, যেভাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চার তাকবীর হয়ে থাকে, তেমনি জানাযার ছালাতেও চার তাকবীর হবে।[৬০]

তাহক্বীক্ব : প্রথমত : এখানে হাম্মাদ নামক একজন মুদাল্লিস রাবী আছেন।[৬১] দ্বিতীয়ত : ইবরাহীম নাখঈর সাথে কোন ছাহাবীর সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়নি। সমকালীন হওয়া আর সাক্ষাৎ হওয়া এক নয়।

মাক্বতূ বর্ণনাসমূহ :

দলীল-১ :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوْقٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيدِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ

ইবরাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণিত যে, তিনি আসওয়াদ ও মাসরূক সম্পর্কে বলেছেন, উভয়ই ঈদের ছালাতে মোট নয়টি তাকবীর বলতেন।[৬২]

তাহক্বীক্ব : ইবরাহীম নাখা'ঈ তাদলীস করেছেন।[৬৩] আর নয় তাকবীরের বর্ণনা দ্বারা ছয় তাকবীরের পক্ষে দলীল পেশ করা মারাত্মক ভুল।

দলীল-২ :

عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ،

হাসান (বছরী) ও মুহাম্মাদ (বিন সীরীন) উভয় হ'তে বর্ণিত যে, 'তারা দু'জনই নয় তাকবীর বলতেন'।[৬৪]

তাহক্বীক্ব : অত্র সনদের রাবী হিশাম বিন হাস্সান (রহঃ)-কে ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।[৬৫]

দলীল-৩ :

শা'বী ও মুসাইয়িব বলেন, উভয় ঈদের ছালাতে তাকবীর হবে নয়টি। প্রথম রাক'আতে ৫টি ও ২য় রাক'আতে চারটি। উভয় রাক'আতের মাঝে (অতিরিক্ত) তাকবীর হবে না।[৬৬]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। আবূ কুদাইনার নামটি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আবূ কুদাইনা কোথাও আবূ কুরাইনা আবার কোথাও আবূ কুরাইবাহ বা আবূ লুদাইনা রয়েছে। এই রাবীর পরিচয় ও নাম অজ্ঞাত রয়েছে।

দলীল-৪ :

عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، قَالَ : التَّكْبِيْرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعٌ تِسْعٌ -

আবূ ক্বিলাবা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'দু'ঈদে তাকবীর হবে নয়টি'।[৬৭]

---

৫৬. দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৭৫।
৫৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭১১; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬৮।
৫৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৫৬৭৬; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬৮।
৫৯. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৮৩।
৬০. ত্বাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার হা/২৮৪৬; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৬৯।
৬১. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৪৫।
৬২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৭১০; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ পৃঃ ৩৭০।
৬৩. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৩৫।
৬৪. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭১৬; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৭১।
৬৫. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ১১০; বিস্তারিত জানতে দেখুন : আল-ফাতহুল মুবীন পৃঃ ১২৯।
৬৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭২৫; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৭১।
৬৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭১৩; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৭১।

তাহক্বীক্ব : (১) এটা তাবেঈর বক্তব্য। যা স্বতন্ত্রভাবে কোন দলীল নয়। (২) তাছাড়াও এর দ্বারা ছয় তাকবীর প্রমাণিত হয় না।

দলীল-৫ :

জা'ফর ছাদেক্বের বাবা ইমাম বাকের উভয় ঈদের তাকবীর সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর মত অনুসারে ফৎওয়া প্রদান করতেন।[৬৮]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। আব্দুল মতীন ছাহেব 'সনদ দুর্বল' লিখেছেন।[৬৯] শারীক আল-ক্বাযী তাদলীস করেছেন।[৭০] এর সনদে জাবের জু'ফী রয়েছেন যিনি দুর্বল ও ব্যাপক সমালোচিত রাবী। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) তাকে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী বলেছেন।[৭১]

দলীল-৬ :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ، كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي الْعِيْدِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ -

ইবরাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণিত যে, 'আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের সাথীগণ ঈদের মধ্যে নয়টি তাকবীর প্রদান করতেন'।[৭২]

তাহক্বীক্ব : আ'মাশ (রহঃ) এখানে তাদলীস করেছেন। তিনি মুদাল্লিস রাবী।[৭৩] আর নয় তাকবীরের হাদীছ ছয় তাকবীরের পক্ষে দলীল হওয়ার কোন যুক্তি নেই।

উপসংহার : পরিশেষে এ কথা প্রমাণিত যে, ছহীহ হাদীছ মতে ঈদায়নের তাকবীর সংখ্যা বারো। ছয় তাকবীর শব্দে কোন হাদীছ নেই। নয় বা অন্যান্য সংখ্যার যে হাদীছগুলোকে মাযহাবী ভাইয়েরা দলীল হিসাবে পেশ করেছেন তা নিতান্তই যঈফ বা জাল। আল্লাহ আমাদেরকে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী বারো তাকবীরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন।- আমীন!!

---

৬৮. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭১৪; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৭১।*
৬৯. *দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৩৭১।*
৭০. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন ক্রমিক ৫৬।*
৭১. *তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর পৃঃ ৭৩৯।*
৭২. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৭১২।*
৭৩. *ইবনে হাজার, ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৫৫।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

প্রচলন : ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে চালু হয়। এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এটি আদায় করেছেন এবং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (ক) তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন। (খ) তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন। পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং চলার পথে অধিকহারে সরবে তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। (গ) মুক্বীম-মুসাফির সবাই ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। (ঘ) এ দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাকবীর দিতে দিতে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব। (ঙ) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত পড়বে। (চ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে'।

ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃ.)*। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

তাকবীর ধ্বনি : আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে দুই বা তিনবার করে এবং ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। এটি হ'ল 'ঈদের নিদর্শন' (شعار العيد)। এ সময় আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন' *(দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ২৬-২৮ পৃ.)*।

ঈদায়নের ছালাত ও অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১] ১ম রাক'আতে 'আঊযুবিল্লাহ'-'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে স্রেফ 'বিসমিল্লাহ' বলবে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[২] চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩] তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৪]

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' *(আবুদাঊদ হা/১১৫৩)* বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই। অনুরূপভাবে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ *(বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩)*-তে বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরে ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয় *(ছহীহাহ হা/২৯৯৭)*, তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'। অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ততঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত *(দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ২১১-১২ পৃ.)*।

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৫] এটি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন সমূহের

---

১. *আবুদাঊদ হা/১১৪৯; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪; বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই 'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর' অধ্যায়, ৫ম সংস্করণ ২০০৯, ৩৩-৪২ পৃ.।*

২. *মির'আত ৫/৫৪ পৃঃ; আল-মুগনী, মাসআলা ১৪১৫, ২/২৮৩ পৃ.; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*

৩. *মির'আত ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*

৪. *মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩ পৃ.।*

৫. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০২-১১৩ আয়াত।*

অন্যতম। হজ্জ ও ওমরাহ্র তালবিয়াহ পাঠ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয় *(বুখারী হা/১)*। ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। না জানলে যেকোন সূরা পড়বে। জামা'আতে পড়লে ইমাম সরবে এবং মুক্তাদীগণ নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। একাকী পড়লে দু'টিই পড়বেন'।

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি করবে। এ সময় কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করা ঠিক নয়। ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরে ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল' *(মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩২ পৃ.)*।

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[৬] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' 'ঈদে মি'রাজুন্নবী' প্রভৃতি নামে নানাবিধ ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবার মাঝেও ইমামের তাকবীরের সাথে মুছল্লীগণ তাকবীর বলবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল তাকবীর বলবেন ও খুৎবা শ্রবণ করবেন।[৭] ছাহেবে মির'আত বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবার বক্তব্য সমূহ এবং ওয়ায-নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি' *(মির'আত ৫/৩১)*।

বিবিধ : (১) ঈদায়নের ছালাত ময়দানে হওয়াটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। (৪) জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি। অবশ্য দু'টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে।

(৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ হঠকারিতা মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৯৭০)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই দিনে রামাযান পায় না এবং একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০৫-০৬ পৃ.)*। (৭) কুরবানী ও আক্বীক্বা একই দিনে হ'লে এবং দু'টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[৮] (৮) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[৯] আর আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ খানা-পিনার দিন।[১০]

(৯) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন *'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা'* (আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[১১] অতএব পরস্পরে 'ঈদ মুবারক' বললেও উক্ত দো'আটি পাঠ করা সুন্নাত। এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ ও মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

৬. *আবুদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯।*
৭. *বুখারী হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
৮. *তিরমিযী হা/১৫২২; আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩।*
৯. *বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/২০৪৮।*
১০. *মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।*
১১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২।*
১২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।*

কেমন আছে মিয়ানমারের অন্য মুসলমানরা?

-আলতাফ পারভেয

মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে এমন এলাকা বিরল নয় যেখানে গির্জা, মন্দির ও প্যাগোডার পাশাপাশি মসজিদও শহরটির বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই শহরেরই পাশে এমন গ্রাম আছে, যেখানে সাইনবোর্ড লাগিয়ে 'মুসলমানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে'। বার্মা হিউম্যান রাইটস নেটওয়ার্ক (বিএইচআরএন) গত বছরের ৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ রকম ২১টি গ্রামের বিবরণ দিয়েছে। এসব গ্রামের বাসিন্দারা বলছে, তারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। এটা দেশটিতে পদ্ধতিগতভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রাতিষ্ঠানিকতার ইঙ্গিত দেয়। অথচ 'বার্মা ইউনিয়নের' প্রতিষ্ঠাতা আং সাংয়ের প্রধান কয়েকজন রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন মুসলমান এবং দেশটির সব শহর-উপশহরেই অল্প-বিস্তর মুসলমান কয়েক শতাব্দী ধরে বাস করে আসছে।

বহির্বিশ্ব এখন মিয়ানমারের মুসলমান বিদ্বেষের কথা চূড়ান্ত ভাবেই অবহিত। কিন্তু শুধু রোহিঙ্গারাই নয়, সংখ্যায় বড় না হ'লেও মিয়ানমারজুড়ে আরও এমন মুসলমান জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা এখন চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। যেমন মিয়ানমারের ওপরের অংশে 'পানথে' মুসলমানদের কথাই ধরা যাক। মান্দালে ও শান রাজ্যে এদের বসতির ইতিহাস কয়েক শ' বছরের। মিয়ানমারের প্রাচীন রাজধানী মান্দালেতে পানথেদের এমন মসজিদও আছে, যা ১৮৬৮ সালে নির্মিত। ব্রিটিশদের ১৯০০-০১ সালের গেজেটেও ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠী হিসাবে পানথেদের উল্লেখ আছে। কিন্তু ১৯৮২ সালে সামরিক সরকার নতুন নাগরিকত্ব আইনে 'মিয়ানমারের জাতিসত্তাসমূহের' যে তালিকা করে, তাতে ১৩৫টি জাতিসত্তার মধ্যে রোহিঙ্গাদের মতো পানথেদেরও ঠাঁই হয়নি। পরিচয়হীন জনগোষ্ঠী হিসাবে হানাফী মাযহাবের প্রায় এক লাখ পানথে মুসলমান এখন চেষ্টা করছে এটা প্রমাণ করতে যে তারা রোহিঙ্গা নয়। চীনা ধাঁচের মুখাবয়বের কারণে শারীরিকভাবে এটা প্রমাণ করা তাদের জন্য কঠিন হয় না। কিন্তু মুসলমান পরিচয়জনিত অন্যান্য বঞ্চনা এড়ানো সামান্যই সম্ভব হয়।

পানথেদের চেয়েও করুণ অবস্থা কামিয়ানদের। যদিও তারা ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী ১৩৫টি ন্যাশনাল রেইস-এর একটি। মিয়ানমার সরকার একমাত্র যে মুসলমান সম্প্রদায়কে আইনগতভাবে ঐ দেশের জাতিসত্তা হিসাবে স্বীকার করে তারাই কামিয়ান বা কামান। নৃতাত্ত্বিকভাবে এরা মূলত ১৬৬০-এ আরাকানে আশ্রয় নেওয়া মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা ও তাঁর সহযোগীদের বংশধর। চরম ধর্মীয় উগ্রতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কামিয়ানরাও এখন আমরা রোহিঙ্গা নই প্রমাণ করতে সচেষ্ট, যা কার্যত একধরনের স্বপ্রণোদিত বার্মারাইজেশন-এর জন্ম দিয়ে চলেছে। কামিয়ানদের অন্তত দু'টি রাজনৈতিক দলও রয়েছে কামিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট পার্টি এবং কামিয়ান ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি নামে। মাঝে মাঝে সরকারের চাপের মুখে উভয় দলের নেতৃত্বকেই রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে হয়।

১৯৩১-এর শুমারিতে কামিয়ানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাযার। বর্তমানে সমগ্র দেশে এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৫০ হাযারের মতো হবে বলে মনে করা হয়। তাদের ২০ হাযারই রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দা। এর তিন-চতুর্থাংশই আবার ২০১২ সালের দাঙ্গার পর থেকে থাকছে উদ্বাস্তু শিবিরে। রোহিঙ্গাদের মতো এদেরও নিজ এলাকায় ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না। বস্তুত ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞের আগেই রাখাইনের কামিয়ানদের অধিকাংশই উদ্বাস্তু।

সরকারের আইনগত অবস্থান অনুযায়ী কামিয়ানদের স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা। কিন্তু কার্যত মূল সমাজ ও প্রশাসন রোহিঙ্গাদের মতো তাদেরও বাঙালী প্রমাণ করতে সচেষ্ট। ফলে তাদের নাগরিকত্ব সনদ পেতে চরম হয়রানি পোহাতে হয়। উদ্বাস্তু শিবিরের বাইরের কামিয়ানদেরও রাখাইন রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার উপায় নেই। রাখাইন ছেড়ে যাওয়া সব যানবাহন সব সময় নযরদারীতে রাখা হয় রোহিঙ্গা বা কামিয়ান কেউ দেশের অন্যত্র যাচ্ছে কি না, সেটা দেখতে। কামিয়ানরা দেখতে রোহিঙ্গাদের মতোই। ফলে তাদের নাগরিকত্বের আইনগত অধিকার থাকলেও বাস্তব স্বীকৃতি নেই।

কামিয়ানদের পুনর্বাসন নিয়ে গত ৫ই মার্চ মিয়ানমারের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে (প্লিথু হুলুথ) একটি বিতর্ক উঠেছিল। বিতর্কে অংশ নিয়ে দেশটির সাগাইন অঞ্চলের একজন সংসদ সদস্য মুসলমানদের ক্যানসার হিসাবে অভিহিত করে তাদের পুনর্বাসনেরও বিরোধিতা করেন। কিন্তু পার্লামেন্টের স্পিকার বা অন্য সদস্যরা আইনগতভাবে বৈধ একটা জাতিসত্তা সম্পর্কে এমন বিদ্বেষী ভাষণের বিরোধিতা করেননি।

২০১২ সালের রাখাইন দাঙ্গার দুই বছর পর মিয়ানমারের মান্দালেতে আরেকটি যে বড় দাঙ্গা হয়, তার শিকার পাথি মুসলমানরা। পাথিরা বহু শতাব্দী ধরে ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা এবং দেশটির ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এরা খুবই সক্রিয় জনগোষ্ঠী ছিল। তবে স্বাধীনতার পর তারাও রোহিঙ্গাদের মতোই ন্যাশনাল রেইস-এ ঠাঁই পায়নি এবং যথারীতি যাবতীয় বৈরীতার মুখোমুখি। একই ভাগ্যলিখন ঘটেছে দেশটির সর্বদক্ষিণের পাসু নামে পরিচিত মালয়ভাষী প্রায় ৩০ হাযার মুসলমানের ক্ষেত্রেও। এরাও মিয়ানমারের ১৩৫ জাতিসত্তার তালিকায় ঢুকতে পারেনি। মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিকভাবে রোহিঙ্গাদের পক্ষে অতি সোচ্চার থাকায় পাসুদের ব্যাপারেও বার্মার বৌদ্ধদের মনোভাব অনেক রক্ষণশীল এখন।

আইনগত স্বীকৃতি থাকলেও এ রকম বহুমুখী সামাজিক ও

ধর্মীয় বিদ্বেষের পরিবেশে স্বস্তিতে বসবাস যে কঠিন, সেটাই দেখা যায় জারবেদী ও তামিল মুসলমানদের ক্ষেত্রে। জারবেদীদের একরকম বার্মার মুসলমানই বলা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বা তারও আগে কর্মসূত্রে আসা যেসব বিদেশী মুসলমান পুরুষদের সঙ্গে স্থানীয় বামার নারীদের বিয়ে হয়েছিল, তাদের বংশধর মুসলমানরাই মিয়ানমারে জারবেদী নামে পরিচিত। মূলত তাদের হাতেই ১৯০৯ সালে বার্মা মুসলিম সোসাইটি নামের সংগঠনের জন্ম। মিয়ানমারে প্রায় এক শ' বছর ধরে জারবেদীরা নিজেদের বার্মিজ মুসলমান হিসাবে আলাদা জাতিগত পরিচয়কে আইনসিদ্ধ করতে লড়ছে। প্রাণপণে চেষ্টাও করে যাচ্ছে মূলধারায় মিশে থাকতে। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতিতে এরা অন্য সব বার্মাদের মতো হ'লেও পৃথক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতির সংগ্রামে সফলতা আসেনি। উপরন্তু সাম্প্রতিক উদীয়মান মুসলমান বৈরীতায় তারাও আক্রান্ত।

তাদেরও কা-লা ডাক শুনতে হয়। যে শব্দটি মিয়ানমারে মূলত মুসলমানদের জন্য অপমানসূচক সম্বোধন হিসাবে ব্যবহৃত। বার্মার জাতীয়তাবাদীদের একাংশ বলছে, বার্মার জাতির অন্তর্ভুক্ত হ'তে হ'লে কেবল বৌদ্ধই হ'তে হবে। এভাবেই জারবেদীরাও বিভেদরেখা পেরোতে পারছে না।

মিয়ানমারের আরেক বিড়ম্বিত মুসলমান জনগোষ্ঠী ব্ল্যাক কারেন। স্বাধিকারের দাবীতে কারেনদের সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বিশ্ব জানে। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কারেন জনপদের মুসলমানরা কীভাবে বিড়ম্বিত, সেটা চাপা পড়ে গেছে। কারেনদের মূল সংগঠন 'কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন' ঐতিহাসিকভাবে সেক্যুলার আদর্শের অনুসারী হ'লেও একে দুর্বল করতে সেনাবাহিনীর মদদে বৌদ্ধপন্থী কারেনরা ডেমোক্রেটিক কারেন বুড্ডিস্ট আর্মি (ডিকেবিএ) নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। তাদের প্রভাবিত এলাকা থেকে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা বিতাড়িত ২০০১-এর সেপ্টেম্বর থেকে। কারেন রাজ্যের এসব এলাকায় সেনা স্থাপনা নির্মাণের জন্য মুখ্যত ব্ল্যাক কারেনদের গ্রামগুলোই বেছে নেওয়া হয়।

মিয়ানমারজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বহুমুখী নিপীড়নের শিকার মুসলমানের প্রকৃত সংখ্যার নির্ভরযোগ্য কোন শুমারী নেই। ২০১৪ সালে ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে শুমারী কার্যক্রমে বাদ রেখেই জনসংখ্যার যে তথ্য প্রকাশ করা হয়, তাতে দেশটিতে মুসলমান জনসংখ্যা ১১ লাখ ৪৭ হাযার বলে উল্লেখ করা হয়। এই সংখ্যাকে অনেকে বাস্তবতার থেকে কম বলেই মনে করেন। তবে এ থেকে অনুমান করা যায়, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা ছাড়া অন্যান্য মুসলমান জনগোষ্ঠী প্রায় ১০ লাখের ওপরে। দশকের পর দশক এদের বিড়ম্বিত জীবনকাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নয়ন সংবাদগুলোর আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব রোহিঙ্গাদের সংকটের কথা যতটা জানে, ততটা জানে না পানথে, জারবেদী ও ব্ল্যাক কারেনদের কথা।

মিয়ানমারের মুসলমান সম্প্রদায়গুলোর আরেক সমস্যা হ'ল, তারা পরস্পর থেকে সামাজিক ও সাংগঠনিকভাবে বিচ্ছিন্ন। তাদের কোন একক সংগঠন নেই। তাদের সবার অবস্থানও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়। ফলে বার্মারদের সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদের সামনে তারা কার্যত অতীতের সাজানো জীবনযাপন থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে।

[প্রথম আলো ৮ই মে ২০১৮]

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)

মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২

ব্যবস্থাপনায়

শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯

হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন

হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০

খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

আকাশের দরজাগুলো কখন ও কেন খোলা হয়?

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

আকাশমণ্ডলী মহান আল্লাহ্র অনবদ্য সৃষ্টিসমূহের এক অনন্য নিদর্শন। তিনি দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের ভাসমান মেঘমালা থেকে উষর যমীনে সঞ্জীবনী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। পূর্ব গগণে উদিত সূর্যের সোনালী রোদের পরশে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং সৃষ্টিকুলের আহারের সুব্যবস্থা করে দেন। তিনি রাতের আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছেন। মেঘমুক্ত আকাশে উদিত তারকারাজির মিটমিটি আলো দিয়ে তিনিই রাতের আঁধারে দিকভ্রান্ত পথিকদেরকে সঠিক পথ দেখান। চাঁদের রূপালী প্রভা আঁধার ঘুচিয়ে বান্দার হৃদয়ে অবর্ণনীয় দ্যোতনা সৃষ্টি করে। মহান প্রভুর অপরূপ সৃষ্টির নিপুণতার প্রমাণবাহী এই নিদর্শনগুলো মুমিন বান্দার যাপিত জীবনে পদে পদে তাকে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা দুনিয়ার আকাশে এই সূর্য-চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি দেখতে পাই। কিন্তু এই দুনিয়ার আকাশ ছাড়াও আরো ছয়টি আকাশ রয়েছে, যা আমরা দেখতে পাই না। আল্লাহ আকাশগুলোকে সাতটি স্তরে সৃষ্টি করেছেন। আর ফেরেশতাদের অবতরণ-ঊর্ধ্বারোহন, তওবা গ্রহণ, মুমিন বান্দার নেক আমল এবং মৃত্যুর পর তার আত্মা ঊর্ধ্বে উত্তোলন প্রভৃতির জন্য প্রতিটি আকাশে অসংখ্য দরজা স্থাপন করেছেন। দিন-রাত্রির বিশেষ বিশেষ সময়ে আল্লাহ কতিপয় দরজা খুলে দেন। কতিপয় দরজা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে খুলে দেন। কিছু কিছু দরজা বছরের নির্ধারিত মাসে খুলে দেন। আবার কতক দরজা সবসময় খোলা থাকে। তবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হুকুমে সবগুলো দরজা একসাথে খুলে দেওয়া হবে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আকাশ কি কোন শূন্য জায়গা?

কোন নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে দরজা ছাড়া প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব। তেমনি দরজা ছাড়া আকাশের স্তর ভেদ করা সৃষ্টির পক্ষে অসম্ভব। খালি চোখে উপর দিকে তাকালে আকাশকে শূন্যলোক মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ আকাশকে এত শক্তিশালী ও মযবূতভাবে নির্মাণ করেছেন যে, আকাশের দরজা ছাড়া ফেরেশতামণ্ডলী আকাশের এক স্তর হ'তে অপর স্তরে পৌঁছতে এবং যমীনে অবতরণ করতে সক্ষম নন। কেননা আল্লাহ আকাশকে সংরক্ষিত শক্তিশালী ছাদ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُوْنَ 'আর আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদে পরিণত করেছি। অথচ তারা সেখানকার নিদর্শন সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে' *(আম্বিয়া ২১/৩২)*। এই ছাদ সদৃশ সুবিশাল নভোমণ্ডলকে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর ডান হাতে ভাজ করে নিবেন। তিনি বলেন, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ 'সেদিন আমরা আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর। যেভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমাদের ওয়াদা সুনিশ্চিত। আমরা তা পালন করবই' *(আম্বিয়া ২১/১০৪)*।

আল্লাহ এই আসমানগুলোকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেন, أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا 'তোমরা কি দেখো না কিভাবে আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে' *(নূহ ৭১/১৫)*?

প্রত্যেক আকাশেই দরজা রয়েছে :

আকাশের প্রত্যেক স্তরেই অসংখ্য সুপ্রশস্ত দরজা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত মি'রাজের বর্ণনা সংবলিত হাদীছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'আমার জন্য বোরাক্ব পাঠানো হ'ল। বোরাক্ব গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু। যতদূর দৃষ্টি যায় এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি এতে আরোহণ করলাম এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। তারপর অন্যান্য নবীগণ তাদের বাহনগুলো যে খুঁটির সাথে বাঁধলেন, আমি সে খুঁটির সাথে আমার বাহনটিও বাঁধলাম। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলাম ও দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে বের হ'লাম। জিবরীল (আঃ) একটি শরাবের পাত্র এবং একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম। জিবরীল (আঃ) আমাকে বললেন, আপনি ফিতরাতকেই গ্রহণ করলেন। তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করলেন এবং প্রথম আসমানে পৌঁছে দ্বার খুলতে বললেন। হাদীছে এভাবে এসেছে,

فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ : مَنْ أَنْتَ، قَالَ : جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ، قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا–

'অতঃপর জিবরীল (আঃ) দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হ'ল আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হ'ল, (وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ) তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ! তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হ'ল।' এভাবে জিবরীল (আঃ) প্রত্যেক আসমানে দ্বাররক্ষী ফেরেশগণের অনুমতি গ্রহণ করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সাথে নিয়ে সপ্তাকাশে আরোহণ করেছিলেন। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আমি জান্নাত দেখতে পেয়েছিলাম'।[১]

** ছাত্র, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬২, ১৬৪; মিশকাত হা/৫৮৬২।

অতএব এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক আকাশেই দরজা আছে। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا– 'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। আর আকাশ খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর তা বহু দরজা বিশিষ্ট হবে' *(নাবা ৭৮/১৮-১৯)*। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এগুলোর সংখ্যা নিরূপণ করা হয়নি। এর সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। শুধু এতটুকু প্রতিভাত হয় যে, এই দরজাগুলোর সংখ্যা অনেক। ক্বিয়ামতের দিন যখন আসমান বিদীর্ণ হবে, তখন দরজাসমূহ দিয়ে ফেশেতাদের দুনিয়াতে নামিয়ে দেওয়া হবে' *(ফুরক্বান ২৫/২)*। এই বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ দরজা সমূহ খুলে দেওয়া। দ্বিতীয় ফুঁকদানের পর আসমান ও যমীন পুনরায় বহাল হয়ে যাবে এবং নতুন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হবে ও সকল মানুষ মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। নতুন সেই পৃথিবী সমতল হবে। তাতে কোনরূপ বক্রতা বা উঁচু-নীচু থাকবে না *(ত্বোয়াহা ২০/১০৬-১০৭)*।

আকাশের দরজার প্রশস্ততা :

আকাশের দরজা সমূহের প্রশস্ততা সম্পর্কে আল্লাহ ভাল জানেন। এর বিশালতা ও ব্যাপ্তী মনুষের জ্ঞান ধারণ করতে অক্ষম। তবে পশ্চিম দিগন্তে আকাশের একটি দরজার প্রশস্ততার ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا، عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ، لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাহ কবুলের জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছেন, যার প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ। সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় না হওয়া পর্যন্ত এ দরজা বন্ধ করা হবে না'।[২] এখানে 'সত্তর বছরের পথ' (سَبْعِيْنَ عَامًا) বলতে আকাশের সেই দরজার অনির্ধারিত প্রশস্ততাকে বুঝানো হয়েছে, যা শুধু সত্তর বছরের রাস্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত। মহান আল্লাহ পাপী বান্দাদের তওবা কবুলের জন্য আকাশের এই দরজাটি সর্বদা খুলে রেখেছেন।

আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেওয়ার কারণ :

আকাশের দরজা একটি গায়েবী বিষয়। মুমিন বান্দা বিনা বাক্যব্যয়ে এর উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। আকাশের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ধরার বুকে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়। বিভিন্ন কারণে আল্লাহ আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেন। যেমন-

ক. ফেরেশতাদের অবতরণের জন্য :

আকাশের দরজা খুলে দেওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল ফেরেশতাদের অবতরণ। হাদীছে এসেছে 'একদিন জিবরীল (আঃ) নবী কারীম (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলেন। এ সময় জিবরীল (আঃ) উপরের দিক হ'তে দরজা খোলার শব্দ শুনলেন। তিনি উপরের দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এ দরজাটি আজ খোলা হ'ল। এর আগে আর কখনো তা খোলা হয়নি। রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা নামলেন। তখন জিবরীল (আঃ) বললেন, যে ফেরেশতা যমীনে নামলেন, আজকে ছাড়া কখনো তিনি যমীনে নামেননি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তিনি সালাম করলেন। তারপর আমাকে বললেন, أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطَيْتَهُ، 'আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটা আপনার আগে আর কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। তা হ'ল সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারাহ্র শেষাংশ। আপনি এই দু'টির যে কোন বাক্যই পাঠ করুন না কেন নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে।[৩]

খ. বৃষ্টি বর্ষণের জন্য :

বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আল্লাহ আকাশের দরজাগুলো খুলে দেন। যখন নূহ (আঃ) আল্লাহ্র কাছে তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দো'আ করেছিলেন, তখন আল্লাহ আসমানের দরজা খুলে দিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে নূহ (আঃ)-এর কওমকে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ 'তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলল যে, আমি অক্ষম। অতএব তুমি (ওদের থেকে) প্রতিশোধ নাও। অতঃপর আমরা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দিলাম মুষলধারে বৃষ্টিসহ' *(ক্বামার ৫৪/১০-১১)*।

গ. তওবা কবুলের জন্য :

পাপ সংঘটিত হওয়ার পর মানুষ যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায়, তাহ'লে তার অনুতপ্ত হৃদয়ের করুণ আকুতি আকাশের দরজা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে যায়। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর গোনাহগার বান্দার তওবা কবুল করার জন্য আকাশের পশ্চিম দিগন্তের একটি দরজা সর্বদা খুলে রেখেছেন। পাপী বান্দার তওবা কবুল করার জন্য তিনি সর্বদা ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রেখেছেন, যেন বান্দা তাঁর নিকটেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

ঘ. মুমিন বান্দার নেক আমল গ্রহণ করার জন্য :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত হাদীছে কতিপয় আমলের বর্ণনা রয়েছে, সেই আমলগুলো একনিষ্ঠতার সাথে সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথে আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং তা কবুল করা হয়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুপুরে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর যোহরের ফরয ছালাতের

২. *তিরমিযী হা/৩৫৩৬; মিশকাত হা/২৩৪৫।*

৩. *মুসলিম হা/৮০৬; নাসাঈ হা/৯১২; মিশকাত হা/২১২৪।*

পূর্বে নিয়মিত চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ– 'এটা এমন একটা সময় যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, আর এই সময়ে আমার একটি নেক আমল উত্থিত হোক তা আমি ভালবাসি'।[৪]

যে সময়গুলোতে আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় :

১. আযানের সময় :

যখন মুওয়াযযিন আযান দেয়, তখন আযানের সুমধুর সুরের মুর্ছনায় আকাশ-বাতাশ বিমোহিত হয়। মহান আল্লাহ্র বড়ত্ব বিঘোষিত হওয়ার সেই শুভক্ষণে বান্দার দো'আ কবুলের জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দো'আ আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না। আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، 'যখন আযান দেওয়া হয়, তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবুল করা হয়'।[৫]

২. ইক্বামতের প্রাক্কালে ছালাতে সারিবদ্ধ হওয়ার সময় :

ইক্বামতকে হাদীছে দ্বিতীয় আযান বলা হয়েছে। যখন ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ আকাশের দরজা খুলে দেন।

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إذا صفَّ الناسُ للصلاةِ، وصَفُّوا للقتال، فُتحتْ أبوابُ السماءِ وأبوابُ الجنةِ، وغُلّقتْ أبوابُ النارِ، وزُيِّن الحورُ العين واطَّلعن، فإذا أقبل الرجل قلن: اللهم انصره، وإذا أدبر احتجَبْنَ منه وقلن: اللهم اغفر له.

'যখন মানুষ ছালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হয় এবং জিহাদের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাড়াঁয়, তখন আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর আনতনয়না হূরদেরকে সাজিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা আত্মপ্রকাশ করে। যখন ব্যক্তিটি (ছালাতে বা জিহাদে) উকি মারে, তখন হূরেরা তার জন্য দো'আ করে বলে, হে আল্লাহ! তাকে সাহায্য কর। আর যখন সে পশ্চাদপসরণ করে, তখন তারা আত্মগোপন করে এবং বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর'।[৬]

৩. মধ্যরাত্রির পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত :

দিনের শেষে পৃথিবী যখন আঁধারের কোলে ঢলে পড়ে, রাতের আকাশে চাঁদ-সেতারার আনাগোনা শুরু হয়, রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে গোটা প্রকৃতি যখন নিস্তব্ধতা ও নিস্পন্দতার চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে যায়, মধ্যরাত্রিতে আল্লাহ্র হুকুমে তখন আকাশের দরজা সমূহে খুলে দেওয়া হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةٌ تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارٌ.

'মধ্যরাত্রিতে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন। কোন আহ্বানকারী আছে কি? তার সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হবে। কোন যাচঞাকারী আছে কি? তাকে প্রদান করা হবে। আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি? তার বিপদ দূর করে দেওয়া হবে। এই সময় কোন মুসলিম বান্দা যে দো'আ করে, আল্লাহ তার সে দো'আ কবুল করেন। তবে সেই যেনাকারিণীর দো'আ কবুল করা হয় না, যে তার লজ্জাস্থানকে ব্যভিচারে নিয়োজিত রাখে এবং যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাৎ করে'।[৭]

ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেই দরজগুলো খোলা থাকে এবং মানবমণ্ডলীকে অবিরত আহ্বান করা হয়। অতঃপর দুই-তৃতীয়াংশ রজনী অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরশের মালিক স্বয়ং দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন,

إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجْرُ.

'যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তিনি (আল্লাহ) দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। তারপর তিনি স্বীয় হাত প্রসারিত করে বলতে থাকেন, আছে কি কোন প্রার্থনাকারী? তার দাবী অনুযায়ী তাকে তা প্রদান করা হবে। আর ফজরের আভা স্পষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা চলতে থাকে'।[৮] এভাবে মহান আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে অভাবী বান্দার মনের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য, পাপীকে ক্ষমা করার জন্য এবং সঙ্কটাপন্ন মানবতার দুঃখ লাঘব করার জন্য আহ্বান করতে থাকেন। বরকতস্নাত সেই শুভক্ষণে যারা অলসতার চাদর ছুড়ে ফেলে একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদতে প্রণত হ'তে পারে, তারাই সৌভাগ্যের স্বর্ণালী তোরণ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

---

৪. তিরমিযী হা/৪৭৮; ইবনু মাজাহ হা/১১৫৭; মিশকাত হা/১১৬৯।
৫. আহমাদ হা/১৪৭৩০; ছহীহাহ হা/১৪১৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬০।
৬. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৭৭।
৭. ছহীহাহ হা/১০৭৩; ছহীহুল জামে' হা/২৯৭১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৯১।
৮. আহমাদ হা/৩৬৭৩; ইরওয়া ২/১৯৯, হা/৬।

৪. সোমবার ও বৃহস্পতিবার :

সোমবার ও বৃহস্পতিবার এই দুই দিন আকাশের দরজা এবং জান্নাতের ফটক সমূহ খুলে দেওয়া হয়। দয়াময় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থী বান্দার পাপ মোচন করে দেন এবং তার সাপ্তাহিক নেক আমল কবুল করেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَوْلُ أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا-

'সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। এরপর প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার ভাই ও তার মাঝে শত্রুতা রয়েছে। তখন বলা হয়- এই দুই জনকে রেখে দাও বা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষে মীমাংসা করে নেয়'।[৯]

৫. রামাযান মাসে :

নাজাতের সুসংবাদ নিয়ে ও ক্ষমার পসরা সাজিয়ে রামাযান মাস প্রতি বছর আমাদের মাঝে আগমন করে। মানব জাতিকে রহমত ও মাগফিরাতের ফল্গুধারায় সিক্ত করার জন্য এ মাসে আকাশের দরজা, রহমতের দরজা ও জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إذا دخل شهر رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ: فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ.

'যখন রামাযান মাস আগমন করে, তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়'।[১০]

৬. মৃত্যুর পর মুমিন বান্দার আত্মা উপরে উঠানোর সময় :

মুমিন বান্দার জান কবয করার পর তার আত্মার সৌরভে আকাশ-বাতাশ সুরভিত হয়ে যায় এবং আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। তার মৃত্যুতে আরশের নিকটতম ফেরেশতারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। খন্দকের যুদ্ধে সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) শাহাদত বরণের পর তাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, هَذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً، ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ- 'এই সেই ব্যক্তি, যার মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছিল এবং আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল। আর তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সত্তর হাযার ফেরেশতা। অথচ তার কবর সংকীর্ণ হয়েছিল। অতঃপর (রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আর বদৌলতে) পরে তা প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল।[১১]

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক জানাযার ছালাতের জন্য রওয়ানা হ'লাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের নিকটে বসে পড়লেন। আর আমরাও তাঁকে ঘিরে নীরবে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করার পর তিনি তিন বার বললেন, 'আমি আল্লাহ্র নিকটে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'। অতঃপর তিনি বললেন, যখন মুমিন ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আখেরাতের পথে পাড়ি জমায় (অর্থাৎ তার মৃত্যু সময় ঘনিয়ে আসে), তখন ফেরেশতারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে তার নিকটে অবতরণ করে, যেন আনন্দে তাদের চেহারাগুলোতে সূর্য কিরণ ঝলমল করছে। তাদের প্রত্যেকের নিকটে থাকে একটি কাফন ও সুগন্ধি। দৃষ্টি সীমানার ব্যাপ্তী নিয়ে তারা তার পাশে বসে পড়ে। অতঃপর তার রূহ যখন বের হয়ে আসে, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী এবং আকাশের নিকটস্থ প্রত্যেক ফেরেশতা তার জন্য দো'আ করতে থাকে এবং তার জন্য আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। আর আকাশের দ্বাররক্ষী ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে উপরে আরোহনের জন্য আল্লাহ্র কাছে আরয করে। অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'প্রত্যেক আকাশের ফেরেশতারা এই পবিত্র আত্মাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং আত্মাটি নিয়ে সপ্তম আকাশে উপনীত হয়। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন, اُكْتُبُوْا كِتَابَ عَبْدِيْ فِيْ عِلِّيِّيْنَ، وَأَعِيْدُوْهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّيْ مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيْهَا أُعِيْدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى- 'আমার বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যিনে লিখে রাখ এবং তাকে যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই তাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকেই তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করব'।[১২]

পরিশেষে বলব, যে সময়ে আকাশের দরজা খোলা হয়, সে সময় আল্লাহ বান্দাদের ক্ষমা করেন ও দো'আ কবুল করেন। তাই এ সময়ে বেশী বেশী তওবা ও ইস্তেগফার করা দরকার। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দিন-আমীন!

৯. *আহমাদ হা/১০০০৭, সনদ ছহীহ।*
১০. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬।*
১১. *নাসাঈ হা/২০৫৫; মিশকাত হা/১৩৬; ছহীহাহ হা/৩৩৪৫।*
১২. *আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০, সনদ ছহীহ।*

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

কোল্ড ড্রিঙ্কসে ১১ সমস্যা!

কোল্ড ড্রিঙ্কস থেকে সাবধান। সম্প্রতি একটি গবেষণা পত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, চিনির মাত্রা বেশী রয়েছে এমন ঠাণ্ডা পানীয় খেলে মায়ের শারীরিক ক্ষতি তো হয়ই, সেই সঙ্গে বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর তার অ্যাস্থেমার মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকান থোরাসিক সোসাইটির ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এই স্টাডিটি চলাকালীন গবেষকরা লক্ষ্য করেছিলেন যে গর্ভাবস্থায় যে মায়েরা বেশী মাত্রায় কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে থাকেন, তাদের বাচ্চারা জন্ম নেয়ার ৭-৯ বছরের মধ্যে ক্রণিক অ্যাস্থেমায় আক্রান্ত হয়। তাই আপনার বাচ্চাকে যদি সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত উপহার দিতে চান, তাহ'লে ভুলেও এই নয় মাসে একবারও কোল্ড ড্রিঙ্কস চেখে দেখবেন না।

কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে যে কেবল অ্যাস্থেমা রোগেরই যোগ রয়েছে এমন নয়। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত এমন পানীয় পান করলে আরো নানা ধরনের রোগও হ'তে পারে। তাই এই বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে গত কয়েক দশক ধরে চিকিৎসকেরা বলে আসছেন যে কোল্ড ড্রিঙ্কস শরীরের পক্ষে ভালো নয়। তবুও মানুষ তা আমলে নিচ্ছে না। কোল্ড ড্রিঙ্কসের কিছু ক্ষতিকর দিক নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

এক বোতল কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে আমাদের শরীরে প্রায় ১৪০ গ্রাম ক্যালরি প্রবেশ করে। এই পরিমাণ ক্যালরিকে বার্ন করার জন্য যে মাত্রায় শরীরচর্চা করা উচিত, তা আমাদের মধ্যে ক'জনই বা করেন? ফলে শরীরের জমতে থাকা এই অতিরিক্ত ক্যালরি এক সময়ে গিয়ে ওযন বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর ওযন বাড়লে কী হ'তে পারে তা নিশ্চয় সবারই জানা। অনেকে বলেন, ডায়েট সোডায় যেহেতু চিনি থাকে না, তাই এটি খেলে শরীরের কোন ক্ষতিই হয় না। এই ধরণা একেবারে ভুল। কারণ একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ডায়েট সোডায় চিনি না থাকলেও এমন কিছু উপাদান থাকে, যা আমাদের শরীরের পক্ষে একেবারেই ভালো নয়। শুধু তাই নয়, মাত্রাতিরিক্ত ডায়েট সোডা খেলে শরীরের একাধিক অঙ্গের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়, ফলে নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে কিভাবে আমাদের শরীরের ক্ষতি হয়?

১. রক্তচাপ বেড়ে যায় : ডায়েট সোডা এবং কোল্ড ড্রিঙ্কসে সোডিয়ামের পরিমাণ খুব বেশী থাকে। তাই এমন ধরনের পানীয় অধিক মাত্রায় খেলে শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা খুব বেড়ে যায়। ফলে ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ কারণেই প্রেসারের রোগীদের কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে নিষেধ করেন চিকিৎসকেরা।

২. দাঁতের ক্ষতি হয় : ডায়েট সোডায় অ্যাসিডিক এলিমেন্ট খুব বেশী থাকে। যে কারণে এই ধরনের পানীয় খেলে দাঁতের ক্ষয় হ'তে শুরু করে। সেই সঙ্গে নানাবিধ দাঁতের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসকেরা এই গরমে নিয়মিত মধু এবং দারুচিনি খেতে বলেছেন।

৩. ওযন বৃদ্ধি করে : এই ধরনের পানীয়তে ক্যালোরির মাত্রা খুব বেশী থাকে। ফলে কোল্ড ড্রিঙ্কস বা ডায়েট সোডা বেশী মাত্রায় খেলে ওযন বৃদ্ধির সম্ভবনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে হজম ক্ষমতা বিগড়ে যাওয়ার কারণে আরো নানা ধরনের রোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পায়।

৪. কিডনির কর্মক্ষমতা কমে যায় : বেশী মাত্রায় কোল্ড ড্রিঙ্কস বা ডায়েট সোডা খেলে কিডনি ফাংশন ব্যাহত হয়। সেই সঙ্গে কিডনি স্টোনের আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। আর এই ধরনের পানীয়, ইউরিনে অ্যাসিড এবং খনিজের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। যে কারণে কিডনি স্টোন হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

৫. কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায় : প্রতিদিন কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে চোখে পড়ার মতো কোলেস্টেরলের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ে। শুধু তাই নয়, একাধিক কেস স্টাডি করে দেখা গেছে, কোল্ড ডিঙ্কস খাওয়ার সঙ্গে স্ট্রোকেরও একটা যোগ রয়েছে।

৬. হার্টের রোগ হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় : প্রতিদিন ২ ক্যান কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে হার্টের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আর হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় প্রায় ৫০ শতাংশ। তাই এমন ধরনের পানীয় হয়তো তেষ্টা মেটায়, মানসিক শান্তিও দেয়। কিন্তু বাস্তবে তা হার্টকে একেবারে অকেজো করে দেয়।

৭. টাইপ-২ ডায়াবেটিস হ'তে পারে : ঠাণ্ডা পানীয় পান মানেই লাইফ স্টাইল ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাওয়া, এই ধারণাটি বাস্তবিকই সত্য। কারণ বেশ কিছু গবেষণাপত্র ইতিমধ্যেই একথা প্রমাণ করেছে যে, কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে শুধু কোলেস্টেরল বা হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কাই বাড়ে না, সেই সঙ্গে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কোল্ড ড্রিঙ্কসে প্রচুর মাত্রায় আর্টিফিশিয়াল সুইটনার ব্যবহার করা হয়, যা নানা দিক থেকে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার পথকে প্রশস্ত করে।

৮. শরীরের অস্বস্তি বেড়ে যায় : কোল্ড ড্রিঙ্কের সঙ্গে অ্যালকোহল মিলিয়ে পান করলে শরীরের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাছাড়া ডায়েট সোডায় এসপার্থেম নামে একটি উপাদান থাকে, যা শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। তাই ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়ার আগে একবার ভাববেন, আপনি বিষ পান করছেন না তো!

৯. কোষের মারাত্মক ক্ষতি হয় : ডায়েট সোডা এবং বেশীরভাগ কোল্ড ড্রিঙ্কসেই সোডিয়াম বেঞ্জোএট নামে একটি উপাদান থাকে, যা কোষের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

১০. শরীরে পানির ঘাটতি দেখা দেয় : এই ধরনের পানীয়তে এমন কিছু উপাদান থাকে, যা শরীরে প্রবেশ করা মাত্র মস্তিষ্কের কাছে সিগনাল যায় যে শরীরে পানির অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে একের পর এক নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে।

১১. হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে : কোল্ড ড্রিঙ্কসের স্বাদ বাড়াতে তাতে ফসফরিক অ্যাসিড নামে একটি উপাদান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই উপাদানটির মাত্রা শরীরে বৃদ্ধি পেলে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমতে শুরু করে। আর ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যেহেতু হাড়ের স্বাস্থ্যের সরাসরি যোগ রয়েছে, তাই এমনটা হ'লে স্বাভাবিকভাবেই হাড়ের ক্ষতি হ'তে শুরু করে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

ঈদের দিনে

-আতিয়ার রহমান
মাদরা,কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ঈদের দিনে খুব সকালে কান্না শুনি ফুটপাতে,
দুঃখ লহর হৃদ সাগরে টর্ণেডো বয় দিন-রাতে।
কে কাঁদে ঐ, কার দুলালের আজকে চোখে ঝরছে নীর?
ঈদ জামা'আতে বইছে হরষ সবার তো আজ উচ্চ শীর।
একটি ছেলে ক্রন্দনেতে জড়িয়ে বাহু বক্ষমাঝ
নাই টুপি তার ছিন্ন জামা সবটা কায়ায় দৈন্য সাজ।
আব্বাকে সে বলছে কেঁদে যাইবে নাক ঈদগাহে
কাঁদবো আমি হেথায় বসে যত সময় মন চাহে।
বায়নাতে আর কান্নাতে তার পিতার দীলে বিঁধছে তীর
ঈদের খুশী নাই গরীবের শান্তি বিলাস সব ধনীর,
খোশ মেলাতে যোগ দিবে না গরীবদের আজ কিসের ঈদ?
ক্ষুধায় যাদের জ্বলছে উদর নাই যাহাদের চক্ষে নীদ,
সবটা জীবন রইলো যারা দুঃখ ভরা কান্নাতে
ঈদ তাহাদের কাটবে কেঁদে হেথায় বসে ফুটপাতে।

***

আমি আরাকানের কথা বলছি

মীযান নাকীব
মিরপুর, ঢাকা।

আমি মানবতার কথা বলছি,
আমি অসহায় মানবের কথা বলছি।
আমি এক সময়ের স্বাধীন আরাকানের কথা বলছি,
যেখানে মুসলিমরা আজ নিগৃহীত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত,
পরাধীনতার জিঞ্জীরের যাদের দেহ আজ জর্জরিত।
আমি সন্তানহারা মায়ের করুণ কান্নার কথা বলছি,
আমি সম্ভ্রমহারা নারীর অসহায়ত্বের কথা বলছি।
যাদের আর্ত চিৎকারে কম্পমান আরাকানের আকাশ,
যাদের অশ্রু বিন্দুতে সিক্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত বাতাস।
আমি স্বামীহারা বোনের কথা বলছি
আমি গৃহহারা নারীর কথা বলছি
যাদের শেষ ঠাঁইটুকুও আজ আগুনে দগ্ধ
বেঁচে থাকার সমস্ত পথ আজ যাদের রুদ্ধ।
আমি তাদের কথা বলছি!
আমি ঐ সমস্ত নির্যাতিত মানুষের কথা বলছি।
যাদের দৃষ্টি এখন ঊর্ধ্বে;
যারা দু'টি হাত তুলে ফরিয়াদ করে,
'হে রব! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে মোদের বের কর
তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য অভিভাবক দাও
তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য সাহায্যকারী দাও'।

***

পশুর অধম

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

একা বসে তাই ভাবি নিরালায় কেমনে সে কথা কই
বুক ফেটে যায় সেই বেদনায় ভাবিয়া ব্যাকুল হই।
সৃষ্টির সেরা এই মানুষেরা করে কেন অনাসৃষ্টি?
এই অবনীতে কিবা এলো নিতে সেই দিকে নেই দৃষ্টি।
অন্তর থাকিতে পারে না ভাবিতে কখনও অন্তর দিয়া
মানুষের যম নিষ্ঠুর নির্মম কঠিন পাষাণ হিয়া।
চক্ষু থাকিতে পায় না দেখিতে যেন সে অন্ধ সম
আত্মীয়-স্বজন কে তার আপন বন্ধু কে অনুপম?
কর্ণ থাকিতে পায় না শুনিতে যেন সে কর্ণহীন
চলে গতি ধির যেন সে বধির শুনে না আওয়াজ দ্বীন।
নেই জ্ঞান-হুঁশ যেন সে বেহুঁশ পশুর সমান দেখি
মানুষ হইয়া কেমন করিয়া চতুষ্পাদ সে একি?
পশুর সমান নেই তার মান নেইকো মূল্য কিছু
মানুষ হইয়া পশুর চাইতেও হইয়া গিয়াছে নীচু।
নিখিল ভূবন কে করে সৃজন কেবা সে মহান প্রভু?
কে করে পালন জীব অগণন ভাবিয়া দেখে না কভু।
আখেরী রাসূল নেই যাঁর তুল সকল নবীর সেরা
আল্লাহ্র বাণী পাইলেন জানি ধ্যানে বসে গারে হেরা।
সেই বাণীটারে জিন-ইনসানেরে অহী-র বিধান জেনে
সারাটা জীবন সদা-সর্বক্ষণ চলিতে হইবে মেনে।
শিক্ষার তরে মুখে অন্তরে রাখিতে হইবে ধরে
দিয়া কায় মন সদা-সর্বক্ষণ রাখিবে রপ্ত করে।
দু'নয়ন দিয়া পড়িয়া পড়িয়া জ্ঞান করি অর্জন
শয়নে-স্বপনে জীবনে-মরণে না করিবে বর্জন।
কান দিয়া শুনে পাক কালাম জেনে অতীব ভক্তি ভরে
করে যে পালন সারাটি জীবন আল্লাহ্র বিধান পরে।
সেই তো মানুষ আছে জ্ঞান-হুঁশ সৃষ্টির সেরা জীব
আখেরাতে তবে চির সুখে রবে হবে তার সুনছীব।
আর যারা কালামুল্লার মানে না হুকুম কিছু
মানুষই সে নয় স্রষ্টা যে কয় পশুর চাইতে নীচু।

***

কুরআন-হাদীছ ডাকে

-ইউসুফ আল-আযাদ
বাসাইল, টাংগাইল।

যুবক তুমি যাচ্ছ কোথায়
কোন অজানার বাঁকে?
যুবক তুমি শোন তোমায়
কুরআন-হাদীছ ডাকে।
যুবক তুমি মত্ত কেন
সিনেমা আর গানে,
যুবক তুমি যাচ্ছ কেন
ঘোর তমসার টানে?
যুবক তুমি ভুলছ কেন
কুরআন-হাদীছ সব?
কুরআন খুলে দেখ যুবক
কী বলেছেন রব?
ছালাত পড় ছিয়াম রাখ
পড় কুরআন খানি,
গভীর রাতে ছালাত পড়ে
ঝরাও চোখের পানি।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা ক্বাছাছ, আয়াত ৭৬-৮৩।
২. সূরা নামল, আয়াত ২০, ৪৪।
৩. সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ১৪২-১৫০।
৪. সূরা বানী ইসরাঈল (আয়াত ১) ও সূরা নাজম (আয়াত ৮-১৮)
৫. সূরা ফীল।
৬. সূরা কাহাফ, আয়াত ৮৩-৯৮।
৭. সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ২৪৬-২৫২।
৮. সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত ১।
৯. সূরা নূর, আয়াত ৫৮-৫৯।
১০. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভাষা আন্দোলন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
২. ড. মুহম্মাদ শহীদুল্লাহ
৩. মুহম্মাদ আলী জিন্নাহ, ১৯৪৮।
৪. খাজা নাযীমুদ্দীন।
৫. নূরুল আমীন।
৬. ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২।
৭. শহীদ শফিউরের বাবা।
৮. গানটির গীতিকার আব্দুল গাফফার চৌধুরী, সুরকার আলতাফ মাহমূদ, শিল্পী আব্দুল লতীফ।
৯. শিক্ষার্থী সংগ্রাম পরিষদ।
১০. যুক্তফ্রন্ট।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আয়াত কোনটি?
২. ফরয ছালাতান্তে কোন আয়াতটি পাঠ করলে, মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যেতে কোন বাধা থাকে না?
৩. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরাটি পাঠ করলে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে?
৪. পবিত্র কুরআনের কোন সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান?
৫. পবিত্র কুরআনের কোন সূরার প্রতি ভালবাসা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে?
৬. কোন সূরাটি পবিত্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমপরিমাণ?
৭. পবিত্র কুরআনের কোন সূরাটি জুম'আর দিন বিশেষভাবে পাঠ করা মুস্তাহাব?
৮. পবিত্র কুরআনের কোন সূরার প্রথমাংশ তেলাওয়াতকারীকে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা করবে?
৯. পবিত্র কুরআনের কোন দু'টি সূরা জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে তেলাওয়াত করা সুন্নাত?
১০. পবিত্র কুরআনের কোন দু'টি সূরা জুম'আর ছালাতে তেলাওয়াত করা সুন্নাত?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভাষা বিষয়ক)

১. ভাষার মূল উপাদান কি?
২. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কি?
৩. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন কি?
৪. ভাষার ইট বলা হয় কাকে?
৫. ভাষার মূল উপকরণ কি?
৬. ভাষার মুখ্য উপাদান কি?
৭. বাক্যের একক কি?
৮. বাক্যের মৌলিক উপাদান কি?
৯. ভাষার স্বর বলা হয় কাকে?
১০. ভাষার বৃহত্তম একক কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১১ই এপ্রিল, বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় হেয়াতপুর হাফিযিয়া ও দরসে নিযামিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক তাওফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ইবরাহীম খলীল ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাযহারুল ইসলাম।

খিরশিন টিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৪ই এপ্রিল, শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী মহানগরীর শাহমখদুম থানাধীন খিরশিন টিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বাদশাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও নওদাপাড়া মারকায এলাকার সহ-পরিচালক মঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ বিশাল ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সজীবা খাতূন।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১৮ই এপ্রিল, বুধবার : অদ্য বাদ যোহর কামারখন্দ উপযেলাধীন বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ আয়নুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ লিয়াকত হোসাইন ও অত্র শাখার সহ-পরিচালক সোহেল রানা। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ।

চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১৮ই এপ্রিল, বুধবার : অদ্য বাদ আছর কামারখন্দ উপযেলাধীন চড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ খলীলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক জামালুদ্দীন, সাবেক অর্থ সম্পাদক ও চরকুড়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ হাফিযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম, 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ লিয়াকত হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ইমরান হোসাইন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭ই মে সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি নওদাপাড়া মারকায এলাকার উদ্যোগে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মাকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক ও 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি দেলাওয়ার হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন মুহাম্মাদ রেযওয়ান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি' মারকায এলাকার পরিচালক আবু রায়হান।

Contents

স্বদেশ

রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের জন্য চেরনোবিল দুর্ঘটনার বার্তা

১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিল যখন চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে, তার দুই যুগেরও বেশী আগে মানুষ পৌঁছে গিয়েছিল মহাশূন্যে। বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে পৃথিবী এগিয়েছে, এগিয়ে যাবে। কিন্তু বিজ্ঞান যখন চর্চার বদলে অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়, তখনই ঘটে যত বিপদ। সত্তর আর আশির দশকে বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অহমিকায় অন্ধ হয়ে যাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া কেউই এই বিপদ থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থ্রি মাইল আইল্যাণ্ড পারমাণবিক দুর্ঘটনার মাধ্যমে বেজেছিল সাবধান হয়ে যাওয়ার ঘণ্টা। কিন্তু সে সময়ে নীতিনির্ধারকেরা তা কানে তোলেননি। যার মূল্য গুনতে হয়েছে ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিল ইউক্রেনে চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিস্ফোরণের ঘটনার মাধ্যমে।৩২ বছর পেরিয়ে গেলেও চেরনোবিল শহর এখনো বসবাসের অনুপযুক্ত। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম আর ক্যানসারে মৃত্যু এখনো সেখানে নিয়মিত ঘটনা। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়া রাশিয়া, বেলারুশ আর ইউক্রেনের কয়েক লাখ হেক্টর জমি আজও ফলনের জন্য অনুপযুক্ত।

চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিশাল কর্মযজ্ঞ স্তিমিত হয়ে পড়ে। আর ২০১১ সালে জাপানে ফুকুশিমা দুর্ঘটনার পর জার্মানী ২০২২ সালের মধ্যেই চালু থাকা সব পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়ামের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মজুদের মালিক অস্ট্রেলিয়া কোন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ না করার নীতি গ্রহণ করেছে। অতিরিক্ত খরচ আর নিরাপত্তাহীনতার কারণে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ দেশগুলো যখন পারমাণবিক বিদ্যুৎকে বিদায় জানাচ্ছে, তখন ঠিক কি কারণে বাংলাদেশ রূপপুরে ২ হাযার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকাজ শুরু করল, তা পরিষ্কার নয়।

রূপপুর প্রকল্পের কাজ শুরুর আগেই নির্মাণ ব্যয় ৩২ হাযার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১ লাখ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে। লাগামছাড়া খরচ আর নির্মাণের দীর্ঘসূত্রিতায় শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্পের মোট ব্যয় কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা কেউ জানে না। রূপপুর প্রকল্পের নিরাপত্তার ব্যাপারে যদি এতটাই নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে ঠিক কি কারণে ভবিষ্যৎ যেকোন দুর্ঘটনার জন্য প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়মুক্তি দিয়ে আইন পাস করে রাখা হয়েছে, সেটাও একটা যরূরী প্রশ্ন। অন্যদিকে এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় যে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য তৈরি হয়, বলা হচ্ছে রাশিয়া নাকি এই বর্জ্য ফেরত নেবে। অথচ রাশিয়ার আইন অনুসারে অন্য দেশের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সেখানে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ অসম্ভব।

প্রযুক্তির আধুনিকায়নে অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদনী ব্যবস্থায় খরচ কমে। যেমন ২০১০ সালের তুলনায় প্রতি ইউনিট সৌর বিদ্যুতের দাম সাত বছরের ব্যবধানে কমে গেছে শতকরা ৭২ ভাগ। অথচ পারমাণবিক বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যুক্ত হ'তে থাকায় খরচ কেবলই বাড়ে। এ কারণেই ২০০৭ সালে নির্মাণকাজ শুরু হওয়া ১ হাযার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ফ্রান্সের ফ্লামেনভিলে বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ খরচ ফুকুশিমা দুর্ঘটনার পর তিন গুণ বেড়েছে, কিন্তু নির্মাণকাজ এখনো শেষ হয়নি। কাজেই চেরনোবিলসহ প্রতিটি পারমাণবিক দুর্ঘটনা সবার জন্য সতর্কবার্তা।

[আমরা আগেও বলেছি, আজও সরকারকে দেশের জন্য এই মরণফাঁদ তৈরীর প্রকল্প বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

বিদেশ

একজনের রক্তদানে ২৪ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা!

মাত্র ১৪ বছর বয়সেই অস্ত্রোপচারের টেবিলে যেতে হয়েছিল জেমস হ্যারিসনকে। অপর একজনের রক্তে জীবন বেঁচেছিল তাঁর। সেই থেকে শুরু। নিজেও রক্তদাতায় পরিণত হয়েছিলেন। বিগত ৬০ বছরে প্রায় প্রতি সপ্তাহে রক্ত দিয়েছেন তিনি। সে রক্তে বেঁচেছে ২৪ লাখের বেশি শিশুর জীবন।

অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক হ্যারিসন নিজের দেশে 'সোনালী বাহুর মানব' বলে পরিচিত। বয়স বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় গত ১১ই মে শেষবারের মতো রক্ত দিয়েছেন ৮১ বছর বয়সী হ্যারিসন। তিনি মূলত প্লাজমা দান করতেন। এ জন্য তিনি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ 'মেডেল অব দ্য অর্ডার অব অস্ট্রেলিয়া'সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

হ্যারিসনের রক্তে রেসাস রোগপ্রতিরোধী অ্যান্টিবডি রয়েছে বলে জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান রেডক্রস ব্লাড সার্ভিস। তিনি নিয়মিত রক্ত দান শুরুর কয়েক বছর পর চিকিৎসকেরা বিষয়টা আবিষ্কার করেন। এরপর গবেষকেরা এই অ্যান্টিবডি থেকে উদ্ভাবন করেন অ্যান্টি-ডি ইনজেকশন। এই ইনজেকশন রেসাস নেগেটিভ রক্তের গর্ভবতী নারীকে দেওয়া হলে তাঁর দেহে আর সন্তানের প্রাণসংহারী অ্যান্টিবডি তৈরি হ'তে পারে না। বিষয়টা জানার পর হ্যারিসন নিয়মিত প্লাজমা দান শুরু করেন।

অস্ট্রেলিয়ান রেডক্রস ব্লাড সার্ভিসের জেমা ফাকেনমায়ারের মতে, দান করা প্রতিটি রক্তের ব্যাগই মূল্যবান। হ্যারিসনের রক্ত আরও বেশি মূল্যবান। তাঁর রক্ত থেকে জীবন বাঁচানো ওষুধ উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান, ১৯৬৭ সাল থেকে ৩০ লাখের বেশি গর্ভবতী নারীকে অ্যান্টি-ডি ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। পুরো অস্ট্রেলিয়ায় এমন রক্ত ৫০ জনের কম মানুষের দেহে প্রবাহিত।

[আল্লাহ পাক এমনিভাবেই তার সৃষ্টিকে রক্ষা করে চলেছেন। সেকারণ তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা (স.স.)]

ঐতিহাসিক ঐক্যমত : শান্তির পথে দুই কোরিয়া

সাড়ে ছয় দশকের বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ঐতিহাসিক ঐক্যমতে পৌঁছেছে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইন ঘোষণা দিয়েছেন, কোরীয় উপদ্বীপে আর কখনও যুদ্ধ হবে না এবং কোরীয় উপদ্বীপকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করতে একসঙ্গে কাজ করবেন তারা।

দুই দেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম পানমুনজমে গত ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার এক ঐতিহাসিক বৈঠকের পর কিম ও মুনের এই যৌথ ঘোষণা আসে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইনের সঙ্গে হাসিমুখে করমর্দন করেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। পরে দুই নেতা বৈঠকে বসেন পানমুনজমের পিস হাউজে।

দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন আর উত্তেজনার অচলায়তন পেরিয়ে উত্তরের নেতা দুই দেশের মিলিটারী লাইনে পৌঁছলে দক্ষিণের নেতা মুন তাকে স্বাগত জানান। কিমের অভাবনীয় এক তাৎক্ষণিক আমন্ত্রণে মুনও সীমারেখা টপকে উত্তরের মাটিতে পা রাখেন। ১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধের অবসানের পর এই প্রথম উত্তর কোরিয়ার কোন শীর্ষ নেতার দক্ষিণে পদার্পণ।

দুই কোরিয়ার মধ্যকার এই পুনর্মিলন আয়োজনের পিছনে উত্তর কোরীয় নেতার বোন ইউ জং-এর ভূমিকা থাকলেও মূল ভূমিকা পালন করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান স হুন। তার দীর্ঘ ১৮ বছরের প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাই দুই নেতা যখন যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করছিলেন, তখন পিছনে দাঁড়িয়ে চোখের পানি মুছতে দেখা যায় তাকে। গত মার্চ মাসে তিনি

Contents

১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে পিয়ংইয়ং সফর করেন। ঐ বৈঠকের পর থেকে কিম জং উনের মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি পতাকা স্থায়ীভাবে উড্ডীন করতে রাযী হয়ে যান।

অবিবাহিত নারীরা দেশের বোঝা : কানজি

জাপানের ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা কানজি কাতো বলেছেন, অবিবাহিত নারীরা দেশের জন্য বোঝা। সম্প্রতি দলের এক বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেছেন। কানজি বলেন, তাকে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখতে বলা হ'লে তিনি নবদম্পতিকে কমপক্ষে তিনটি সন্তান জন্মদানে উৎসাহিত করেছিলেন। এসময় যেসব নারী বিয়ে করতে চান না তারা এর প্রতিবাদ করেছিল। এর উত্তরে কানজি বলেন, তারা যদি বিয়ে না করে তাহ'লে তারা সন্তান নিতে সক্ষম হবে না এবং তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে অন্যের সন্তানদের করের টাকায় বৃদ্ধনিবাসে থাকতে হবে। উল্লেখ্য, জাপানে শিশু জন্মহার রেকর্ড পরিমাণে কমেছে।

[আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান অমান্য করার বিষময় ফল ভোগ করে এখন তাদের হুঁশ ফিরেছে। অতএব অন্যেরা সাবধান হউন (স.স.)]

কীটনাশকের বিকল্প হিসাবে কাজ করছে হাঁস!

ফসল বা গাছ-গাছালিতে কীটনাশক দেওয়া হয় সেটি আমাদের সকলের জানা। কিন্ত এবার কীটনাশকের পরিবর্তে জমিতে হাঁস ব্যবহার করছে জাপানীজ কৃষকরা! তাতে বেশ ভালো ফলও আসছে কৃষকদের। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তৈরি করা এক প্রতিবেদনে তেমনই বলা হয়েছে। 'ব্রেড ডাক' নামে পরিচিতি বিশেষ প্রজাতির একটি হাঁস ফসলের জমিতে কীটনাশকের ভূমিকায় ভীষণভাবে কার্যকরী বলে জানা গেছে। হাঁসদেরকে ধান ক্ষেতে ছেড়ে দেন চাষীরা। তারা তখন জমির সব পোকামাকড় ও আগাছা খেয়ে ছাফ করে ফেলে! তবে এতে ধান গাছের কোন ক্ষতি হয় না।

শুধুমাত্র আগাছাই নয়, আগাছার বীজও খেয়ে ফেলে এই হাঁসগুলো। তাই পরবর্তী মৌসুমে ঐ জমির আগাছা খুব কমই হয়। এই পদ্ধতিতে বেড়ে ওঠা ফসল ঘূর্ণিঝড় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও টিকে থাকার লড়াইয়ে অন্যদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়ে থাকে।

এটি পরিবেশের জন্য খুবই ভালো। এর একটাই অসুবিধা, বয়স হ'লে যখন হাঁসগুলো খুব নাদুস-নুদুস হয়ে যায়, তখন শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পারায় ধান গাছগুলোকে মাড়িয়ে দেয় অনেক সময়। তাই প্রতিবছর নতুন নতুন হাঁসের প্রয়োজন পড়ে। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে রাসায়নিকের উপর নির্ভরশীলতা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব।

মুসলিম জাহান

ইন্দোনেশিয়ার ১২টি ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ প্রকাশ

২০১৫ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীর ১২ শতাংশ মুসলিম ইন্দোনেশিয়ায় বসবাস করে। এখানে ৭টি স্থানীয় ভাষায় কথা বলা হয়। জানা গেছে, সেখানকার ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি স্থানীয় ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে বিগত বছরগুলিতে ১২টি স্থানীয় ভাষায় কুরআন মাজীদ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী লোকমান হাকীম ছফিউদ্দীনের ভাষ্য মোতাবেক মন্ত্রণালয় দেশের দূর-দূরান্তের দ্বীপসমূহে বসবাসরত মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সবার কাছে কুরআন মাজীদ পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। বিশেষত ঐ সকল দ্বীপের অধিবাসীদের নিকট অনূদিত কুরআন পৌঁছানো যরূরী মনে করছে, যারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার আঁধারে ডুবে আছে *(মাসিক মা'আরিফ, ইউপি, ভারত, এপ্রিল'১৮, পৃঃ ২০১)*।

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে ৫০ লাখ বই!

রোম সাগরের উপকূলে একটি হ্রদ লাগোয়া ৬ তলা বিশিষ্ট মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে বর্তমানে ৫০ লাখ গ্রন্থ মওজূদ রয়েছে। ১ম তলায় দর্শন, ধর্মীয় বিষয়াবলী, ভূগোল, ইতিহাস, মানচিত্র, দুর্লভ গ্রন্থসমূহ এবং এগুলির সিডি প্রভৃতি রয়েছে। ২য় তলায় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ, শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ, ৩য় তলায় শিল্পকলার ৭০০, সংগীতের ৭৮০ প্রকার এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও গ্রন্থ, ৪র্থ তলায় পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার নিদর্শন, বিশ্বকোষ, সাধারণ জ্ঞান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ইউরোপ, মিসর প্রভৃতি সম্পর্কে লক্ষাধিক গ্রন্থ, ৫ম তলায় কনফারেন্স হল, মিটিং রুম, টলেমী গ্যালারী, ত্বহা হুসাইনের গ্রন্থাগার এবং ৩০০ মানববিদ্যা সম্পর্কিত হাযার হাযার কিতাব, ৬ষ্ঠ তলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং গবেষণার জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক স্টাডি সম্পর্কিত শাখা সমূহ রয়েছে। এ তলায় লাইব্রেরিয়ানদের কক্ষ রয়েছে। যেখান থেকে পুরা লাইব্রেরী তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করা হয়। লাইব্রেরীর অধিকাংশ গ্রন্থ আরবী, ইংরেজী, ফারসী, ফরাসী, ইতালী, জাপানী প্রভৃতি ভাষায়। এর উচুঁ দেয়ালগুলিতে অধিকাংশ ভাষার প্রাথমিক দিকের বর্ণসমূহ লিখিত আছে। লাইব্রেরী চত্বরে অবস্থিত বিশাল গম্বুজে জাদুঘর রয়েছে। যেখানে প্রাচীন মিসরীয় ক্যালেণ্ডার ছাড়াও বিশ্বশাসক বিশেষত সুলতান মাহমূদ গযনভী এবং সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবেকসহ পৃথিবীর বিখ্যাত শাসকদের ছবি রয়েছে *(মা'আরিফ, নভেম্বর'১৭, পৃঃ ৩৯২-৯৩)*।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আলজেরিয়ায়

১২ হাযার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হ'তে চলেছে ২০ হাযার বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জামে মসজিদ 'আলজেরিয়া গ্রাণ্ড মসজিদ'। আলজেরিয়ার সমুদ্র উপকূলে নির্মিত হচ্ছে এ মসজিদটি। ২০১২ সালে শুরু হওয়া মসজিদটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। আগামী বছরের শুরুর দিকে নির্মাণাধীন এ বৃহত্তম মসজিদটি উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

মসজিদটিতে একসঙ্গে ছালাত আদায় করতে পারবেন ১ লাখ ২০ হাযার মুছল্লী। মসজিদটির চত্বরে দ্য দাজমা আল-দাজাজায়ের নামে ১০ লাখ বই সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকবে। এর অনন্য আকর্ষণ হ'ল এটি সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হবে। জার্মানের প্রকৌশলী 'ইউরগান এঙ্গেল'-এর ডিজাইন করা এ মসজিদটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে দেশটির গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়।

উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়া ১৯৬২ সালে ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তারপর থেকেই দৃষ্টিনন্দন এ মসজিদটি নির্মাণের চিন্তা মাথায় ছিল বলে জানান নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আহমাদ মাদানী। আলজেরিয়ার এ জামে মসজিদটি হবে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর পর তৃতীয় বৃহত্তম জামে মসজিদ।

মালয়েশিয়ার শাসনক্ষমতায় আবারো মাহাথির মুহাম্মাদ

১৯৮১ সালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যার বিস্ময়কর কর্মতৎপরতায় আপাদমস্তক পাল্টে যায় মালয়েশিয়ার চালচিত্র, সেই সফল রাজনীতিক ও শাসক 'আধুনিক মালয়েশিয়ার জনক' বলে খ্যাত মাহাথির মুহাম্মাদ পুনরায় ফিরে এসেছেন দেশটির শাসনক্ষমতায়। তার নেতৃত্বাধীন বিরোধীদলীয় জোট পাকাতান হারপান গত ৯ই মে দেশটির চতুর্দশ জাতীয় নির্বাচনে জয়ী

হয়েছে। সংসদের ২২২টি আসনের মধ্যে তার দল পেয়েছে ১২২টি আসন। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল ১১২ আসন। প্রধানমন্ত্রী নাজীব রাজাকের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জোট বারিসান ন্যাশনাল পেয়েছে ৭৯ আসন। পরদিন ১০ই মে দেশটির বর্তমান রাজা অং সুলতান মুহাম্মাদের নিকটে মাহাথির শপথবাক্য পাঠ করেন।

১৯৮১ সালে ক্ষমতায় আসার পর তিনি এক নাগাড়ে ২২ বছর দায়িত্ব পালন করেন। আর এ সময়ে একটি দরিদ্র দেশ মালয়েশিয়াকে বিশ্বের উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যান। ১৯৯৮ সালে তার উপপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমকে দুর্নীতি আর সমকামিতার অভিযোগে তিনি কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ২০০৩ সালে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজনীতি থেকে ব্যতিক্রমধর্মী অবসর গ্রহণ করেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আহমদ বাদাবীর নিকটে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পর তিনি বলেছিলেন, 'কাঁধ থেকে দেশ পরিচালনার বোঝা সরাতে পেরে স্বস্তি পাচ্ছি'।

কিন্তু বাদাবীর ওপর ভরসা রাখতে পারেননি বেশী দিন। পেছন থেকে সুতার টানে পালাবদল ঘটিয়ে ২০০৯ সালে দেশটির ক্ষমতায় আনেন তারই একান্ত শিষ্য নাজীব রাজাককে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ ওঠে। তখনও নাজীবের বিএন পার্টির সঙ্গে যুক্ত মাহাথির। দুর্নীতি বুঝতে পেরে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি। ২০১৬ সালে দল থেকে বেরিয়ে যোগ দেন বিরোধী দল হাকাতান হারাপানের সঙ্গে। ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। পুরনো শত্রুতা ভুলে একসময় তারই ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমের সঙ্গে জোট বাঁধেন। এসময় তিনি তাকে জেলে ভরার বিষয়টি তার জীবনের অনেক ভুলের মধ্যে অন্যতম ভুল হিসাবে স্বীকার করেন।

এভাবে নিজের শত্রুর সঙ্গে জোট বেঁধে নিজের দলের বিরুদ্ধেই মাঠে নামেন মাহাথির। সব হিসাব-নিকাশ পাল্টে দিয়ে আবারও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। এখন তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ প্রধানমন্ত্রী।

ছালাতের সুবিধার্থে ইন্দোনেশিয়ায় মোবাইল মসজিদ

বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ১৬তম এই দেশটির ২৬ লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে ৮৬.১ শতাংশই মুসলমান। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানদের বিস্তৃতি শুরু হয়। দেশটির প্রধান ধর্মও ইসলাম। এ বৃহত্তম মুসলিম দেশটিতে মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ। দেশটির মুসলমানরা আযানের সঙ্গে সঙ্গেই ছালাত আদায়ের জন্য তৈরি হয়। কিন্তু জনবহুল দেশ ইন্দোনেশিয়ায় অনেক সময় যানজটের কারণে সঠিক সময়ে মসজিদে পৌঁছতে অনেক অসুবিধা হয়। এ অসুবিধা থেকে উত্তরণের উপায় হিসাবেই রাজধানী জাকার্তায় শুরু হয়েছে পিকআপ ভ্যানে নির্মিত মোবাইল মসজিদের অগ্রযাত্রা।

মোবাইল মসজিদ নামে সবুজ ও সাদা রঙের পিকআপ ভ্যানে অত্যাধুনিক ডিজাইনের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে এ মসজিদ। পিকআপ ভ্যানেই মুছল্লীদের জন্য ওযূ করার স্থান, ছালাতের স্থান, ছালাতের জন্য নারীদের বিশেষ পোশাক এবং ইমামের খুৎবা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধা রয়েছে।

মোবাইল মসজিদ ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের কাছে খুবই সমাদৃত। কারণ এর ফলে বিভিন্ন অডিটোরিয়াম, পার্ক, হাইওয়ের পাশে মসজিদ না থাকা সত্ত্বেও কর্মব্যস্ত মানুষের জামা'আতে ছালাত আদায় সম্ভব হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে যে, এটি মানুষকে ছালাতের প্রতি আরো বেশী আগ্রহী করে তুলবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

প্লাস্টিক খেকো এনজাইমের সন্ধান

কোন প্লাস্টিক বর্জ্যকেই পড়ে থাকতে দিচ্ছে না। সব প্লাস্টিকই চলে যাচ্ছে সেই 'প্লাস্টিক-খেকো' এনজাইমের পেটে! সম্প্রতি এমনই এক এনজাইমের সন্ধান পেয়েছেন ব্রিটেন ও আমেরিকার একটি গবেষকদল। প্লাস্টিকের ঐ বিশেষ যৌগ গিয়ে বোতল বানানোর জন্য প্রথম পেটেন্ট হয়েছিল ১৯৪০-এর দশকে। বোতল বানানোর জন্য প্লাস্টিক পরিবারের ঐ বিশেষ যৌগটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল একটাই কারণে, তা হ'ল- ঐ যৌগটি পরিবেশে লক্ষ লক্ষ বছর টিঁকে থাকতে পারে। এরূপ একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণা করার সময়েই ব্রিটেনের পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কিন শক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা ঐ এনজাইমটির সন্ধান পান। গবেষকরা দেখেছেন, ঐ এনজাইমটি একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়াকে সাহায্য করে প্লাস্টিকের বিশেষ যৌগ 'পেট'কে ভেঙে ফেলছে বা খেয়ে হযম করে ফেলছে। পরে তারা এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য এর সাথে কয়েকটি অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রয়োগ করে দেন, তাতে এনজাইমগুলি আরও দ্রুত খেতে পারছে। তাদের মতে, এটি আদৌ বিষাক্ত নয় বলে শিল্পজাত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর হ'তে পারে।

পুতিনের পৃথিবী ধ্বংসের যন্ত্র ড্রোন সাবমেরিন!

পুজেইদন বা স্ট্যাটাস-৬। এটি রাশিয়ার মনুষ্যবিহীন একটি পরমাণুবাহী ড্রোন সাবমেরিন। এই ড্রোন সাবমেরিনকে 'পুতিনস ডুমসডে মেশিন' নামেও ডাকা হয়। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়- পুতিনের পৃথিবী ধ্বংসের যন্ত্র। এই ড্রোন সাবমেরিন ব্যবহারের ফলে সমুদ্রে ৩০০ ফুট উঁচু সুনামি তৈরী হবে। ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরগুলো মুহূর্তেই পানিতে ডুবে যাবে। প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস তৈরি করে শহরের পর শহর ধ্বংস করে দিতে পারে বলেই এটিকে এই নাম দেয়া হয়েছে। গত মাসে স্টেট অব দ্য ইউনিয়নের ভাষণে পুতিন নিজেই এই সাবমেরিন নির্মাণের কথা স্বীকার করেছেন।

বিশেষজ্ঞরা জানান, পুতিনের এই সাবমেরিন ছয় হাযার ২০০ মাইল দূর পর্যন্ত হামলা চালাতে পারবে। পদার্থবিদ ও পারমাণবিক অস্ত্র গবেষক রেক্স রিচার্ডসন বলেন, এটি ২০-৫০ মেগাটনের যে পারমাণবিক অস্ত্র বহন করতে পারে, তাতে ২০১১ সালের জাপানের সুনামি কিংবা তার চেয়েও আরও ধ্বংসাত্মক সুনামি তৈরিতে সক্ষম হবে।

[পৃথিবী ধ্বংসে নয়, একে শান্তিময় করার জন্য মেধা ও অর্থ ব্যয় করুন (স.স.)]

স্ট্রোকের রোগীদের জন্য বিজ্ঞানীদের নতুন আবিষ্কার সেন্সর প্যাচ

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা হাতে বেঁধে রাখা যায় এমন একটি সেন্সর প্যাচ তৈরি করতে চলেছেন, যা হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করবে। এই সেন্সর ক্রমাগত রোগীর অবস্থা তার চিকিৎসকের কাছে পাঠাবে। বিজ্ঞানীদের যে দলটি এটি তৈরি করছেন তারা বলছেন, চিকিৎসকরা দূরে বসেই সর্বক্ষণ রোগীর অগ্রগতি অবনতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। ফলে তার আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত একটি গবেষণার ফলাফল আমেরিকায় বিজ্ঞানীদের একটি সম্মেলনে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই সেন্সর দেখতে ছোট এক টুকরো প্লাস্টারের মতো যা চামড়ার সাথে লাগিয়ে দেয়া যায়। এরপর বিনা তারেই এ প্যাচটি চিকিৎসকদের কাছে তথ্য পাঠাতে পারবে। এর মাধ্যমে স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর কোন পেশী কাজ করছে বা করছে না এবং স্ট্রোকের কারণে শরীরের ঠিক কোথায় ক্ষতি হয়েছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যাবে। এ বছরের শেষে পরীক্ষা পর্ব শেষ হ'লে এটির বাণিজ্যিক উৎপাদন হয়তো শুরু হবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন ॥ যশোর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দিন

-আমীরে জামা'আত

চণ্ডিপুর, মণিরামপুর, যশোর ২০শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মর্মবাণী উপলব্ধি করা জান্নাতপিয়াসী মুমিনদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা আহলেহাদীছ কোন মতবাদের নাম নয়। এটি একটি পথের নাম। যে পথের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। তিনি সূরা ছফ-এর ১০ নং আয়াত তুলে ধরে জান্নাত হাছিলের প্রতিযোগিতা করার জন্য কর্মী ও সুধীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাফেয আব্দুল আলীম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুর রহীম ও সদস্য তরীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুয্যামান।

উল্লেখ্য, আমীরে জামা'আত যশোরে পৌঁছে শহরের ষষ্টিতলাস্থ আল্লাহর দান ভবন সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। জুম'আর খুৎবায় সূরা আলে ইমরানের ১০২ আয়াত তেলাওয়াত করে মুমিনের ৩টি স্তরের উপরে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তিনি এর বিরোধী চক্রান্তের ব্যাপারে সবাইকে হুঁশিয়ার থাকার আহ্বান জানান।

অতঃপর যশোর থেকে চণ্ডিপুর গমনের পথে মণিরামপুর থানাধীন ঝাঁপা ইউপি চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে আমীরে জামা'আত নব নির্মিত ঝাঁপা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন। এ সময়ে সূরা ইউসুফের ১০৮ আয়াত উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমাজ সংস্কারের জন্য সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। জনপ্রতিনিধিরা যদি বিশুদ্ধ ইসলামের জন্য কাজ করেন, তাহ'লে সমাজ থেকে যাবতীয় দুর্নীতি সহজে দূর হবে।

ঝাঁপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মণিরামপুর উপযেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আমজাদ হোসাইন লাভলু। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। অতঃপর আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ পার্শ্ববর্তী ঝাঁপা বাঁওড়ের উপরে ৮৩৯টি প্লাস্টিকের ড্রাম ও প্রায় ৩০ টন এ্যাঙ্গেল-পাতি দ্বারা স্থানীয় ৫৬জন যুবকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ঝাঁপা গ্রাম উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন'-এর উদ্যোগে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০১৭ সালে নির্মিত ভাসমান সেতু পরিদর্শন করেন। ইউপি চেয়ারম্যান জনাব শামসুল হক আমীরে জামা'আত ও তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে ভাসমান সেতু পায়ে হেটে পার হন এবং পুনরায় ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, সেতুটির দৈর্ঘ ১৩০০ ফুট ও প্রস্থ ৮ ফুট। ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বাওড়ের গভীরতা ২০ ফুট থেকে ৬০ ফুট পর্যন্ত। বর্তমানে এটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অভিভাবক সমাবেশ

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২১শে এপ্রিল, শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স-এর পঞ্চম তলার অডিটোরিয়ামে এক অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র কমপ্লেক্স-এর সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলার মাননীয় যেলা প্রশাসক জনাব ইফতেখার হোসাইন। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কর্মসূচী ও কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেন এবং অত্র প্রতিষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ।

যেলা সম্মেলন ॥ লালমণিরহাট

লালমণিরহাট ৩০শে এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের কালেক্টরেট ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দুপুর ২-টা থেকে শুরু হয়ে মাগরিবের ছালাতের পূর্বে সম্মেলন শেষ হয়। বৃষ্টি বিঘ্নিত পরিবেশেও প্যাণ্ডেল ছাপিয়ে আশাপাশের রাস্তায় বিপুল সংখ্যক শ্রোতাকে দাড়িয়ে বক্তব্য শ্রবণ করতে দেখা গেছে। পার্শ্ববর্তী নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, পঞ্চগড় যেলা থেকে কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ সম্মেলনে যোগদান করেন।

সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা

শিবগঞ্জ, বগুড়া ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যেলার শিবগঞ্জ থানার কুড়াহার এলাকার উদ্যোগে কুড়াহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জনাব যহূরুল ইসলাম কাযীর সভাপতিত্বে ও আটমূল সালাফিইয়াহ মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, স্থানীয় ইঠাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব আব্দুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন স্থানীয় মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও আব্দুল কাদের। সুধী সমাবেশে বিপুল সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত হন। মহিলাদের জন্যও পৃথক প্যাণ্ডেলের ব্যবস্থা ছিল। উভয় প্যাণ্ডেলই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় মেহমান বগুড়া পৌঁছে গাবতলী থানার দক্ষিণ বাগবাড়ী গ্রামে জনাব আলহাজ্জ জিন্নাত আলী-এর দানকৃত জমিতে সদ্য চালুকৃত 'জান্নাতুন

নেসা মহিলা মাদরাসা' পরিদর্শ করেন। এ সময়ে তিনি কুরআন সবক নেওয়া ৫ জন শিক্ষার্থীর হাতে কুরআন মাজীদ তুলে দেন। অতঃপর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমানের সবক দানের পর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করেন। সেখান থেকে বগুড়া শহরে পৌঁছে তিন মাথা রেল গেইটের নিকটবর্তী ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মটর সাইকেল এক্সিডেন্টে দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ জনাব আব্দুর রহীম কষ্ট করে জুম'আয় উপস্থিত হন। কেন্দ্রীয় মেহমান তার সুস্থতার জন্য খাছ দো'আ করেন।

মহিমাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন মহিমাগঞ্জ রেল স্টেশন সংলগ্ন আহলেহাদীছ মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আলতামাসুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মশীউর রহমান ও 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইউনুস আলী।

জয়নগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ফুলবাড়ী থানাধীন জয়নগর বাজার মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফুলবাড়ী উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক যাকির হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

একই দিন বাদ এশা ফুলবাড়ী উপযেলার গৌরীপাড়া আল-ফালাহ হাশেমী জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

শ্রীখণ্ডি, চারঘাট, রাজশাহী ১১ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার চারঘাট থানাধীন শ্রীখণ্ডি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চারঘাট উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ খুরশেদ আলম।

মাসিক ইজতেমা

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৪ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মাক্বূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সদর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মাক্বূল হোসাইন ও গাযীপুর যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক হাফেয শাকিল আহমাদ।

চুয়াডাঙ্গা, ৪ঠা মে শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি ফায়ছাল কবীর প্রমুখ। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহ যেলার ৯-টা শাখা থেকে কর্মী ও সুধীগণ উক্ত ইজতেমায় যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সানোয়ার হোসাইন। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় মেহমানগণ চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছলে সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অতঃপর সেখান থেকে সদর থানার আড়িয়া গ্রামে পৌঁছে সেখানে অল্প কয়েক ঘর নতুন আহলেহাদীছ ভাইয়ের উদ্যোগে চাটাই ও টিন দিয়ে নির্মিত বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক। তিনি খুৎবায় সমবেত মুছল্লীদেরকে বিগত ইতিহাস উল্লেখ পূর্বক বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে হক-এর উপর দৃঢ় থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি নতুন আহলেহাদীছ ভাইদেরকে ধৈর্যের সাথে এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধভাবে অভ্রান্ত সত্যের এই অনন্য দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। একই সময়ে সুজায়েতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুৎবা দেন রাকীবুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ১লা মে মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ধুরইল ডি.এস.কামিল মাদরাসার হল রুমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর ও রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি এমদাদুল হক। প্রশিক্ষণে উপযেলার বিভিন্ন এলাকা ও শাখা থেকে দুই শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহমখদুম থানাধীন নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হল রুমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'সোনামণি' সংগঠনের পরিচালক আব্দুল হালীম এবং সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুবীনুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা।

Contents

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

সিরাজগঞ্জ : পশ্চিম দুবলাই, কাযীপুর ২২শে মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ আছর, দুবলাই পূর্বপাড়া বাদ মাগরিব ও গান্ধাইল দক্ষিণ পাড়া, কাযীপুর বাদ এশা; গান্ধাইল নয়াপাড়া ২৩শে মার্চ শুক্রবার বেলা ১১-টায় ও বড়শিভাঙ্গা বাদ আছর, শিমুলদাইড় উত্তরপাড়া বাদ মাগরিব এবং শিমুলদাইড় দক্ষিণপাড়া বাদ এশা; চক শাহবাজপুর, কামারখন্দ ২৪শে মার্চ শনিবার বাদ যোহর; বাদুল্লাপুর, সলঙ্গা বাদ মাগরিব, রশিদপুর মধ্যপাড়া ও উত্তর পাড়া বাদ এশা; চরিয়া মধ্যপাড়া ও কাচিয়ারচর, সলঙ্গা ২৫শে মার্চ রবিবার বাদ ফজর; বড়কুড়া দক্ষিণপাড়া, কামারখন্দ বাদ যোহর; চরকুড়া দারুল হাদীছ হাফেযিয়া মাদরাসা মসজিদ, বাদ আছর; রায় দৌলতপুর দক্ষিণ পাড়া বাদ এশা; সদাই, উল্লাপাড়া ২৬শে মার্চ সোমবার বাদ যোহর; দমদমা বাদ আছর; শাহীকোলা, বাদ মাগরিব ও রায় দৌলতপুর উত্তরপাড়া, কামারখন্দ বাদ মাগরিব; জগতগাতি, সিরাজগঞ্জ সদর, ২৭শে মার্চ মঙ্গলবার বাদ যোহর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভাসমূহে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। উল্লেখ্য, উক্ত সফরে চক শাহবাজপুর, রায় দৌলতপুর দক্ষিণ পাড়া ও জগতগাতি শাখা কমিটি গঠিত হয়।

বরগুনা ৬ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ বরগুনা শহরস্থ ডি,কে,পি হাইস্কুল সংলগ্ন জামে মসজিদে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দের পরামর্শক্রমে ডাঃ এইচ.এম. যাকির খানকে আহ্বায়ক ও যাকির মোল্লাকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে 'আন্দোলন'-এর বরগুনা যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

একই দিন বাদ এশা পটুয়াখালী সরদ থানাধীন কালিচন্না আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ক্বারী সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

কৌরিখাড়া, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ৭ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার স্বরূপকাঠী থানাধীন দক্ষিণ কৌরিখাড়া বাজার পাঞ্জেগানা আহলেহাদীছ মসজিদে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দুরহাট বাজারের ব্যবসায়ী আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। উক্ত পরামর্শ সভায় উপস্থিত সদস্যদের পরামর্শক্রমে মাহবূব আলমকে সভাপতি ও মাহবূবুল হাসান মুরাদকে সাধারণ সম্পাদক করে পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

যুগিহাটী, উযীরপুর, বরিশাল ৯ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার উযীরপুর থানাধীন যুগিহাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম নাছির।

উত্তর বিজয়পুর, গৌরনদী, বরিশাল ১০ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার গৌরনদী থানাধীন উত্তর বিজয়পুর নিবাসী মনীরুয্যামান-এর বাসভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুনীরুয্যামান এবং শোলক আহলেহাদীছ মসজিদের ইমাম মাওলানা আমীনুর রহমান প্রমুখ।

বাগেরহাট : কামারগ্রাম ভাণ্ডারখোলা, মোল্লাহাট ১০ই এপ্রিল মঙ্গলবার বাদ আছর; উদয়পুর-উত্তরকান্দি, মোল্লাহাট ১১ই এপ্রিল বুধবার বাদ মাগরিব; ঘাটবিলা, মোল্লাহাট ১২ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব; বুজবুনিয়া, রামপাল ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার বাদ মাগরিব; চটেরহাট, মোংলা ১৪ই এপ্রিল শনিবার বাদ মাগরিব আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা সমূহে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। উক্ত সফরে কামারগ্রাম ভাণ্ডারখোলা শাখা, উদয়পুর-উত্তরকান্দি মাদরাসা মসজিদ শাখা ও ঘাটবিলা শাখা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

রংপুর ২৪শে এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের মুসলিমপাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যক্ষ হেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক লালমিয়া ও যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ।

কুড়িগ্রাম : বড়ভিটা, ফুলবাড়ী ২৫শে এপ্রিল বুধবার বাদ যোহর; বিলকন্যা, নাগেশ্বরী ২৬শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাদ আছর; গোপালপুর বোর্ডেরহাট, নাগেশ্বরী বাদ মাগরিব; আন্ধারীঝাড়, ভুরুঙ্গামারী ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার বাদ জুম'আ এবং ধাউড়ার কুঠি বাদ মাগরিব; চর ধাউড়ার কুঠি ২৮শে এপ্রিল শনিবার বাদ যোহর এবং ফকীরবাড়ী, কচাকাটা বাদ মাগরিব; সতীপুর, ভুরুঙ্গামারী, ২৯শে এপ্রিল রবিবার বাদ যোহর এবং মধুর হাইল্যা বাদ এশা; উত্তর পাণ্ডুল মোল্লাপাড়া, উলিপুর ১লা মে মঙ্গলবার বাদ মাগরিব এবং মাস্টারপাড়া বাদ এশা; উত্তর পাণ্ডুল মোল্লাপাড়া, উলিপুর ২রা মে বুধবার বাদ আছর এবং মাস্টারপাড়া বাদ এশা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা সমূহে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। উল্লেখ্য, ২৮শে এপ্রিল শনিবার কচাকাটা থানাধীন 'ফকীরবাড়ী শাখা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

নারাঙ্গী, মানিকগঞ্জ ৪ঠা মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মানিকগঞ্জ যেলা শহরের নারাঙ্গী ইঞ্জিনিয়ার মুনীরুয্যামানের বাসার উঠানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মানিকগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (অব.) মুহাম্মাদ হযরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন দোয়াত আলী কামিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা জামীল আহমাদ ও ইঞ্জিনিয়ার মুনীরুয্যামান।

যুবসংঘ

আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ

উত্তর নওদাপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ২০শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর শাহমখদুম থানাধীন উত্তর নওদাপাড়া নতুন আহলেহাদীছ মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক জনাব শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল হক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজীদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকা 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান।

দক্ষিণ শাহবাজপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন দক্ষিণ শাহবাজপুর (বড়গ্রাম) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিরামপুর উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-

তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ প্রমুখ।

আল-'আওন

(১) শাঁখারীপাড়া, নলডাঙ্গা, নাটোর ৪ঠা মে শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার নলডাঙ্গা থানার শাঁখারীপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আল-'আওন'-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ আব্দুল মতীন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইবরাহীম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবূ হানীফ। পরামর্শ শেষে ডাঃ এস.এম. শাহরিয়ারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আল-আমীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-১৯ সেশনের জন্য 'আল-আওনে'র ৫ সদস্য বিশিষ্ট নাটোর যেলা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে 'আল-'আওনে'র পক্ষ থেকে উপস্থিত ৪১ জন সদস্যের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং দাতা সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। অতঃপর বেলা সাড়ে ৩-টায় বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আল-'আওনে'র পক্ষ থেকে উপস্থিত ৩০ জন সদস্যের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং দাতা সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

(২) নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই মে, বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মিলনায়তনে 'আল-'আওন'-এর উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আল-'আওনের সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-'আওন-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জাম'আত।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় এ বছর মোট ৪৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৬ জন ছাত্র ও ২৩ জন ছাত্রী। তন্মধ্যে ১৫ জন জিপিএ ৫ (A+), ২৬ জন জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ (A) এবং ৭ জন জিপিএ ৪.০০-৪.৪৯ (A-) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এ বছর দাখিল পরীক্ষায় ১৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১০ জন জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ (A) ও ৫ জন জিপিএ ৪.০০-৪.৪৯ (A-) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রবাসী সংবাদ

যাকাত শীর্ষক আলোচনা সভা

রিয়াদ, সঊদী আরব ৩রা মে বৃহস্পতিবার : অদ্য রাত ৯-টায় 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে রিয়াদের হারা এলাকার 'খাইয়াম রেষ্টুরেন্টে' যাকাত শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠক ফোরামের সভাপতি জনাব মোস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় যাকাত বিষয়ে মূল আলোচনা পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমান, সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন সঊদী আরব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ। অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান *আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী* নওদাপাড়া, রাজশাহী সম্পর্কিত ভিডিও ও 'স্লাইড শো' প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। 'স্লাইড শো' পরিচালনা করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ এমরান মোল্লা ও জনাব আলী হায়দার। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন।

মাসিক ইজতেমা

বধিয়া আসেমা সানাইয়া, রিয়াদ, সঊদী আরব ৪ঠা মে শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব রিয়াদের বধিয়া আসেমা সানাইয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় একটি হোটেলে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমার ১ম পর্বে সভাপতিত্ব করেন শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আতাউল হক। ২য় পর্বে সভাপতি ছিলেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমান। বক্তব্য পেশ করেন জনাব মনীর হোসাইন, মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, জনাব আলমগীর হোসাইন, আব্দুল্লাহ আল-ফারূক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নাসিরুল ইসলাম ও আলমগীর হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আবুল হাসান ও আতাউল হক। উক্ত ইজতেমায় শতাধিক কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

নতুন সানাইয়া, রিয়াদ, সঊদী আরব ১০ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা রিয়াদের নতুন সানাইয়া এলাকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নতুন সানাইয়া-গ শাখার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মীর হাবীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় রামাযানে করণীয় ও যাকাত-ফিৎরা আদায়ের পদ্ধতি বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নতুন সানাইয়া-গ শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব রহমাতুল্লাহ। কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ ইউসুফ। উক্ত অনুষ্ঠানে নতুন সানাইয়া ক, খ ও গ শাখার দায়িত্বশীল, কর্মী, সমর্থক ও স্থানীয় সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার সাবেক সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রুসমত আলী (৮৬) গত ২৮শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মিলিটারী হাসপাতাল (সিএমএইচ)-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। পরদিন সকাল ১১-টায় বুড়িচং কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মাঠে তার ১ম জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ। অতঃপর দুপুর ২-টায় জগৎপুর ফাযিল মাদরাসা ময়দানে তার ২য় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। ২য় জানাযায় ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ যয়নাল আবেদীন। অতঃপর তাকে নিজ গ্রাম জগৎপুরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : ছালাত অবস্থায় হাঁচি আসলে হাঁচির দো'আ পড়া যাবে কি?

-আজমাল হোসেন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে *'আলহামদুলিল্লা-হ'* বলা যাবে। কিন্তু মুক্তাদী তার জওয়াবে মুখে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বলা যাবে না। কারণ তখন সম্বোধনের ব্যক্তি হবে মানুষ, যা ছালাতের মধ্যে জায়েয নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*। এছাড়া নিম্নের দো'আটিও পাঠ করা যায়। রেফা'আ ইবনে রাফে (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁচি আসল। তখন আমি এই দো'আ পড়লাম : 'আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি মুবা-রাকান 'আলায়হে কামা ইয়ুহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারযা' (আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বহু প্রশংসা পবিত্র প্রশংসা রবকতময় প্রশংসা, বরকতজনক প্রশংসা, যেমন প্রশংসাকে আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও পছন্দ করেন.... *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৯২; নায়ল ২/৩২৬; মিরকাত, ৩/৩৬৪, হা/৯৯৯)*।

প্রশ্ন (২/৩২২) : দুই ঈদের রাতে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত আছে কি? এছাড়া ঈদের রাতে ইবাদত করলে হৃদয় জীবিত থাকে কি?

-আয়েশা ছিদ্দীকা, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : এ ব্যাপারে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। ঈদের রাত্রি জাগরণকারীর অন্তর কখনো মারা যাবে না মর্মের বর্ণনাটি মওযূ' বা জাল *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২০)*। এ মর্মে আরো একটি জাল বর্ণনা এসেছে, যে ব্যক্তি তারবিয়াহ, আরাফাহ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রি সহ চারটি রাত্রি জাগরণ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২২)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : মসজিদের মাইকে মক্তবে পাঠ গ্রহণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান করা যাবে কি?

-হাসান বিন লোকমান
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : মসজিদের মাইক আযান ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে নিষেধ করে বলেন, মসজিদ এ কাজের জন্য বানানো হয়নি' *(মুসলিম হা/৫৬৮, মিশকাত হা/৭০৬)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : একটি বইয়ে লেখা হয়েছে, ঈদায়নের ছালাতে ১২ তাকবীরের হাদীছগুলি যঈফ। শায়খ আলবানী ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিছ এসব হাদীছকে ছহীহ বলেননি। এর সত্যতা আছে কি?

-আতীকুল ইসলাম
বড় বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : বক্তব্যটি সত্য নয়। ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীরের হাদীছকে ইমাম বুখারী, তিরমিযী, আবুদাউদ, নববী, হাফেয ইরাকী, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু হাজার আসক্বালানী, আহমাদ শাকের ও হানাফী মুহাক্কিক শু'আইব আরনাউত্বসহ অসংখ্য মুহাদ্দিছ ছহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করে 'হাসান' বলার পর বলেন, নবী করীম (ছাঃ) থেকে এ ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এটিই সর্বাধিক সুন্দর *(তিরমিযী হা/৫৩৬-এর আলোচনা)*। তিনি আরো বলেন, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই' *(ইলালুত তিরমিযী ১/২৮৭)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ ছাহাবী ও ইমাম প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/২২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, আমর ইবনু শু'আইব বর্ণিত হাদীছটি 'ছহীহ'। এটি আবুদাউদসহ অন্যান্যরা 'হাসান' সনদে বর্ণনা করেছেন *(আল-মাজমূ' ৫/১৬)*। ইরাক্বী বলেন, এর সনদ বিশুদ্ধ *(নায়লুল আওতার ৩/৩৫৪)*। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদ ও আলী ইবনুল মাদীনী ও বুখারী একে ছহীহ বলেছেন *(আত-তালখীছ ২/২০০)*। আহমাদ শাকের বলেন, এর সনদ 'ছহীহ' *(আহমাদ হা/৬৬৮৮)*। হানাফী মুহাক্কিক শু'আইব আরনাউত্ব মুসনাদে আহমাদ, আবুদাউদ ও ইবনু মাজাহর তাহকীকে এর সনদকে 'হাসান' বলেছেন *(আহমাদ হা/৬৬৮৮, ২৪৪৫৪)*। ছাহেবে মির'আত ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, সবচেয়ে উত্তম হ'ল প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া। কারণ এর উপরে এসেছে অনেকগুলি মরফূ হাদীছ, যার কতকগুলি 'ছহীহ' ও কতকগুলি 'হাসান'। ...আর বারো তাকবীরের উপরে আমল করেছেন মহান চার খলীফা হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)' *(মির'আত ৫/৫৩ পৃঃ)*। অতএব ঈদের ছালাতে অতিরিক্ত ১২ তাকবীর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত *(বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' ৩৩-৩৭)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : জনৈক আলেম বলেন, জুম'আর দিন ছিয়াম পালন করলে, রোগী দেখতে গেলে, মিসকীন খাওয়ালে এবং জানাযার ছালাত আদায় করলে চল্লিশ বছর কোন পাপ তার অনুগামী হবে না। কথাটির সত্যতা আছে কি?

-রফীকুল হাসান, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

Contents

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬২০)*। তবে কাছাকাছি মর্মে একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে ছিয়াম পালনকারী হিসাবে সকাল করেছে? উত্তরে আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি। অতঃপর রাসূল বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযায় শরীক হয়েছে? তিনি বললেন, আমি। রাসূল (ছাঃ) আবার বললেন, কে কোন মিসকীনকে খাইয়েছে? আবুবকর বললেন, আমি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) কেউ রোগী দেখতে গেছে কি-না জিজ্ঞেস করলে তিনিই বললেন, আমি হে আল্লাহ্র রাসূল! এবার রাসূল বললেন, একদিনে এতগুলি সদগুণ যার মধ্যে একত্র হবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে' *(মুসলিম হা/১০২৮; ছহীহাহ হা/৮৮)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : ইক্বামতের সময় 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' বলার পর 'আল্লাহু আকবার' একবার বলার ব্যাপারে কোন দলীল আছে কি?

-মুযযাম্মিল হক, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : এর পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং রাসূল (ছাঃ) ইক্বামতের যে বাক্যগুলি শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে স্পষ্টভাবে 'আল্লাহু আকবার'-কে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৭০৯; ইরওয়া হা/২৪৬)*। কেউ কেউ হাদীছে বর্ণিত 'ইক্বামত একবার একবার' *(নাসাঈ হা/৬২৮)* দ্বারা উক্ত বাক্যটি একবার বলার ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন, যা আমলযোগ্য নয়। কেননা এখানে দু'বার *আল্লা-হু আকবার*-কে একটি জোড়া হিসাবে 'একবার' (*মার্রাতান*) গণ্য করা হয়েছে। যা আবুদাঊদের হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় *(নায়লুল আওত্বার, 'আযানের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, ২/১০৬)*।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : হজ্জব্রত পালনকারীদের জন্য ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করা যরূরী কি?

-মীযানুর রহমান, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : হাজীদের জন্য ঈদের ছালাত সুন্নাত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন মিনাতে কখনো ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করেননি। আর ১০ই যিলহাজ্জ তাকবীর সহ কংকর নিক্ষেপ করা ঈদুল আযহার তাকবীর ও ছালাতের স্থলাভিষিক্ত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/৬৯-৭০; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/১৭০; বিস্তারিত দ্রঃ হজ্জ ও ওমরাহ পৃ. ১০৪)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : আমি শেয়ার ব্যবসায় বিনিয়োগ করি। বৈধ কার্য পরিচালনাকারী কোম্পানী দেখে শেয়ার ক্রয় করি। লাভ-লোকসান সবটাই মেনে নেই। প্রতি বছর নিয়মিতভাবে যাকাত আদায় করি। এক্ষণে উক্ত ব্যবসা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ ইলিয়াস, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বিভিন্ন কারণে শেয়ার বেচাকেনা জায়েয নয়। যেমন- (১) ক্রেতার অনেক সময় সম্যক জ্ঞান থাকে না কী বস্তুর শেয়ার তিনি ক্রয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন *(মুসনাদে ইবনুল জা'দ হা/৩৩১৯; গায়াতুল মারাম হা/৩১৮)*। (২) যে বস্তুর শেয়ার কেনা-বেচা হয়, তা দেখা ও জানা-বুঝার সুযোগ এখানে থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন ক্রয়-বিক্রয়কে ধোঁকা বলেছেন *(মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০)*। (৩) শেয়ার ব্যবসার পণ্য আয়ত্ত্বে নিয়ে আসার সুযোগ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্তু ক্রয়ের পর তা নিজ মালিকানায় নিয়ে আসার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/২১৩৫; মিশকাত হা/২৮৪৬)*। (৪) শেয়ার ব্যবসা একটি জুয়া মাত্র। যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ মাল দেখে না। অথচ ঘণ্টায় ঘণ্টায় দর উঠা-নামা হয়। (৫) শেয়ার ব্যবসায় ফটকাবাজারীর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। অনেক সময় কোম্পানী তার প্রকৃত তথ্য গোপন রাখে। কখনো লোকেরা কোম্পানীতে শেয়ার কিনে অধিক লাভ করে। কখনো কারখানা তৈরি না করেই তার শেয়ার বাজারে ছাড়া হয় এবং নতুন শেয়ারে অধিক লাভ মনে করে সেটিকে লোকেরা অধিক মূল্যে খরিদ করে। কোনরূপ ব্যবসা বা মালামাল ছাড়াই তারা এ লাভ করে থাকে। এছাড়াও নিত্যনতুন ছলচাতুরী শেয়ারবাজারে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে। (৬) এতে সূদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ শেয়ার ব্যবসা ব্যাংক থেকে সূদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে করা হচ্ছে। অতএব শেয়ার ব্যবসা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : আমি বাংলাদেশ থেকে মক্কায় গিয়ে তাদের সাথে ঈদ করেছি। এতে আমার ২৮টি ছিয়াম হয়েছে। এক্ষণে আমার একটি ছিয়ামের জন্য করণীয় কি?

-কাযী হারূণুর রশীদ, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে সেদেশের হিসাব অনুযায়ী আরেকটি ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। কারণ আরবী মাস ২৯ বা ৩০ দিনে হয় *(বুখারী হা/১৯১০, ১৯১৩; নাসাঈ হা/২১৩৮; বাক্বারাহ ২/১৮৪; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১৫৮; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৪৮, ৪৯, ৭২, ৭৩)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : সরকারী পরিবহনে টিকিট চেকারের সাথে সমঝোতা করে অল্প মূল্যে ভাড়া পরিশোধ করা জায়েয হবে কি?

-ফেরদাউস রশীদ
উত্তরখান, ঢাকা।

উত্তর : জায়েয হবে না। কারণ এর মাধ্যমে সরকারকে ফাঁকি দেওয়া হবে। যা প্রতারণার শামিল। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার অনুসারী নয়' *(বুখারী হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০)*। স্মর্তব্য যে, কারণবশতঃ কখনো টিকেট না কেটে পরিবহনে উঠে পড়লে সরকারী রশিদ গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক ভাড়া প্রদান করবে। তবে এক্ষেত্রে সরকারী নিয়মেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। কেননা সঙ্গত কারণে টিকিট কাটতে না পারলেও চেকাররা দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করেন, যেটা যুলুম।

Contents

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : আমি ফরয ও নফল আমলের ক্ষেত্রে নিয়ত করতে ভুলে যাই। এতে আমার আমল কবুল হবে কি?

-মাহতাবুদ্দীন

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : নিয়ত করা ফরয *(মুত্তাফাকুন আলাইহ, মিশকাত হা/০১; মুগনী ১/২৮৭)*। কিন্তু নিয়ত পড়া বিদ'আত। নিয়ত না করলে আমল কবুলযোগ্য হবে না। এরূপ অবস্থা হ'লে সঠিকভাবে নিয়ত করে নতুনভাবে তাকবীরে তাহরীমা বলে ছালাত শুরু করবে। স্মর্তব্য যে, ছালাতের জন্য মনে মনে সংকল্প করাই যথেষ্ট। বিভিন্ন পুস্তিকায় ছালাতের জন্য যে গৎবাঁধা নিয়ত সমূহ লিপিবদ্ধ আছে, তা কুরআন বা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বিশিষ্ট হানাফী আলেম মোল্লা আলী ক্বারী, ইবনুল হুমাম, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) মুখে নিয়ত পাঠ করাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন *(মিরক্বাত শরহ মিশকাত (দিল্লী ছাপাঃ) ১/৪০-৪১ পৃঃ, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৪ টীকা-৫৪)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : আমি সিজারের মাধ্যমে তিনটি সন্তান লাভ করেছি। এর পর সন্তান নেওয়া আমার জন্য বিপদজনক। এক্ষণে আমি জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নিতে পারি কি?

-নাবীলা শারমিন, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : সাধারণভাবে স্থায়ী জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ হারাম। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যদি জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তাহ'লে স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। কারণ আল্লাহ হারাম জিনিসকে কখনো কখনো হালাল করেছেন। যেমন নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণীর গোশত হালাল *(বাক্বারাহ ২/১৭৩, নাহল ১৬/১১৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৯/৩১৮)*। তবে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান না নেওয়ার লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হারাম *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩১)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : সূরা ইয়াসীন পাঠের বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-মহসিন আকন্দ, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : সূরা ইয়াসীনের ফযীলত সম্পর্কে যত বর্ণনা রয়েছে, তার সবগুলো যঈফ অথবা জাল। একটি হাদীছও ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৯, ৬৮৪৪, ১২৪৬; যঈফুল জামে' হা/৫৭৮৫-৮৯; যঈফ আত-তারগীব হা/৮৮৬)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : একটি বইয়ে লেখা রয়েছে, কবর যিয়ারত মহিলাদের জন্য জায়েয নয়। একথার সত্যতা আছে কি?

-সায়মা, কুমিল্লা।

উত্তর : নারীদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) তার ভাই আব্দুর রহমান বিন আবুবকর (রাঃ)-এর কবর যিয়ারত করার সময় তাকে বলা হ'ল রাসূল (ছাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ নিষেধ করেছিলেন। তবে পরে তিনি কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন *(হাকেম হা/১৩৯২; আবু ইয়া'লা হা/৪৮৭১; ইরওয়া হা/৭৭৫; ইবনু মাজাহ হা/১৫৭০, সনদ ছহীহ)*। যেমন হাদীছে এসেছে, 'আমি কবর যিয়ারত করা হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম, এখন তোমরা যিয়ারত কর' *(তিরমিযী হা/১০৫৪; ছহীহাহ হা/৮৮৬)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে কবর যিয়ারতের দো'আ শিখিয়ে দিয়েছেন *(মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৭)*। কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হ'লে দো'আ শিখিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন আসত না। তবে সেখানে সরবে কান্নাকাটি করা যাবে না *(বুখারী হা/১২৯৭; মিশকাত হা/১৭২৫)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : সুৎরা কি যেকোন বস্তু দ্বারা দেওয়া যায়? যেমন কলম, মোবাইল, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি।

-মাহফূযা, ঢাকা।

উত্তর : সুৎরা হিসাবে বোধগম্য হয়, এরূপ প্রত্যেক বস্তুকে সুৎরা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। রাসূল (ছাঃ)-কে সুৎরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উটের হাওদার পিছনের কাঠের পরিমাণ *(মুসলিম হা/৪৯৯)*। নববী বলেন, হাওদার পিছনের কাঠ, যা হাতের (কনুই থেকে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত) তিনভাগের একভাগ পরিমাণ। এরূপ যেকোন বস্তু সামনে রাখলেই তা যথেষ্ট হবে *(নববী, শরহ মুসলিম হা/৪৯৯)*। স্মর্তব্য যে, দাগ টেনে সুৎরা দেওয়ার হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৮১; যঈফুল জামে' হা/৫৬৯)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : রামাযান মাসে মিথ্যা কথা বললে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে কি ছওম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

-আবুল কালাম

মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ছওম ভঙ্গ হবে না। তবে এতে তার ছওম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং নেকী কমে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কর্ম ছাড়ল না তার খানাপিনা ত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯)*। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় আযীমাবাদী বলেন, এই হাদীছ দ্বারা এ দলীল নেওয়া হয় যে, এই কাজগুলো ছওমের নেকী কমিয়ে দেয় *(আওনুল মা'বূদ ৬/৩৫০)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : সাহারী ইফতারের সময় নির্ধারণী দু'টি ক্যালেন্ডারের সময়সূচীর মধ্যে কমবেশী রয়েছে। এমতাবস্থায় কোন সময়টি অনুসরণ করব?

-আলতাফ হোসেন, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : সাহারী-ইফতারের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা হ'ল ইফতার দ্রুত করা ও সাহারী দেরীতে করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার দ্রুত করবে। কেননা ইহূদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫)*। তিনি বলেন, তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর *(ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৯)*। অতএব যে সূচীটি উক্ত নির্দেশনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল, সেটিই অনুসরণযোগ্য।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : আমেরিকায় দিনের বেলা শিশু জন্মগ্রহণ করলে বাংলাদেশে তখন রাত থাকে। এক্ষণে দেশে তার আক্বীক্বা প্রদান করা হ'লে বাংলাদেশ সময়কে জন্ম তারিখ হিসাবে ধরতে হবে কি?

-হাসান মাহমূদ
পেনসিলভানিয়া, আমেরিকা।

উত্তর : যে দেশে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সেখানকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী সন্তানের আক্বীক্বা প্রদানের দিন নির্ধারণ করবে। কারণ আক্বীক্বা সপ্তম দিনে করতে বলা হয়েছে যা জন্ম ও জন্ম স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : ইউটিউব ভিডিওতে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে যে উপার্জন করা হয় তা জায়েয কি?

-আবুল বাশার, রংপুর।

উত্তর : বিজ্ঞাপনে শরী'আত বিরোধী কিছু না থাকলে এবং তা শরী'আত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশনা না থাকলে, উক্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা বা প্রচারে সহযোগিতা করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা যায়। তবে যদি বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ বাছাই করার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকে এবং বিজ্ঞাপন যদি ভালমন্দ মিশ্রিত হয়, তবে এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : আমাদের এলাকার মসজিদটি ৩৫ বছর পূর্বে নির্মিত। এখন জানা যাচ্ছে যে তার নীচে একটি কবর ছিল। কিন্তু কেউ জানে না সেটা কোন দিকে। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আয়নুল হক, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : কবর থাকার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমতঃ দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে কবরটি কতদিন পূর্বের এবং কোন স্থানে অবস্থিত। যদি বহু পুরাতন হয় ও হাড়-হাড্ডি না থাকার সম্ভাবনা থাকে, উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৭২ পৃঃ; তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৯১)* আর যদি কবরে হাড়হাড্ডির অস্তিত্ব থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় তাহ'লে করণীয় হ'ল- কবর পূর্বের হ'লে মসজিদ সরাতে হবে। আর মসজিদ পূর্বের হ'লে কবর সরাতে হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৯৪-৯৫ পৃঃ; তাহযীরুস সাজিদ ৪৫ পৃঃ)*। এক্ষেত্রে সহজ সমাধান হ'ল, কবর থেকে হাড়-হাড্ডি তুলে অন্য গোরস্থানে দাফন করা *(বুখারী হা/১৩৫২, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০০-০২)*।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : হজ্জ ফরয হওয়া ব্যক্তি কেবল ওমরাহ পালন করলে তার হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে কি?

-ওমর ফারূক
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : হজ্জ ও ওমরা দু'টি পৃথক ইবাদত। একটি আরেকটির স্থলাভিষিক্ত হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর' *(বাকারাহ ২/১৯৬)*। লাক্বীত ইবনে আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার পিতা এত বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি হজ্জ ও ওমরাহ করতে অক্ষম। এমনকি সফর করতেই অক্ষম। তিনি বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ হ'তে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন কর *(ইবনু মাজাহ হা/২৯০৬; আবুদাউদ হা/১৮১০; মিশকাত হা/২৫২৮)*। অতএব কেবল ওমরাহ পালন করলে, হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হবে না।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : জনৈক আলেম বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) জীবনে ৩টি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। কথা তিনটি কি কি এবং এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার ব্যাখ্যা কি?

-তাওফীক, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, 'ইবরাহীম (আঃ) তিনটি ব্যতীত কোন মিথ্যা বলেননি'। উক্ত তিনটি মিথ্যা ছিল- (১) মেলায় না যাবার অজুহাত হিসাবে তিনি বলেছিলেন إِنِّيْ سَقِيْمٌ 'আমি অসুস্থ' *(ছাফফাত ৩৭/৮৯)*। (২) মূর্তি ভেঙ্গেছে কে? এরূপ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا 'বরং এই বড় মূর্তিটাই এ কাজ করেছে' *(আম্বিয়া ২১/৬৩)*। (৩) মিসরের লম্পট রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী সারা-কে তিনি বোন হিসাবে পরিচয় দেন *(বুখারী হা/৩৩৫৮; মুসলিম হা/২৩৭১; মিশকাত হা/৫৭০৪)*। হাদীছে উক্ত তিনটি বিষয়কে 'মিথ্যা' শব্দে উল্লেখ করা হ'লেও মূলতঃ এগুলির একটাও প্রকৃত অর্থে মিথ্যা ছিল না। বরং এগুলি ছিল আরবী অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তাওরিয়া' (التورية) বা দ্ব্যর্থ বোধক পরিভাষা। যেখানে শ্রোতা বুঝে এক অর্থ এবং বক্তার নিয়তে থাকে অন্য অর্থ। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন হযরত আয়েশার কাছে তার এক বৃদ্ধা খালাকে দেখে বললেন, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। একথা শুনে খালা কান্না শুরু করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা তখন সবাই যুবতী হয়ে যাবে' *(শামায়েলে তিরমিযী; ছহীহাহ হা/২৯৮৭)*। হিজরতের সময় পথিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াবে আবুবকর (রাঃ) বলেন, 'ইনি আমাকে পথ দেখিয়ে থাকেন' *(বুখারী হা/৩৯১১)*। এতে লোকটি ভাবল, উনি একজন সাধারণ পথপ্রদর্শক ব্যক্তি মাত্র। অথচ আবুবকরের উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাদের নবী অর্থাৎ ধর্মীয় পথপ্রদর্শক। অনুরূপভাবে যুদ্ধকালে রাসূল (ছাঃ) একদিকে বেরিয়ে অন্য দিকে চলে যেতেন। যাতে তাঁর গন্তব্য পথ গোপন থাকে। এগুলি হ'ল উক্তিগত ও কর্মগত তাওরিয়ার উদাহরণ *(নবীদের কাহিনী-১, ১/১২৮-১২৯ পৃঃ)*।

Contents

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : আমি যে মসজিদে ই'তিকাফ করি, সেখানে ২০ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা হয়। এক্ষণে এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
রূপসা কলেজ, খুলনা।

উত্তর : এক্ষেত্রে জামা'আতে ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করে নিয়ে ই'তিকাফ স্থলে ফিরে আসবে এবং অন্যান্য নফল ইবাদত করবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে ১১ বা ১৩ রাক'আতের অধিক রাত্রিকালীন নফল ছালাত আদায় করেননি' *(বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/১৭২৩; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৬৪)*।

তবে সম্ভবপর ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক তারাবীহর ছালাত আদায় করা হয় এরূপ মসজিদে তারাবীহ ছালাত আদায় করবে। যাতে ইমামের সাথে জামা'আতে পূর্ণ ছালাত আদায় করতে পারে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমামের সাথে পূর্ণ ছালাত আদায় করে ফিরে আসে, সে সারা রাত ছালাত আদায়ের সমান নেকী পায় *(ইবনু মাজাহ হা/১৩২৭; তিরমিযী হা/৮০৬; মিশকাত হা/১২৯৮)*। অত্র হাদীছে জামা'আতে ইমামের অনুসরণ করে ছালাত আদায়ের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : আমার যৌনাঙ্গ দিয়ে সর্বদা এক প্রকার হলদে রস বের হয়। আমি তা ধুয়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করি। কিন্তু মাঝে মধ্যে ভুলে না ধুয়ে ওযূ করেই ছালাত আদায় করে ফেলি। এক্ষণে আমার ছালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

-নাজীবা খাতুন, সিলেট।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় সেখানে এমন কিছু দিয়ে রাখবে যাতে তা প্রবাহিত না হয়। আর এক্ষেত্রে মুস্তাহাযার বিধান প্রযোজ্য হবে। মুস্তাহাযা মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ু আসে এসব মহিলা ও পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য পৃথকভাবে ওযূ করলেই ছালাত হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৫৮ 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৮-৯০, 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১৩০)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : স্বামী-স্ত্রী ঘুমানোর সময় স্ত্রীকে স্বামীর বাম পাশে ঘুমাবে হবে কি?

-আতীকুর রহমান
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এরূপ কোন নির্দেশনা শরী'আতে নেই। বরং সুবিধাজনকভাবে ঘুমাবে। স্মর্তব্য যে, প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য ডান কাতে ঘুমানো সুন্নাত *(বুখারী হা/২৪৭, ৬৩১৪; মুসলিম হা/২৭১০; মিশকাত হা/২৩৮৫)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : ২৫ ও ১৮ বছর বয়সী স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পড়াশুনায় ব্যস্ত। সন্তান দেখার মত কেউ না থাকায় তারা বর্তমানে আযলের মাধ্যমে সন্তান নেওয়া থেকে বিরত থাকছে। এরূপ করায় তাদের গুনাহ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : এটি বিবাহের উদ্দেশ্য বিরোধী কাজ। অতএব এ থেকে বিরত থাকা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) সর্বদা অধিক সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১)*। তবে বাধ্যগত অবস্থায় সাময়িকভাবে আযল করলে গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ *(বুখারী হা/৫২০৯; মুসলিম হা/৩৬২৯; মিশকাত হা/৩১৮৪-৮৫)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : খাওয়ার সময় সালাম আদান-প্রদান বা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা যাবে কি ?

-মেহেদী হাসান
হিরণ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : খাওয়ার সময় সালাম বিনিময় বা প্রয়োজনীয় আলাপ করা যায়। যেসব কথা সাধারণ অবস্থায় জায়েয, তা খাদ্য গ্রহণের সময়ও জায়েয। 'খাদ্যগ্রহণের সময় কোন কথা বা কোন সালাম দেওয়া যাবে না' মর্মে যেকথা সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার কোন ভিত্তি নেই। রাসূল (ছাঃ) খাবারের সময় প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) খাদ্যগ্রহণকালে বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জানো আল্লাহ কিভাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন? *(বুখারী হা/৩৩৪০; মুসলিম হা/১৯৪)*। জাবের (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) সিরকা খেতে খেতে বললেন, সিরকা কতই না ভাল তরকারী, সিরকা কতই উত্তম তরকারী! *(মুসলিম হা/২০৫২; মিশকাত হা/৪১৮৩)*। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, খাওয়ার সময় খাবার গ্রহণকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য কথা বলা মুস্তাহাব *(শরহ মুসলিম ১৪/০৭)*। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, নবী (ছাঃ) খাবারের সময় খাদ্যের বিষয়ে কথা বলতেন... *(যাদুল মা'আদ ২/৩৬৭)*। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, খাওয়ার সময় অহেতুক গল্প করতে হবে। যেমন আজকাল ভোজসভাগুলিতে হয়ে থাকে। বরং এসময় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের মধ্যে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : আছরের পূর্বে ৪ রাক'আত সুন্নাত পড়া কি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ-এর অন্তর্ভুক্ত?

-তাজুল ইসলাম
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তর : এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয়; বরং সুন্নাতে যায়েদাহ। যেমন ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৭০)*। অন্য হাদীছে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭২)*। অতএব আছরের পূর্বে চার বা দু'রাক'আত ছালাত সাধারণ সুন্নাত হিসাবে আদায় করা যায়; সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ হিসাবে নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/১২৮)*।

Contents

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : মামী শ্বাশুড়ি বা খালা শ্বাশুড়ি কি মাহরামের অন্তর্ভুক্ত? তাদের সাথে কি বিবাহ নিষিদ্ধ?

-কামারুয্যামান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মামী শ্বাশুড়ি বা খালা শ্বাশুড়ি মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়। এদের সাথে নির্জনবাস বা সফর জায়েয নয়। তবে স্ত্রী থাকা অবস্থায় তার মামী, খালা বা তার বোনকে বিবাহ করা যাবে না। এক্ষেত্রে তারা সাময়িক মাহরাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফু বা তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর তোমরা বড় (বোন)-কে, ছোট (বোনের) উপর এবং ছোট (বোন)-কে বড় (বোনের) উপর বিবাহ করবে না (অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে না) *(বুখারী হা/৫১১০; আবুদাউদ হা/২০৬৫)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : জেনেশুনে কখনো সন্তান নিতে পারবে না এরূপ নারীকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি?

-শিবলী ছাদিক, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ নারীকে বিবাহ করা জায়েয। তবে রাসূল (ছাঃ) অধিক সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ করার প্রতিই উৎসাহিত করেছেন। মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি একজন সুন্দরী এবং সদ্বংশীয়া রমণীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। পরে তৃতীয়বার সে ব্যক্তি এলে তিনি বলেন, তোমরা এমন মেয়েদের বিবাহ করবে, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতের উপর) গৌরব প্রকাশ করব' *(নাসাঈ হা/৩২২৭; আবুদাউদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১; ছহীহাহ হা/২৩৮৩)*। উক্ত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বন্ধ্যা বিবাহ হারাম করা হয়নি। বরং একে অপসন্দনীয় বলা হয়েছে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৭/১০৮; ফাৎহুল বারী ৯/১১১)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এত বড় মুহাদ্দিছ হওয়া সত্ত্বেও তার গ্রন্থে যঈফ হাদীছ কেন?

-কাবীর হোসাইন, রাজশাহী।

উত্তর : এর কারণ কয়েকটি হ'তে পারে- ১. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) যঈফ ও জাল বর্ণনাগুলো উল্লেখ করার সময় وَيُذْكَرُ (বলা হয়) শব্দ দ্বারা বর্ণনাটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যা প্রমাণ করে যে তিনি কেবল জানানোর জন্য বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন। ২. কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কোন সিদ্ধান্তে না গিয়ে সনদসহ পেশ করছেন, যাতে পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম তাহকীক করে ছহীহ-যঈফ পৃথক করতে পারেন। ৩. কোন মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তিনিও নন। তার গবেষণায় যঈফ বা জাল প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি তা উল্লেখ করেছেন। ৪. ইবনে তায়মিয়াহ্‌র মত শারঈ ইলমের সকল শাখা-প্রশাখায় বিচরণকারী আলেমের পক্ষে এককভাবে তাহকীকের ময়দানে পূর্ণ সময় ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। সেকারণ অনেক ক্ষেত্রে তিনি ইমাম তিরমিযী, ইবনু হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিছের তাহকীকের উপর নির্ভর করেছেন। ফলে তাঁদের অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলি তাঁর রচনাতেও সংকলিত হয়েছে *(বিস্তারিত দ্রঃ আল-কালিমুত তাইয়েব, তাহকীক আলবানী পৃঃ ৫০-৫২)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : আমার ছোট বোন বুদ্ধি-জ্ঞান হওয়া থেকেই নিজেকে ছেলে হিসাবে মনে করে। বর্তমানে সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তাররা তার অপারেশন করাতে বলছে। এক্ষণে এভাবে লিঙ্গান্তর করা জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : তাকে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা করাতে হবে। বিষয়টি মানসিক হয়ে থাকলে মনোচিকিৎসার মাধ্যমে তা নিরাময় হবে ইনশাআল্লাহ। আর শারীরিক হয়ে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক শারীরিকভাবে তাকে যে লিঙ্গের নিকটবর্তী পাওয়া যাবে, সেদিকে পূর্ণতা দেওয়া সম্ভব হ'লে অপারেশন করায় বাধা নেই। কিন্তু সাধারণভাবে লিঙ্গান্তর করানো হারাম। কারণ এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানোর শামিল *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৫/৪৬-৪৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : আমার এলাকাটি হানাফী অধ্যুষিত হওয়ায় ঈদের ছালাত অনেক দেরীতে আদায় করা হয়। এক্ষণে আমি আউয়াল ওয়াক্তে একাকী তা আদায় করে নিব কি?

-খায়রুল ইসলাম, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : না। কারণ ঈদের ছালাত একাকী আদায় করার বিধান নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছওম সেদিন যেদিন তোমরা সকলে ছিয়াম রাখবে। ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা সেদিন যেদিন তোমরা সকলে ঈদ করবে *(তিরমিযী হা/৭৯৭, ইবনু মাজাহ হা/১৬৬০; ছহীহাহ হা/২২৪)*। বরং ঈদের ছালাতের শেষ সময় তথা সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত *(আল-মাওসু'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২৭/২৪৩)* দেরীতে হ'লেও জামা'আতের সাথে আদায় করবে। ঈদুল ফিৎরে সূর্য দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত *(আওনুল মা'বূদ শরহ সুনানে আবুদাঊদ ৩/৪৮৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ) একদা লোকদের সাথে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার ছালাতে গেলেন এবং ইমামের দেরী করে ছালাত আদায় করাকে অপসন্দ করলেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আমরা এ সময়ে ছালাত আদায় শেষ করতাম। আর ছালাত আদায়ের সময় হচ্ছে সূর্য উদিত হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পর *(ইবনু মাজাহ হা/১৩১৭; আবুদাউদ হা/১১৩৫, সনদ ছহীহ; দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী ও আকীকা' পৃঃ ২৭)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, ছিয়ামরত অবস্থায় দিনের বেলা সিগারেট খাওয়া যাবে। কারণ এটি শরীরে কোন পুষ্টি যোগায় না। বরং ক্ষতি করে। সুতরাং এটি ছিয়ামভঙ্গকারী খাবার নয়। একথার সত্যতা আছে কি?

-আব্দুন নূর, কোনাবাড়ী, গাযীপুর।

উত্তর : বক্তব্যটি ভিত্তিহীন। কারণ সিগারেট খাওয়া হয় ইচ্ছাকৃতভাবে। হানাফী বিদ্বান ইবনু আবেদীন বলেন, যেকোন প্রকারের ধোঁয়া ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করলে ছওম ভঙ্গ হয়ে যাবে *(রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার ২/৩৯৫)*। বিশেষজ্ঞদের মতে, সিগারেটের ধোঁয়া চলে যায় ফুসফুসে, আর কিছু উপাদান চলে যায় পাকস্থলীতে। সেকারণ এটি গ্রহণে ছিয়াম বাতিল হয়ে যাবে। অপরদিকে ঘরের ধোঁয়া, গাড়ির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ গ্রহণ করে না। বাহূতী বলেন, যদি অনিচ্ছায় কারো কণ্ঠনালীতে মাছি, রাস্তার ধূলা, আটার গুড়া বা ধোঁয়া প্রবেশ করে তাহ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ এ অবস্থায় সে ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায়। এথেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ধূমপান করবে তার ছওম ভঙ্গ হয়ে যাবে' *(কাশ্শাফুল কেনা' ২/৩২১)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : কতিপয় আলেম বলেন, জান্নাতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার বিবাহ হবে। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-সাঈদুর রহমান
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে কিছু বর্ণনা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, হে আয়েশা তুমি কি জান! জান্নাতে আল্লাহ মুসার বোন কুলছুম, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও ঈসার মা মারিয়ামের সাথে আমার বিবাহ দিবেন *(ইবনু আসাকের, ইবনু কাছীর ৮/১৬৬, সূরা তাহরীম ৫ আয়াতের তাফসীর ; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৫২৪৬-৪৮)*। বর্ণনাটি জাল ও মুনকার *(আলবানী, যঈফাহ হা/৭০৫৩, ৫১২)*। ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলি উল্লেখ করে তা যঈফ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন *(আল-বিদায়াহ ২/৬২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : দাড়ি ওঠার প্রারম্ভিক সময়ে উভয় কানের পাশ দিয়ে যে দাড়ি উঠতে শুরু করে, তা কেটে ফেলা যাবে কি?

-মশীউর রহমান, গুলশান, ঢাকা।

উত্তর : না। কারণ তা দাড়িরই অংশ *(লিসানুল আরব ১৫/২৪৩)*। ইবনু হাজার ও ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) উভয় কানের পাশে গজানো লোমকে দাড়ির মধ্যে গণ্য করেছেন *(ফৎহুল বারী ১০/৩৫০; শারহুল উমাদাহ ১৮৪ পৃ:)*। শায়খ উছায়মীন বলেন, দাড়ির সীমারেখা হল কানের লতি থেকে মুখমন্ডল পর্যন্ত। এমনটি গালের লোমগুলোও দাড়ির মধ্যে শামিল *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮০)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : মাসবূক ব্যক্তি ইমামকে সিজদারত অবস্থায় পেলে পরবর্তী রাক'আত শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে কি?

-ছফিউল্লাহ, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : অপেক্ষা করবে না। বরং ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, তাকবীরে তাহরীমা বলে সে অবস্থায় ছালাতে যোগ দিবে *(আবুদাউদ হা/৬১৮; মিশকাত হা/৩১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্যে ছালাতে এসে আমাদেরকে সিজদা অবস্থায় পেলে তোমরাও সিজদায় যাও। আর এ সিজদাকে (কোন রাক'আত) হিসেবে গণ্য করবে না *(আবুদাউদ হা/৮৯৩; মিশকাত হা/১১৪৩; ইরওয়া হা/৪৯৬, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করতে এসে ইমামকে যে অবস্থায় পাক না কেন, তখন ইমাম যেরূপ করে সেও যেন অনুরূপ করে' *(তিরমিযী হা/৫৯১; মিশকাত হা/১১৪২; ছহীহুল জামে' হা/২৬১)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : নববী যুগে ইসলামের হদ, তা'যীর প্রভৃতি বিধান অনুযায়ী অমুসলিমদের বিচার করা হ'ত কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক, বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ। অমুসলিমদের উপর হদ ও তা'যীর বিধান চালু ছিল। যেমন জনৈক ইহুদী এক আনছারী কিশোরীর মাথা পাথর দ্বারা পিষে দিলে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশনায় উক্ত ইহুদীর মাথাও পিষে দেওয়া হয় *(বুখারী হা/২৪১৩; মিশকাত হা/৩৪৫৯)*। জনৈক ইহুদী বিবাহিত নারী-পুরুষ যেনা করলে তারা রাসূলের নিকট বিচার পেশ করে। রাসূল (ছাঃ) তাদের রজম করার নির্দেশ দেন *(বুখারী হা/৪৫৫৬; দারেমী হা/২৩৭৬)*। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের উপকারিতা হ'ল- যিম্মী কাফির যেনা করলে তার উপর হদ্দ কায়েম করা ওয়াজিব *(ফাৎহুল বারী ১২/১৭০)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : জনৈক নারী তার স্বামীর নিকট থেকে খোলা করে পৃথক হয়েছে। উক্ত নারীর দু'টি মেয়ে তার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তিনি তার বড় মেয়েকে কিছুটা দরিদ্র হ'লেও দ্বীনদার এক পাত্রের সাথে বিবাহ দিতে চান। মেয়েও তাতে রাযী। কিন্তু দরিদ্র হওয়ায় পিতা রাযী নন। এক্ষণে উক্ত মহিলা কি নিজে অভিভাবক হিসাবে বিবাহ দিতে পারবে? না সাবেক স্বামীর অনুমোদন লাগবে?

-হাসীবুল ইসলাম, কচুয়া, বাগেরহাট।

উত্তর : প্রশ্ন অনুযায়ী উক্ত সন্তান বালেগা। এমতাবস্থায় সে যদি স্বেচ্ছায় মায়ের নিকটে অবস্থান করে এবং মা তার যাবতীয় খরচ বহন করে, সেক্ষেত্রে তার উপর পিতার অভিভাবকত্বের অধিকার থাকে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জনৈকা স্ত্রীলোক এসে বলল, আমার স্বামী আমার ছেলে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ছেলে আমার উপকার করে। সে আমাকে কূয়া থেকে পানি এনে দেয়। এসময় তার পিতা এলে নবী করীম (ছাঃ) ছেলেকে বললেন, ইনি তোমার পিতা আর ইনি তোমার মাতা- যাকে ইচ্ছা তুমি তার হাত ধর। ছেলে তার মায়ের হাত ধরল। অতঃপর মা তাকে নিয়ে চলে গেল' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ; মিশকাত হা/৩৩৮০, সনদ ছহীহ)*। ইমাম শাওকানী বলেন, 'হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছেলে হৌক বা মেয়ে হৌক, সন্তানের ভাল-মন্দ বুঝার জ্ঞান হওয়ার পর যদি পিতা-মাতা সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে মতভেদ করেন, তাহ'লে সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়াই শরী'আত সম্মত' *(নায়লুল আওত্বার ৮/১৬০ পৃঃ, 'সন্তান পালনের অধিক হকদার কে?' অনুচ্ছেদ)*।

অতএব উক্ত নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে মাতা নয় বরং মাতা

Contents

সম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয়-স্বজন যেমন ভাই, মামা, নানা প্রমুখগণ অভিভাবক হিসাবে বিবাহ প্রদান করবেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কান নারী অপর নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজে নিজে বিবাহও করতে পারে না' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২, মিশকাত হা/৩১৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৭২৯৮)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : আমার বয়স ২০ পেরিয়েছে। পিতা-মাতা দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে আমার খাৎনা করাননি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আব্দুল মালেক, কিষাণগঞ্জ, ভারত।

উত্তর : এমতাবস্থায় খাৎনা করাই যরূরী। কারণ এটি মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবজাত পাঁচটি বিষয়ের অন্যতম *(বুখারী হা/৫৮৯১, মিশকাত হা/৪৪২০ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। এর মধ্যে যে স্বাস্থ্যগত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সে বিষয়ে সকল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী একমত। ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৩৫৬)*।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত বই

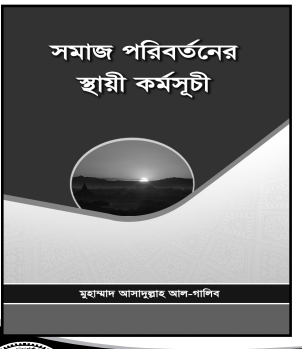

সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

আল-'আওন

রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

মাদক মুক্ত
রক্তদান
সুস্থ থাকবে
জাতির প্রাণ

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্মে ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' (মায়েদাহ ২ আয়াত)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তের গ্রুপ সমূহ নির্ধারণ করে যেলা ভিত্তিক রক্তদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজন মুহূর্তে অসহায় রোগীকে চাহিবা মাত্র রক্ত দাতার সন্ধান দেওয়া।

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! আল-'আওন-এর সদস্য হৌন!!

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com, Facebook page : **আল-'আওন**

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর ও ইউনিভার্সিটি অফ ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচী কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘণ্ট অনুসারে প্রস্তুতকৃত

হিজরী ১৪৩৯ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০১৮ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৫

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জুন	১৫ রামাযান	১৮ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	৩ ঃ ৪৫	৫ ঃ ১১	১১ ঃ ৫৬	৩ ঃ ১৬	৬ ঃ ৪২	৮ ঃ ০৭
০৫ ,,	১৯ ,,	২২ ,,	মঙ্গলবার	৩ ঃ ৪৪	৫ ঃ ১১	১১ ঃ ৫৭	৩ ঃ ১৬	৬ ঃ ৪৪	৮ ঃ ১০
১০ ,,	২৪ ,,	২৭ ,,	রবিবার	৩ ঃ ৪৩	৫ ঃ ১০	১১ ঃ ৫৮	৩ ঃ ১৬	৬ ঃ ৪৬	৮ ঃ ১২
১৫ ,,	২৯ ,,	০১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ ঃ ৪৩	৫ ঃ ১১	১১ ঃ ৫৯	৩ ঃ ১৭	৬ ঃ ৪৭	৮ ঃ ১৪
২০ ,,	০৫ শাওয়াল	০৬ ,,	বুধবার	৩ ঃ ৪৪	৫ ঃ ১২	১২ ঃ ০০	৩ ঃ ১৮	৬ ঃ ৪৯	৮ ঃ ১৬
২৫ ,,	১০ ,,	১১ ,,	সোমবার	৩ ঃ ৪৫	৫ ঃ ১২	১২ ঃ ০১	৩ ঃ ১৯	৬ ঃ ৫০	৮ ঃ ১৭
০১ জুলাই	১৬ শাওয়াল	১৭ আষাঢ়	রবিবার	৩ ঃ ৪৭	৫ ঃ ১৫	১২ ঃ ০২	৩ ঃ ২১	৬ ঃ ৫০	৮ ঃ ১৭
০৫ ,,	২০ ,,	২১ ,,	বৃহস্পতি	৩ ঃ ৪৯	৫ ঃ ১৬	১২ ঃ ০৩	৩ ঃ ২২	৬ ঃ ৫০	৮ ঃ ১৭
১০ ,,	২৫ ,,	২৬ ,,	মঙ্গলবার	৩ ঃ ৫২	৫ ঃ ১৮	১২ ঃ ০৪	৩ ঃ ২৪	৬ ঃ ৫০	৮ ঃ ১৬
১৫ ,,	০১ যিলক্বদ	৩১ ,,	রবিবার	৩ ঃ ৫৫	৫ ঃ ২০	১২ ঃ ০৪	৩ ঃ ২৫	৬ ঃ ৪৯	৮ ঃ ১৪
২০ ,,	০৬ ,,	০৫ শ্রাবণ	শুক্রবার	৩ ঃ ৫৭	৫ ঃ ২২	১২ ঃ ০৫	৩ ঃ ২৬	৬ ঃ ৪৭	৮ ঃ ১২
২৫ ,,	১১ ,,	১০ ,,	বুধবার	৪ ঃ ০১	৫ ঃ ২৫	১২ ঃ ০৫	৩ ঃ ২৭	৬ ঃ ৪৫	৮ ঃ ০৯

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।